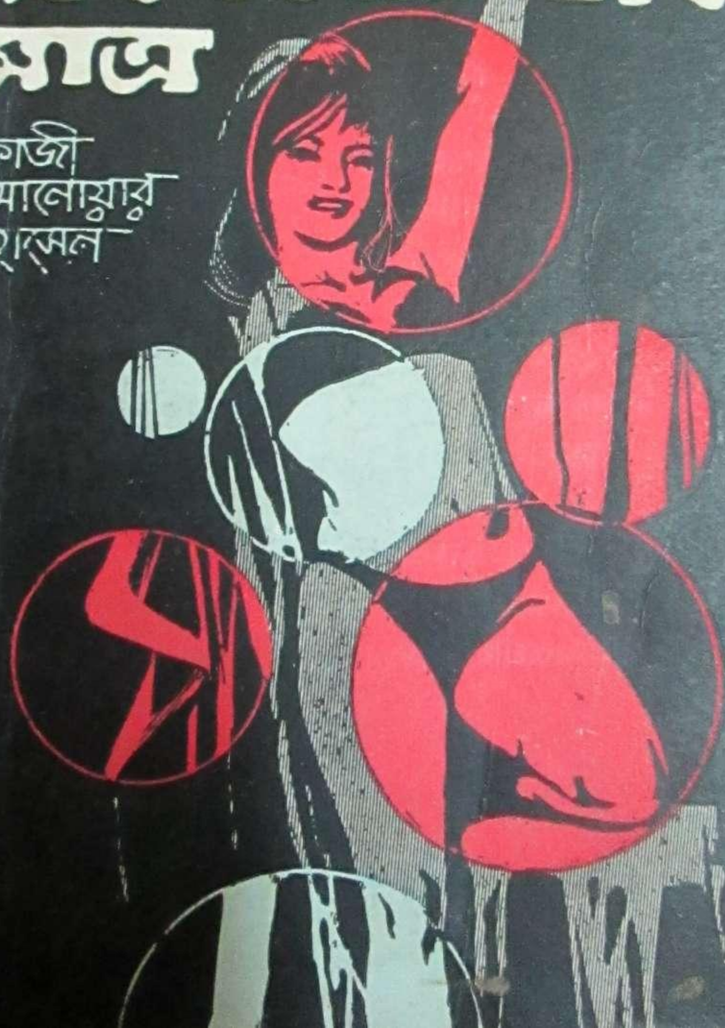
মাসুদ রানা

মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র

কাজী আনোয়ার হোসেন



মাসুদ রানা

পাকিস্তান কাউন্টার
ইন্টেলিজেন্সের একজন
অন্যতম দুঃসাহসী স্পাই।
গোপন মিশন নিয়ে দেশে
বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয় তাকে।
পদে পদে তার বিপদ, রোমাঞ্চ,
ভয় আর মৃত্যুর হাতছানি।

আসুন, এই দুর্ধর্ষ
বাঙ্গালী যুবকটির
সাথে পরিচয় করা যাক।

ধ্বংস-পাহাড়
ভারতনাট্যম
স্বর্ণমৃগ
দুঃসাহসিক
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
দুর্গম দুর্গ
শত্রু ভয়ঙ্কর
সাগর-সঙ্গম—১
সাগর-সঙ্গম—২
রানা! সাবধান!!
বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ
নীল আতঙ্ক-১
নীল আতঙ্ক-২
কায়রো
মৃত্যু-প্রহর
গুপ্তচক্র

প্রকাশিকা :

ফরিদা ইয়াসমীন

সেগুনবাগান প্রকাশনী

১১৩ সেগুন বাগান, ঢাকা-২

সেগুনবাগান প্রকাশনী কর্তৃক

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট, ১৯৭০

প্রচ্ছদ : শাহাদত চৌধুরী

কাহিনী :

বিদেশী গল্প অবলম্বনে

মুদ্রণে :

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :

সেগুনবাগান প্রকাশনী

১১৩ সেগুন বাগান, ঢাকা-২

জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

ফোন : ২৫৫৩৩২

শো-রুম :

মাসুদরানা বুকষ্টল

ষ্টেশন রোড

চিটাগাং।

মূল্য : [redacted] টাকা মাত্র

১

মিত্রা সেন। হ্যাঁ, বেঁচে আছে মিত্রা সেন।

'এবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছেন এক ভারতীয় রাজকুমারী। নীল-রক্ত প্রবাহিত এর ধমনীতে, ইতিহাস কথা বলে এর নৃত্যের মুদ্রায়। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজা অব ভুপালের বংশধর এই প্রিন্সেস। কিন্তু ইনি ইতিহাস নন। আমরা গর্বের সঙ্গে তাঁকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি···।'—ঘোষক তিন ভাষায় কথাগুলো বললো: ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ এবং আরবী। তারপর হাত বাড়িয়ে একটু ঝুঁকে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো, 'প্রিন্সেস জয়লতিকা!' করতালিতে ভরে গেল হোটেল সাহারার ক্যাবারে-রূম। আলো নিভে গেল দপ্ করে। সেতারের ঝঙ্কার উঠলো বেজে। নীল স্পট-লাইটে শাড়ী পরা নারী-মূর্তি দেখা গেল স্টেজে। স্পট আরো উজ্জ্বল হলো। প্রিন্সেস 'নমস্কার'

জানালো সবার উদ্দেশ্যে। বেনারসী শাড়ীর উজ্জ্বল নক্‌শা, গায়ে একটা শাল, কোমরে মেখলা, মাথায় ঘোমটা।

টার্কিশ ওয়াইন রাকিতে চুমুক দিতে দিতে হাসি পেল রানার। ক্যাবারের এই একা একা ভাবটা ভাল লাগছিল না। উঠে যাবার চিন্তা করছিল ও, কিন্তু মজা পেয়ে গেল স্ট্রিপারের নতুন কায়দা দেখে। ভারতীয় প্রিন্সেস। মহারাজা অব ভুপাল। এসব নামে সম্প্রতি পশ্চিমা দেশগুলোতে মোহ দেখা যায়। সাউথ অ্যামেরিকান মেক্সিকান মেয়েকে শাড়ী পরিয়ে দিব্যি পাক-ভারতীয় বলে চালানো চলে। কিন্তু এ মেয়েটি শাড়ী পরেছে নিখুঁতভাবে।··· রাকিতে আবার গেলাস ভরে নিয়ে আরাম করে বসলো রানা। সেতারে ঝঙ্কার উঠলো। বাঃ চমৎকার! সেতারের সঙ্গে স্ট্রিপটিজ! মাথার ঘোমটা উঠে গেল নর্তকীর। আবার নমস্কার করলো।

রানা তখনই দেখলো প্রিন্সেস আর কেউ নয়, মিত্রা। মিত্রা সেন! ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের মিত্রা সেন। না, কোনো ভুল নেই। চার বছর আগের একটা অতি-পরিচিত মুখ মনে রাখার মত স্মৃতি-শক্তি রানার আছে। খালি চোখে ছ'শো গজ দূরের 'বুলস্-আই' রানা পরপর পাঁচবার অনায়াসে ছিদ্র করতে পারে। চোখের ভুল নয়।

কথক ভারত-নাট্যমের বিখ্যাত নর্তকী মিত্রা সেন আজ উত্তর আফ্রিকার ক্যাসাব্লাঙ্কার হোটেল সাহারার ক্যাবারে

রূমে? রানা জানতো, পাকিস্তান থেকে ফিরে গিয়ে সব স্বীকার করেছে মিত্রা। ধরে নিয়েছিল, মিত্রাকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করেছে ভারতের গোপন-হত্যাকারীরা। কিন্তু মিত্রা বেঁচে আছে

গায়ের চাদরটা নামিয়ে মেঝেতে ফেলে দিলো প্রিন্সেস। ভারত-নাট্যমের মুদ্রায় প্রিয়-বিরহের যন্ত্রণাকাতর ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলছে। নীল স্পট-লাইট বেগুনী হল, বেগুনী থেকে ক্রমে লাল হয়ে উঠছে। হাত উপরে তুলে আড়-মোড়া ভাঙলো প্রিন্সেস। হাতের চুড়িগুলো সেতারের সঙ্গে বাজলো। বাঁ হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো। চুড়িগুলো খুলে ফেললো এক এক করে। ফুলের মালাটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরলো। বন্ধ করলো মুঠো। এক ঝটকায় ছিঁড়ে ফেললো মালা, ছড়িয়ে পড়লো ফুল। নেতিয়ে পড়লো মিত্রার দেহ।

···রানার মনে পড়ছে রাজশাহীর কথা, টিটাগড়-কোলকাতার কথা এবং সব শেষে কক্সবাজারের সেই তারার রাত। মিত্রা বলেছিল, আমি সাপে-নেউলের বন্ধুত্বের অভিনয় করতে পারছি না, আমাকে দেশে ফিরে যেতে দাও।

রানা জানতো, দেশে ফিরলেই তার শাস্তি: মৃত্যু। তবু মিত্রা দেশে ফিরে গিয়েছিল। এবং বেঁচে যে আছে তার প্রমাণ প্রিন্সেস জয়লতিকা। জীবন্ত, লাল আলোর

নীচে জ্বলন্ত। সেতারের গুঞ্জনে বিমোহিত এক নারী। একক-কামনায় অস্থির রাজকুমারী।··· মাথা তুলে চোখ বুঁজে বুক ভরে শ্বাস নিল মিত্রা। হাতটা আবার ভরাট বুকের উপর পড়লো। তারপর সাপের মত পিছনে নিয়ে গেল হাত। পাশ ফিরে বসলো। বিরাট খোঁপা। নকশা করা কাঁটা-ক্লিপগুলো খুলছে। দর্শকদের আড়চোখে দেখলো। চোখে আমন্ত্রণ। খোঁপা খুলে গেল। অলস ভঙ্গিতে চুলের ভিতর আঙুল চালালো।

রানা অনুসরণ করলো মিত্রার দৃষ্টি। সবার দৃষ্টি মিত্রার শরীরটা চেটে চেটে খাচ্ছে। কিন্তু মিত্রা সবাইকে দেখছে না। মিত্রার চোখ বার বার থেমে যাচ্ছে স্টেজের বাঁ দিকের টেবিলে। রানা দেখলো, মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক। শুধু যে পাক ভারতীয় বলেই মনে হলো তাই নয়, মনে হলো: একে আগে কোথাও দেখেছে। কাঁচা-পাকা চুল। নাকটা খাড়া।···তার সামনে বসা শাড়ী পরা একটি মেয়ে। বয়স উনিশ-কুড়ির বেশী হবে না। দু'জনেই পান করছে হুইস্কি। বোতল দেখলো, লেবেল দেখা গেল না অন্ধকারে।

চোখ ঘুরে চললো দর্শকদের উপর দিয়ে আবছা অন্ধকারে। থমকে গেল, হোঁচট খেল চোখ। পাকিস্তান কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্সের এজেণ্ট! এখানে?

···তবলায় তেহাই বেজে উঠলো পুরো হল কাঁপিয়ে—

তিক ধা ধিগি ধিগি থেই। তিক ধা ধিগি ধিগি থেই···
স্টেজের উপর গিয়ে পড়লো রানার চোখ। আলো আরো একটু বেড়ে উঠেছে।·· উঠে দাঁড়ালো মিত্রা।···তা তে থেই তাত। আ তে থেই তাত। থেই আ থেই আ থেই।···
না, ভারত-নাট্যম নাচছে না মিত্রা, তবলার বোলের সঙ্গে কোমর দোলাচ্ছে, সাপের মত পাক খাচ্ছে।···মিত্রার আঁচল খসে পড়লো হাতে। এক চিলতে কাপড়ে ঢাকা শানিত বুক। আবার সলজ্জ ভঙ্গিতে বুক ঢাকলো আঁচলে। থরথর করে কাঁপছে বুক।···রানা আবার তাকালো পি.সি. আই. এজেন্টের দিকে। লোকটা রানাকে চেনে কি? দৃষ্টি থেকে তাই মনে হল। কিন্তু না-চেনার ভান করলো। অথবা চেনেই না।···না তিন তিন না। তেটে ধিন ধিন ধা···মিত্রা পিছন ফিরে দাঁড়ালো। নিতম্ব দুলছে, কাঁপছে মেখলা। সেটা খুললো কোমর থেকে। ফেলে দিল পাশে। আঁচলটাও সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে ছেড়ে দিল। সামনে ফিরে দাঁড়ালো। হাত চুলের ভিতর দিয়ে কোমর দোলাচ্ছে। খুলে ফেললো শাড়ীর বাকী অংশ। পা দিয়ে শাড়ীটা ছুঁড়ে দিল পাশে। মিত্রার পরনে এখন শুধু টকটকে লাল পেটিকোট ও ব্লাউস। হাত উঠে গেছে পিছনে।···পিছন ফিরে দাঁড়ালো। চোলিকার হুক খুঁজছে আঙুল। খুলতে অসুবিধা হচ্ছে যেন। ফস করে টেনে নামালো জিপার। উন্মুক্ত পিঠ, ব্রা-স্ট্র্যাপ ছাড়া। ঘুরে

দাঁড়ালো, হাতের ভিতর থেকে বের করে আনলো ব্লাউসটা। ছুঁড়ে ফেলে দিল। নেমে গেল হাত কোমরে। আঙুল ঢুকলো ইলাস্টিকে বাঁধা পেটিকোটে। তিন ইঞ্চি নেমে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো মিত্রা। হাসলো, চোখ টিপলো—ফর্সা পেট, নাভিতে হাত বুলালো, আবার তুলে দিল পেটিকোট। উরুতে নেমে গেল হাত। আবার উঠে এল কোমরে। দুই আঙুল ভরে দিল ইলাস্টিকের ভেতর। টেনে নামালো লাল পেটিকোট। বের করে আনলো একটা পা। তারপর অন্য পা।

মিত্রার শরীরে আর ভারতীয় ঐতিহ্যের চিহ্ন নেই। গোল্ডেন বিকিনি প্যান্টি ও ব্রা, কালো নায়লন স্টকিং, গোল্ডেন গার্টার বেল্ট ও হাই হিল সু। তবলা এবং সেতার হঠাৎ থেমে গেল। সেক্সোফোনে শীৎকার ধ্বনি উঠলো। হলে সিটি পড়লো। অশ্লীল মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে লাগলো কামার্ত দর্শকবৃন্দ।···মিত্রা এবার স্টকিং খুলছে গার্টার বেল্ট থেকে।···রানা তাকালো বামের টেবিলটাতে। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক স্টেজ দেখছে না। মাথা নীচু করে সিগারেট টানছে।···মিত্রা এবার ব্রা'র ফিতেতে হাত রেখেছে। বুক নড়ছে, দুলছে। ঘেমে গেছে মিত্রার শরীর।···চার বছরে একটু মেদও জমে নি। বরং আরো সুগঠিত হয়েছে। সিটিতে ভরে গেল ক্যাবারে রুম। মিত্রার হাতে ব্রা। নগ্ন ভরাট বুক।··· ব্রা এসে পড়লো বাইরে। লুফে নিল

এক টেকো ইউরোপীয়, চুমু খেল। বিকৃতি! পেন্টিও খুলবে মিত্রা! হ্যাঁ, হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে দিয়েছে। পা বের করলো। না, এখনো একেবারে নগ্ন হয় নি মিত্রা। জী-স্ট্রিং রয়েছে। ছোট ত্রিকোণ কাল কাপড়। সরু ফিতেটা কোমরে বসে গেছে। জী-স্ট্রিং-এ হাত রাখল মিত্রা। খুলে ফেললো। জান্তব উল্লাসে ফেটে পড়লো হল। দপ্ করে নিভে গেল আলো। গড়গড় করে লাল স্ক্রীন নেমে এল উপর থেকে। জ্বলে উঠলো আলো। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। কেউ সিটি দিচ্ছে, কেউ হাততালি, কেউ প্রেমিকাকে সকাম চুম্বন করছে। উঠে দাঁড়াল রানা। দেখলো, বাঁ দিকের টেবিলের মধ্যবয়সী লম্বামত ভদ্রলোক এবং তার ভারতীয় সঙ্গিনী উধাও।

উধাও পাকিস্তানী এজেন্ট।

পুরো ঘটনাটাকে রানার কাছে যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগের মত হিসাব মনে হল। কো-ইন্সিডেন্স এটা নয়। প্রত্যেকটা ঘটনার পিছনে একটা যোগসূত্র আছে। যোগসূত্র সৃষ্টি করেছে আর কেউ নয়, পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান। সংক্ষেপে আর. কে.।

তিনদিন আগে।

ইন্টার ন্যাশনাল ট্রেডিং করপোরেশনের সাততলা অফিস

অর্থাৎ পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হেড-কোয়ার্টার-এর ছ'তলায় নিজের রূমে ঢুকলো মেজর মাসুদ রানা।

'মর্নিং।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো পার্সোন্যাল সেক্রেটারী নাসরিন রেহানা। ফোনে কাকে যেন 'মিট ইউ' ইত্যাদি বলে রেখে দিল রিসিভার। বোকার মত হাসলো। বললো, 'মেজর, তিন সপ্তাহ পর অফিসে এলে?'

গ্রেটা আইল্যাণ্ড* থেকে ফিরে হাসপাতালে থাকতে হয়েছে বারোদিন।

রানা তাকালো রেহানার দিকে। বেল বটম, মিনি কুর্তা, ফোনে প্রেমালাপ! তিন সপ্তাহ না হয়ে তিন বছর হলেই বোধ হয় ভালো হতো। বেশ ফুর্তিতে আছে সব!

'একটা ছুটির দরখাস্ত টাইপ কর',—রানা গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'এক মাসের ছুটি। হ্যাঁ, চার সপ্তাহ দুই দিন।'

'ছুটি!'—রেহানা জিজ্ঞেস করলো, 'কারণ?'

'কারণ!'—একেবারে উঠে দাঁড়াল রানা চেয়ার থেকে, 'আমি ছুটি নেবো, তার কারণ তোমাকে বলতে হবে?'

'বা রে! না বললে, দরখাস্তটা লিখবো কি করে?'—রেহানা প্রথম অবাক, তারপর হেসে রানার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো, 'বস্, চা খাবে, না কফি?'

---

* গুপ্তচক্র

রানা একটা ফাইলের পাতা দ্রুত উল্টালো। থমকে চোখ তুলে তাকালো, 'কেন?'

'মেজাজটা একটু শান্ত হবে।'—রেহানা হেসে বললো। চলে গেল পাশের ছোট ঘরটায়। একটু পর ফিরে এসে দেখলো, রানা টেবিলে পা তুলে নাচাতে নাচাতে ফোন করছে, 'চলে আয়, কোন কাজ নেই, চুটিয়ে আড্ডা দি।...রাখ তোর ফাইল নাম্বার থারটি!'—ক্রাডলে রিসিভার রেখে একটু কাঁচু-মাচু হয়ে তাকালো রেহানার দিকে।

'ক'জন আসছে?'

'বেশী না, চারজন।'—রানা হাসলো, 'সোহেল-নাসেররা।'

রেহানা কেৎলিতে পানি বেশী করে দিল।

বেজে উঠলো ইন্টার-কমের সিগন্যাল। রানা বাটন টিপে বললো, 'মাসুদ রানা।'

'মেজর, আর. কে. দেখা করতে বলেছেন।'—সোহানা।

'ক'টায়, এক্স মিসেস্ মাসুদ?'

'এখনই।'—উত্তর ভেসে এল, 'এক্স ডক্টর মাসুদ।'

সুইচ অফ করে উঠে দাঁড়ালো। চেঁচিয়ে বললো, 'এককাপ কম বানাও।'

'কেন?'

'আমার কপালে আজ বসের সেক্রেটারীর হাতের কফি নামের কডলিভার অয়েল রয়েছে।'—বের হয়ে গেল রানা।

সাততলায় আর. কে. অফিসের সামনে দাঁড়াতেই দরজাটা খুলে গেল। ঢুকতেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আরে, এ কায়দা আবার কবে থেকে হল!

তাকালো সোহানার দিকে। সোহানার আঙুল একটা সুইচে।

নীল শাড়ী, নীল ব্লাউজ, নীল টিপ, চুল খোঁপা করা। সাদা ফুল।

পরশুদিন হাসপাতালে গিয়েছিল ফুল নিয়ে।

রানা ওর টেবিলের দিকে এগুতেই সোহানা বাড়িয়ে দিল একটা কাগজ। বললো, 'তোমার ছুটি গ্র্যান্টেড।'

'আমি এখনো এ্যাপ্লিকেশনই পাঠাই নি···।'—রানা কাগজটায় চোখ বুলিয়ে বললো, 'এটা তিন মাস আগে করা। বুড়োর কি ভিমরতি ধরেছে?'—টেবিলের উপর একটা চাপড় বসিয়ে দিল।

'টেবিলটা আমার।'—সোহানা বললো, 'ওসব চড়-চাপড় প্র্যাকটিস তোমার টেবিলে করবে।'—বলেই ইন্টার-কমের সুইচ অন করে বললো, 'স্যার, মেজর মাসুদ রানা।'

'আই এ্যাম ওয়েটিং।'—উত্তর ভেসে এল।

সুইচ অফ করে সোহানা বললো, 'যাও।'—হাসলো। ভাবখানা দারুণ জব্দ করলো রানাকে।

'তোমাকে একমাসের ছুটি দেওয়া হয়েছে।'—রানাকে

বসতে ইশারা করেই বলা শুরু করলেন আর. কে.,
'দেখেছো ?'

বসে রানা বললো, 'দেখেছি, স্যার।'

পাইপে তিনটে ঘন ঘন টান দিলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। বাঁ ভুরুটা একটু উঠলো, একটা প্রশ্ন ফুটে উঠলো চোখে, তারপর বললেন, 'যাচ্ছো কোথায় ?'

'যাচ্ছি··· !'—রানা অবাক হল। বললো, 'ঠিক করি নি, স্যার। ছুটি তো কেবল পেলাম। তবে এক সময় ইচ্ছে ছিল ল্যাটিন অ্যামেরিকা···।'

'ল্যাটিন অ্যামেরিকা ?'—প্রশ্নটা করেই অন্যদিকে তাকালেন। পাইপে টান দিলেন। মাথা নাড়লেন। তারপর রানা শুনতে পেল, 'উত্তর আফ্রিকা গেছো ? টানজিয়ার, ত্রিপোলী, রাবাত, ক্যাসাব্লাঙ্কা ?'

'বেড়াতে যাই নি, স্যার।'

'যাওয়া উচিত ছিল।'—হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন আর. কে.। বললেন, 'মরক্কোর সঙ্গে দিন দিন আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। প্রায়ই কনফারেন্স হচ্ছে, চুক্তি হচ্ছে। ওখানে আমাদের নেটওয়ার্ক প্রয়োজন হবে। রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের একটা প্রস্তাব আছে, মরক্কো-নেপাল এরকম দু'-একটা জায়গায় যদি কোন এজেন্ট যায় তবে তাকে রিক্রিয়েশন লিভের সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। পাওনা রিক্রিয়েশন লিভের সঙ্গে, এর হিসেব হবে না।

তুমি যেতে চাও?'

রানা একটু ভাবলো। হিসেব করলো, এক মাসের বেতন খামোখা পাওয়া যাচ্ছে, মন্দ কি? তাছাড়া ক্যাসাব্লাঙ্কায় জুয়ার আড্ডায় যেতে কার আপত্তি হবে? অন্তত: রানার তো নয়। বললো, 'আপত্তি নেই, স্যার।'

একটু হাসি ফুটলো বৃদ্ধের ঠোঁটের কোণে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। বললেন, 'গ্রেটা আইল্যাণ্ডে তোমার সাফল্যের জন্যে পি. সি. আই.-এর পক্ষ থেকে প্লেনের টিকেট এবং হোটেল খরচও তোমাকে দেওয়া হবে। যাও. সোহানাকে তোমার মতটা জানাও। ও ট্রাভেল এজেন্টকে জানাবে।'

ঘুরে বসলেন আর. কে.।

রানা বুঝলো, এটা এ্যাসাইনমেন্ট, উইদাউট ব্রিফ।

ঘর থেকে বেরিয়ে সোহানার টেবিলে বেশ চিন্তিত-ভাবে এসে বসলো রানা। সোহানা জিজ্ঞেস করলো, 'রাজী?'

'কি?'

'না। কিছু না।'—ঠোঁট টিপে হাসলো মেয়েটি, 'ছুটিতে কোথায় যাচ্ছো?'

'জাহান্নামে!'—রানা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'ঝোঁকের মাথায় বুড়োর ফাঁদে পা দিয়ে বসলাম!'—ঘুরে গিয়ে সোহানার পাশে দাঁড়ালো। ওর চেয়ারটা ঘুরিয়ে দুই

হাতলে হাত রাখলো। রানার লক্ষ্য সোহানার গালের তিলটা।

'রানা, সাবধান!'—সোহানা বললো, 'টেলিভিশন।'

'কি?'—তড়িৎগতিতে সোজা হল রানা।

একটা সুইচ অন করলো সোহানা। আঙুল দিয়ে দেখালো টেবিলের ড্রয়ারে টেলিভিশন স্ক্রীন। স্ক্রীনে দেখা যাচ্ছে বাইরের বারান্দাটা। ফাঁকা বারান্দা।

সোহানা বললো, 'আর. কে. ইচ্ছে করলে সুইচ অন করলে এ ঘরটা দেখতে পারেন।'

'সব ঘরেই কি ক্লোজড্ সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরা লাগানো হয়েছে?'—ভয়ে ভয়ে রানা জিজ্ঞেস করলো।

'হয় নি।'—সোহানা বললো, 'হতে পারে। লক্ষ্মীটি, সোজা হয়ে ও চেয়ারে গিয়ে বস।'

'না, আমি চললাম।'

'তুমি ক্যাসাব্লাঙ্কায় যাবে কি না, বললে না?'

'আফ্রিকা থেকে মরক্কো, মরক্কো থেকে ক্যাসাব্লাঙ্কায়।'—রানা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললো, 'কোন্ হোটেল?'

'হোটেল সাহারা।'—নির্বিকার সোহানা বললো, 'আমাদের ট্রাভেল এজেন্ট ওই হোটেলটাই সাজেস্ট করে থাকে। এই যে তোমার নাম্বারলেস পিস্তলের পারমিশন।'

'পিস্তল! তুমিও যাচ্ছো নাকি এই এ্যাসাইনমেন্টে?'

'তোমার সাথে! আবার? গড, সেভ মি!'—চোখ

কপালে তুলে প্রার্থনার ভঙ্গি করলো সোহানা। তারপরই রানার দিকে তাকিয়ে হাসলো, 'যাচ্ছো ক্যাসাব্লাঙ্কা ?'

ক্যাসাব্লাঙ্কা। অন্য নাম এদ-দার এল বাইদা। এ্যাটলান্টিকের তীরে বন্দর, জুয়ার আড্ডা, মরক্কোর বৃহত্তম বন্দর শহর, লোকসংখ্যা দশ লক্ষের বেশী।··· ট্রাভেল এজেন্ট সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। রানা এটাকে এ্যাসাইনমেন্ট হিসেবেই ধরেছিল। কিন্তু তিনদিন জুয়ার আড্ডায়—ক্যাসিনো ক্যাসিনোতে ঘুরে ধারণা করতে শুরু করেছিল নতুন করে, এটা ছুটিই !

আজ, এই মুহূর্তে ভাবতে পারলো না এটা ছুটি। ওখানে বসে আর. কে. কিছু একটা ঘটনার সন্ধান পেয়েছেন অথবা ঘটে গেছে ! ব্লাইণ্ড এ্যাসাইনমেন্ট ?

হোটেল-লাউঞ্জে দাঁড়ালো। সিগারেট ধরিয়ে এদিক-ওদিক দেখলো। ভাবলো, গ্রীন-রুমে পাওয়া যাবে মিত্রাকে ? রানা রিসেপশনিস্টের কাছে জিজ্ঞেস করলো, 'প্রিন্সেস জয়লতিকার রুম নাম্বার ?'

'উনি এখানে থাকেন না।'—উত্তর দিল মেয়েটি, 'এবং একা থাকতেই পছন্দ করেন।'

রানা দেখলো শো-বোর্ডের শো-কার্ড। মিত্রা নৃত্য প্রদর্শন করেছে প্যারিস, বার্লিন, কায়রো, এথেন্স, নাটো এয়ার বেজ··· বিজ্ঞপ্তিতে অনেক আকর্ষণীয় নাম।

প্রিন্সেস। জয়ন্তিকা।

হাতে একটা কাগজ দিয়ে গেল একজন বেল বয়। দিয়েই চলে গেল, দাঁড়ালো না। মেললো কাগজটা, দেখলো লেখা রয়েছে কয়েকটি কথা:

'প্রিন্সেস'

ভিলা মোনালিসা। সী ভিউ।

নীচে ডাক্তারের মত করে লেখা 'আর-এক্স'। অর্থাৎ পি, সি. আই. এজেন্ট-এর নোট। হোটেলের প্যাডেই দ্রুত লিখেছে।

২

হোটেল থেকে ভাড়া নেওয়া ফিয়াট ফিফটিন হাণ্ড্রেড নিয়ে এগিয়ে চললো রানা আল-হাসান রোড ধরে। পৌঁছালো সী ভিউ এলাকায়। এক সার ক্যাসিনো, নাইট-ক্লাব পার হয়ে একটা নির্জন এলাকায় চলে এল। ফাঁকা রাস্তা। চাঁদের আলোয় বীচটা বেশ দেখা যাচ্ছে। মনে মনে হিসাব করে গাড়ীটাকে রাখলো রাস্তার এক-পাশে চারদিক দেখে। কাঁচ তুলে চাবি লাগালো।

এগিয়ে গেল দূরের আলো লক্ষ্য করে। একটা ডিপার্ট-মেণ্টাল ষ্টোর। এক প্যাকেট টার্কিশ টোবাকোর তৈরী 'ডিপ্লোমেট' কিনলো। এ্যাসাইনমেণ্টে এলে রানা প্রিয় সিগারেট সিনিয়ার সার্ভিস ত্যাগ করার চেষ্টা করে অন্য কিছু পেলে। 'ডিপ্লোমেট' ভালো সিগারেট, পছন্দসই। সিনিয়ার সার্ভিস ত্যাগ করার কারণ, ইণ্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সের খাতায় রানার পরিচয়ে সিনিয়ার সার্ভিসের উল্লেখ রয়েছে।

রানা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে। বিরুদ্ধ-পক্ষের অস্তিত্ব অনুভব করছে। ভারত ?

'ডিপ্লোমেট'-এ টান দিয়ে জিজ্ঞেস করলো সুন্দরী, সোয়েটার মণ্ডিত, সুবক্ষা তরুণী দোকানীকে, 'ভিলা মোনালিসা কোন্‌দিকে বলতে পারেন ?'

'ভিলা মোনালিসা ?'—কথাটাকে প্রশ্নবোধক করে মেয়েটি বড় বড় চোখ করে তাকালো।

রানা এবার ফ্রেঞ্চে জিজ্ঞেস করলো, 'পুর এ্যালি-অ··· মোনালিসা ?'

ফ্রেঞ্চ-মোনালিসা এবার হাসলো, হাত তুলে দেখালো কোন্‌দিকে। বুঝিয়ে বললো, কোথায় এই মোনালিসা ভিলা। তারপর ফ্রেঞ্চে বললো, 'ইণ্ডিয়ান প্রিন্সেসের কাছে যাবে ?'

রানা হাসলো। বললো, 'মার্সি।'—কেটে পড়লো। বেশী কথা বলতে গেলে ফরাসী-বিদ্যা ফাঁস হয়ে যাবে।

ভিলা মোনালিসার সামনে দাঁড়ালো। ছোট একটা কটেজ। কিন্তু সুন্দর দেখতে। কাঠের গেটের সঙ্গে ইংরেজী, ফরাসী, স্পেনীয় এবং আরবীতে লেখা 'ভিলা মোনালিসা'। রানা কটেজের দিকে তাকালো, একটা ঘরে আলো জ্বলছে।

রানা গেট খুলবে কিনা চিন্তা করলো।

'খুক !'

সট্ করে সরে দাঁড়ালো রানা। গেটের অদূরেই একটা ছায়া নড়ে উঠলো।

সিগারেটের আগুন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো রানা অন্ধকারে মিশে।

শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে গুনগুন করছিল মিত্রা একটা স্পেনিয়াড টিউন। মাদ্রিদে শোনা গানটা। মাঝি গাইছিল। প্রেমের গান।

সব দেশের প্রেম এক। প্রেমিক প্রেমিকার কাছে একই ভাষাতে প্রেম নিবেদন করে। আজ একটা চিঠি পাঠিয়েছে এক আরব প্রেমিক। হোটেলে তার নগ্নিকা মূর্তি দেখে প্রেমে পড়েছে। কি সহজ প্রেম! অবশ্যি একথা জানাতে ভোলেনি যে, সে এখানকার তেলের ব্যবসায় কোটিপতি, অয়েল ম্যাগনেট।

কিন্তু মিত্রা এখানে প্রিন্সেস জয়লতিকা। ভুপাল পরিবারের

সঙ্গে দূর-রক্তের যোগাযোগ আছে। তার সংস্কার আছে, আভিজাত্য আছে। প্রিন্সেসের প্রাইভেসী হোটেল রক্ষা করে। কিন্তু হোটেল কর্তৃপক্ষ কোটিপতির অনুরোধ এড়াতে পারে নি, তাই চিঠিটা তার হাতে এসে পৌঁছেছে। এবং মিত্রা সগৌরবে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ক্যাসাব্লাঙ্কা থেকে যেতে হবে রাবাত। প্রিন্সেস যাবার আগেই তার সম্পর্কে লিজেণ্ড পৌঁছে যাবে ওখানে।

এরপর, প্রিন্সেসের পার-নাইট পারফর্মেন্সের জন্যে ১৫ হাজার দিরহাম* থেকে বিশ হাজার দিরহামে উঠলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না যদি প্রিন্সেস 'হাইয়েস্ট পেইড স্ট্রীপার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড' বলে পরিচিত হয় ছ'মাসের মধ্যে। মোস্ট এরিস্টোক্র্যাট, গ্লোরিয়াস, মিস্টিক স্ট্রীপার প্রিন্সেস জয়লতিকা।

মিত্রা আয়নায় প্রতিফলিত নগ্নতা দেখে হাসলো মনে মনে।

আজ এক বৎসর সে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাড়া পৃথিবী জুড়ে। আমন্ত্রণ আরো আসছে কিন্তু সবখানে যেতে পারে না মিত্রা। জায়গা বাছাই করতে হয় প্রয়োজন মত। এবং বাছাই করার জন্যে ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের আদেশের অপেক্ষা করতে হয়। তার ম্যানেজারও আই. এস. এস. এজেণ্ট। সেই তার শয্যা-সঙ্গী মনোনীত করে।

---

*১ দিরহাম আর পাকিস্তানী ১ টাকা প্রায় সমান।

শাওয়ার বন্ধ করে গা মুছলো মিত্রা। চুলে তোয়ালে জড়িয়ে একপলকে তাকিয়ে রইলো নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে। সাতাশ বসন্তের যোগফল! নৃত্যের ছন্দে বাঁধা শরীর। ভারত-নাট্যম ছেলে বেলার সঙ্গি। এখন ভারত-নাট্যমের সঙ্গে বেলী-নাচকে যোগ করে মাংসপেশীকে নিয়ন্ত্রণে এনেছে। বস্ত্র উন্মোচনের সঙ্গে যখন কেঁপে উঠতে থাকে প্রত্যেকটা মাংসপেশী, কামনায় দগ্ধ হয় দর্শকবৃন্দ দেশ-কাল-পাত্র ভুলে। কামনার আগুনে জ্বলে শুধু কি দর্শক? …জ্বলে যায় মিত্রার শরীর। সাতাশ বসন্তের তপ্ত জ্বালা। আজও জ্বলছে। তাই নাচ শেষ করে এসে দাঁড়াতে হয় শাওয়ারের নীচে।

হাত উঠে গেল বুকে। রোমকূপের মুখগুলো জেগে উঠেছে। পনেরো মিনিট জলের নীচে দাঁড়িয়েও জ্বালা নেভে নি।

কিন্তু প্রিন্সেস জয়লতিকাকে নিঃসঙ্গ কুমারী-রাত কাটাতে হবে আজ। একক শয্যায় জ্বলতে হবে। এরিস্টো-ক্র্যাসিতে একটুও চিড় পড়লে চলবে না। সামনে নাকি বড় শিকার রয়েছে।

ফোন বেজে উঠলো।

আনলিস্টেড ফোন নাম্বার। ফোন মানেই চেনা কণ্ঠের নির্দেশ। শোবার পোশাক পরা হল না, হাউস-কোটটা চাপিয়ে বের হয়ে এল বাথ-রুমের খোলা দরজা দিয়ে।

তুলে নিল রিসিভার। বললো, 'প্রিন্সেস…।'

মিত্রার মুখের সব রক্ত মুহূর্তে শূন্য হয়ে গেল হঠাৎ। চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়।

'প্রিন্সেস রিকার্ডো বলছি। আমার একটামাত্র জবাব চাই। শুধু বলবেন, হ্যাঁ, কিম্বা…না!'—ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে কথাগুলো ভেসে এল ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে, 'আপনি মাদ্রিদ থেকে পালিয়ে এসেছেন, ভেবেছিলেন হাতছাড়া হয়ে গেছেন। সে জন্যে আপনাকে একটা কথা জানানো প্রয়োজন মনে করছি। আমরা যে অর্গ্যানাইজেশনের মাধ্যমে কাজ করি তার নাম, কোচা-নোচস্ট্রা!'

'কোচা…না, না!'

'আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আপনি রাজী?'—অপর-প্রান্তের কণ্ঠে উত্তেজনা নেই। 'একটাই উত্তর চাই, হ্যাঁ অথবা না। প্রশ্নটি হচ্ছে, আজ হোটেল সাহারার ক্যাবারে রুমের সাত নম্বর টেবিলের শাড়ী-পরা মেয়েটির সঙ্গিটি ডক্টর সাঈদ?'

অপেক্ষা করছে রিকার্ডো উত্তরের জন্যে।

এমনসময় বাথ-রুমের দরজায় নক হল। মিত্রার হাত থেকে রিসিভার পড়ে গেল, অথবা ছুঁড়েই ফেলে দিল। বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো অন্ধের মত। বালিশের নীচে হাত চলে গেল, বের করে আনলো 22 ক্যালিবারের লামা—স্পেনীশ পিস্তল। হাত কাঁপছে

থরথর করে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হাউস-কোটের বেল্ট খুলে গেল। বাঁ হাতে আঁকড়ে ধরলো কোটের সামনের দিক। চীৎকার করে উঠতে গেল মিত্রা, কিন্তু স্বর বেরুলো না।…আবার নক হল।

ছুটে গেল বাইরের দরজার দিকে। কিন্তু বল্টু টা হাত দিয়েও খুলতে পারলো না। শরীরের সব বোধশক্তি যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ খেয়াল হলো, দরজায় নক হচ্ছে না, একটা বিশেষ ভঙ্গিতে জানালায় নক হচ্ছে মৃদু ভাবে। হাঁা, টেলিগ্রাফিক নোটেশনের মত। থেমে গেল। আলো নিভিয়ে দিল মিত্রা। অন্ধকারে একটা কোণ বেছে নিল।

আবার নক হল জানালায়।

'মিত্রা, মিত্রা দরজা খোল।'

পরিষ্কার বাংলা কথা। চেনা গলা। কে? তার ম্যানেজার মাদ্রাজী, বাংলা জানে না!

/

জানালায় আবার নক করলো রানা।

'আমি রানা।'—রানা বলল, 'মাসুদ রানাকে তোমার মনে আছে?'

কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করলো রানা, ঘরে মিত্রা ছাড়া আর কেউ আছে কিনা। হাতে ধরা ওয়ালথার পি. পি. কে.।

পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে দিল মিত্রা। ছুটে গেল জানালার কাছে। বাথ রুমের আলো তখনও জ্বলছে। ঘরের আলো না জ্বেলেই জানালা খুলে ফেললো। ঝড়ের মত বাইরের মানুষটা ভেতরে ঢুকে পড়লো শিক-বিহীন ফ্রেঞ্চ-উইণ্ডো টপকে। ভেতর থেকে জানালা বন্ধ করে দিল কোন শব্দ না করে।

মিত্রা দেখলো, রানা। মাসুদ রানা।

'রানা!'—ছোট্ট কথাটা মিত্রার মুখ থেকে ঝাঁপিয়ে বেরুলো বুক ভেঙে-চুরে। এখনো কাঁপছে ও। মুখ রক্ত-শূন্য, চোখ বিভ্রান্ত। রানার বুকের উপর এসে পড়লো বোধহীন দেহটা। ধরে ফেললো রানা। মৃদু কণ্ঠে ভাঙা উচ্চারণে রানা শুনলো মিত্রা বলছে, 'রানা, আমি এই-মাত্র. এক্ষুণি মরে যেতাম। তুমি না এলে আজ রাতেই আমার ভাগ্যে লেখা ছিল, মৃত্যু! অবধারিত মৃত্যু! তুমি আমাকে বাঁচাও!'

থরথর কাঁপছে মিত্রা।

তিন মিনিট পর শোবার ঘরের আলো জ্বললো। উজ্জ্বল আলো না, কোণের নীলাভ আলো। রানা ঘরটা দেখলো। চারদিকটা একেবারে বন্ধ। ফোনের রিসিভার তারের সঙ্গে শূন্যে ঝুলছে। রানা দেখলো রিসিভারটা। কথা বললো না। মিত্রার চোখে আবার ভয়। রানাই রিসিভারটা তুলে কানে লাগালো—ডেড। রেখে দিল ক্রাডলে।

বিছানায় বসে জিজ্ঞেস করলো, ‘বাইরের লোকটা কার লোক ?’

‘আমারই, আমার বডিগার্ড।’

‘তোমার অন্য লোক ?’

‘আমার ম্যানেজার হোটেলে থাকে। আমি একা থাকতে ভালবাসি।’

‘কারণ,’—রানা বললো, ‘তুমি শুধু প্রিন্সেস নও। মহৎ ব্যক্তিদের ঘায়েল করার জন্যে এমনি একটা কোজি ভাব প্রয়োজন হয়। অবাঞ্ছিত প্রশ্নই করতে হচ্ছে, তুমি এখনো কি ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসে আছো ?’

‘হ্যাঁ।’—মিত্রা উত্তর দিল একটু ভেবে, ‘পাকিস্তান থেকে চলে এসেছিলাম কারণ আমাকে খবর দেওয়া হয়েছিল, ভারতে ফিরে গেলে আমাকে ক্ষমা করা হবে, আর না গেলে সাতদিনের মধ্যে হত্যা করা হবে। ভারতে ফিরে গিয়ে পাকিস্তান কাউণ্টার এসপিওনেজের নাড়ী-নক্ষত্র জানি, এমন ভাব দেখিয়েছিলাম। ওরা তখন আমাকে রিসার্চ ডিপার্টমেণ্টে বদলী করে দেয় পাকিস্তান এক্সপার্ট হিসেবে। তারপর···প্রিন্সেস তৈরী করে বিদেশ পাঠিয়েছে।’

‘তারপর তুমি একবছর ধরে তোমাদের নেট-ওয়ার্ক-এর কো-অর্ডিনেটর হিসাবে কাজ করে যাচ্ছো।’—রানা বললো। উঠে দাঁড়ালো। বেড সাইড টেবিলে প্যাকেট দেখলো সালেমের। পাশে গউনের জিন। বোতল থেকে

সুদৃশ্য গ্লাসে কিছুটা ঢালাও হয়েছে। স্নান করতে যাবার আগে পান করেছে মিত্রা। সিগারেট এবং জিন এ দু'টোই নতুন। আগে এ অভ্যাস ওর ছিল না।

উঠলো মিত্রা। কাবার্ড থেকে বের করলো আর একটা গ্লাস এবং লাইমের বোতল।

রানা স্ট্রেইট জিন নিল। মিত্রা সামান্য পরিমাণে লাইম কার্ডিয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে চুমুক দিয়ে আবার একটু জিন নিল। চুমুক দেওয়ার সময় খটাখট বাড়ি খেল গ্লাসটা দাঁতের সঙ্গে। রানা দেখলো এখনো কাঁপছে মিত্রার হাত।

'এত ভয় পাচ্ছো কেন?'

'ভয়…'—মিত্রা এবার শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, 'রানা, কোচা-নোচস্ট্রার সঙ্গে আমি যুক্ত হয়ে পড়েছি।'

'কোচা…!'—বিস্ময়ের দৃষ্টিতে রানা তাকালো, আবার বললো, 'লা কোচা-নোচস্ট্রা?'

'হ্যাঁ।'—মিত্রা সোজা হয়ে বসলো। জিনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বড় বড় শ্বাস নিল। মুখ থেকে কিছুটা জিন ছলকে পড়লো। মুছলো হাউস-কোটের আস্তিনে। একটু শান্ত হয়ে চোখ তুলে তাকালো। ত্রিশ সেকেণ্ড রানাকে দেখলো। বললো, 'রানা, কতদিন পর তোমাকে দেখলাম, কতদিন! অথচ…না থাক।'—কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিল, 'আগের কথা না, পুরানো কথা ঘেঁটে লাভ

নেই। আমাকে এখনকার কথাই ভাবতে হবে। আমি ভয় পেয়েছিলাম, রানা। আর বিশ্বাস কর, এই মুহূর্তে তোমাকে এত কাছে দেখে আমি কি যে খুশী হয়েছি!' —এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো মিত্রা। শব্দ করে কেঁদে উঠতে গিয়ে মুখে হাত চেপে ধরলো। রানা দেখলো মিত্রাকে। বলে দিতে হল না, মেয়েটার ভয় মিথ্যা নয়। এ ভয় মিথ্যা হতে পারে না, যদি একটু আগে, বলা নামটা মিথ্যা না হয়।

লা কোচা-নোচস্ত্রা। এল. সি. এন, মাফিয়ার অন্য নাম। আমেরিকা-ইউরোপের এক বিষাক্ত ক্ষতের নাম।

ভয় পেলো রানাও। একটা শিরশির উপলব্ধি বুকের ভেতর। আবার উচ্চারণ করলো মনে মনে—কোচা-নোচস্ত্রা!

কাছে সরে এসেছে মিত্রা। দু'হাতে রানার মুখটা চেপে ধরলো। কপালের কাটায় হাত বুলালো। বললো, 'তুমি একটুও বদল হও নি, রানা। এই কাটাটা নতুন।' —রানার চোখের সামনে ভয়ার্ত মুখটায় ভেজা চোখ, ঠোঁটে হাসির অস্পষ্ট আভাস। বদল হয় নি মিত্রাও।

উদ্ভিন্ন যৌবনার সেই ব্রীড়া নেই, কিন্তু পরিপূর্ণতা এসেছে। চোখ বুঁজে আগের মতই ঠোঁটটা এগিয়ে দিল রানার ঠোঁটের কাছে···আরো কাছে। কম্পিত ঠোঁট। ভয়ের না, আবেগের কম্পন!

হাত উঠে গেল রানার। পিঠের উপর রাখলো, আকর্ষণ করলো কাছে, আরো কাছে। ঠোঁট নামিয়ে দিল, আগ্রহী ঠোঁটে ···।

'রানা···!'—উচ্চারণ করলো মিত্রা প্রাণপণে শ্বাস নিয়ে। বললো, 'রানা, আমি আর ভয় পাই না।'—মুখ গুঁজে দিল রানার কাঁধে।

উঠে দাঁড়ালো রানা ওকে সরিয়ে দিয়ে। বললো, 'কাকে ভয় পাও না, কোচা-নোচস্ত্রাকে?'

'না,'—মিত্রাও উঠলো, 'কোচা-নোচস্ত্রার কথা ভুলে যাও।' —আঁকড়ে ধরলো মিত্রা রানাকে। বললো, 'যা হবার হবে। আমি তোমাকে কাছে পেয়েছি। ভুলে থাকতে চাই ··· অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে ভুলতে চাই সব!'

বাধা দিল রানা। বললো, 'অথবা তুমি সব লুকোতে চাও! এই তো?'

'রানা!'—ছিটকে সরে দাঁড়ালো মিত্রা। ব্যথিত চাউনি।

'না, আমি কিছু জানতে চাইবো না। ক্যাসাব্লাঙ্কায় এসেছি জুয়া খেলতে।'—রানা হাসলো, 'এটা আমার ছুটি।'

'ছুটি?'—মিত্রার কণ্ঠে কিছুটা অবিশ্বাস ধ্বনিত কিন্তু আর কিছু বললো না। অনেকক্ষণ একভাবে চেয়ে থেকে মৃদু হাসলো। হাসিতে একটি কথাই বললো, বিশ্বাস করি না।

রানাও জানে ছুটি তার ছিল, কিন্তু যে মুহূর্তে মিত্রাকে দেখেছে সেই মুহূর্তেই ছুটি শেষ হয়ে গিয়েছে। ডিপ্লোমেট ধরালো রানা দু'টো। একটা এগিয়ে দিল মিত্রার দিকে। মিত্রা নিল, টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নামটা দেখলো। তারপর বেশ বড় একটা টান দিল। জিনে শেষ চুমুক দিয়ে ঘরের কোণ থেকে লামা পিস্তলটা তুলে আনলো। রাখলো বেড-সাইড টেবিলে।

ওর ভেতর একটা উত্তেজনার স্রোত বয়ে যাচ্ছে, রানা অনুভব করে।

'মিত্রা,'—রানা বললো, 'কোচা-নোচস্ট্রার সঙ্গে তুমি কিভাবে জড়ালে ?'

উত্তর দিল না মিত্রা। কিন্তু থমকে দাড়ালো বাথ-রুমের দরজায়। বললো, 'রানা, প্লীজ, ও কথা আমাকে মনে করিয়ো না।'—বাথরূম থেকে দু'মিনিট কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর বের হয়ে এল মিত্রা। এখন মাথায় তোয়ালেটা নেই। চুল সারা পিঠে ছেড়ে দিয়েছে। হাউস-কোটটাও নেই। রয়েছে শুধু হাঁটু ছুঁই ছুঁই স্বচ্ছ নেগলেজি। নীল আভা ছড়িয়ে আছে শুধু। বাথ-রূমের দরজা বন্ধ করে সোজা এসে দাঁড়ালো রানার সামনে মিউল্সের হিলে খুটখুট শব্দ তুলে। মাতাল গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো জিন এবং ডিপ্লোমেটের উগ্র গন্ধ ছাপিয়ে।

রানা তাকালো মিত্রার চোখে। কালো চোখ। কালো

চুলের পটভূমিতে মুখটাকে আরো সাদা লাগছে। ঠোঁটে এইমাত্র বুলিয়ে নিয়েছে গোলাপী লিপস্টিক। মিত্রা একটু আগের ঘটনার সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে যেন। রানার কোলে বসে পড়লো হঠাৎ।

'মিত্রা।'

'রানা,'—মিত্রা ভারী নিশ্বাস-প্রশ্বাসে রানার গাল পুড়িয়ে দিয়ে ঠোঁটে চোখে চুমু খেতে লাগলো। বললো, 'রানা, তুমিই প্রথম আমার শরীরে আগুন জ্বালিয়েছিলে। আর তুমিই শুধু আমার শরীরে আগুন জ্বালিয়ে নেভাতে পারো। রানা, আমি স্ট্রীপার, দেহের কারুকার্য দেখিয়ে হাজার রাতে হাজার পুরুষের দেহে আগুন জ্বালিয়ে দি। ওরা তারপর কি করে জানি না। কিন্তু জানো, আমি নিজে ঘরে ফিরে জ্বলতে থাকি। লোককে জ্বলতে দেখলে আমার শরীরে দাবানলের মত জ্বলতে থাকে অতৃপ্তি।'—মিত্রা রানার টাই খোলার চেষ্টা করলো, 'ঘরে ফিরে আমি আয়নার সামনে কাপড় খুলে নাচি, একজন দর্শক হয়ে নিজেকে দেখে কামনায় অধীর হয়ে পড়ি। অথচ…'

'একজন সঙ্গি জুটিয়ে নিলে পারো, যে…।'

'না, পারি না। প্রিন্সেস সেজে থাকতে হয়, কুমারীর অভিনয় করতে হয়।'—মিত্রা বললো, 'তুমি হাসবে। কিন্তু মানুষ কি অদ্ভুত, সেক্চুয়্যাল ফ্যান্টাসিতে জেনে শুনে বিশ্বাস করে! বিশ্বাস করে, প্রিন্সেস জয়লতিকা অপাপবিদ্ধা।

গত একবছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। শয্যা-সঙ্গিনী হচ্ছি ডিপ্লোমেট, সামরিক জেনারেল, রাষ্ট্র পরিচালক বিকৃত ক্ষুধায় অন্ধ পুরুষদের। ওরা ফ্যান্টাসির শিকার, প্রিন্সেসকে ঘিরে গড়ে ওঠা লিজেণ্ডের শিকার। প্রতিরাতে একশোখানে আমন্ত্রণ পাই। আমন্ত্রণ আসে গোপনে, গোপনে বাছাই করা হয় আমন্ত্রণ, হয় আই. এস. এস. হেড-কোয়ার্টারে, অথবা আমার ম্যানেজারই করে দেয়। তখন গোপন আমন্ত্রণ গ্রহণ করি। এ গোপনীয়তা একটুও আলগা হবার নয়। খবর সংগ্রহ করে দি বৃদ্ধ ভীত, কম্পিত পররাষ্ট্র দফতরের কেউকেটার কাছ থেকে, অথবা কোনো জেনারেলের বিকৃত ক্ষুধার রসদ হয়ে…।'

'আজ আমাকে বাছাই করেছো নাকি? আমি তো কেউকেটা নই?'

থমকে গেল মিত্রা। উঠে দাঁড়ালো। ত্রিশ সেকেণ্ড নীরবতা। মুখ ঢাকলো মিত্রা। বসে পড়লো হাঁটু গেড়ে। রানার উরুতে মুখ গুঁজলো। কাঁদছে মিত্রা রানা হাত রাখলো ওর পিঠে চুলের অরণ্যে।

'রানা, আমি জানি, আমার কথার এক পয়সাও দাম নেই। কিন্তু বিশ্বাস কর, এই সব অসহ্য রাতগুলোয় একটা স্মৃতি আমাকে ঘুমিয়ে পড়তে সাহায্য করতো, তা হচ্ছে, কক্সবাজারের সেই রাত। আমি ভুলতে পারি না।

রানা, আমি ভুলতে চাই না। ও স্মৃতি আমার একমাত্র আশ্রয়।'—মিত্রা বললো, 'তুমি আমাকে সাহায্য কর।'

'কিছু না শুনে…।'

'এখন শুনতে চেয়ো না। সকালে সব বলবো।'—মিত্রা মুখ তুলে তাকালো, 'এখন তুমি আমাকে শুধু সবকিছু ভুলে যেতে সাহায্য কর। আমার কাছে থাকো।'

রানা তাকালো মিত্রার চোখে।

'প্লীজ, রানা। তুমি আমাকে ভালবাসতে!'

রানা কথা না বলে আরো কিছুটা জিন গ্লাসে ঢেলে নিয়ে পান করলো। বড় কঠিন এ্যাসাইনমেণ্টে পাঠিয়েছে এবার বুড়ো। উঠে দাঁড়ালো রানা। তারপর কোটটা খুললো। শোল্ডার হোলস্টারের ওয়ালথারটা বিছানার উপর ছুঁড়ে দিল। মিত্রা তুলে নিল ওটা। সেফ্‌টিক্যাচ নামালো এবং নামিয়েই রেখে দিল পাশের বালিশের নীচে। ও এখন কাঁদছে না। কাত হয়ে শুয়ে পড়েছে বিছানায়। নেগলেজির হেম উরুর মাঝামাঝি চলে এসেছে। নির্লোম পেলব উরু। নীল স্বচ্ছ আবরণের নীচে শরীরের আভাস। চাদরটা কোমর পর্যন্ত টেনে নিল হেসে।

রানা কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠতেই কাছে সরে এল মিত্রা। চুমু খেল, কানের লতিতে দাঁত বসিয়ে দিল কুট করে। যেন ক্ষুধার্ত কেউ খাবার পেয়েছে। ওকে বাধা দিল না রানা। মনে মনে হাসলো। এ্যাসাইন-

মেন্টের শুরুটা মন্দ লাগছে না তো। শেষটা কেমন হবে? মিত্রার ধারালো নখ বসে গেল রানার পিঠে। নেগলেজির শোল্ডার স্ট্র্যাপটা নামিয়ে দিতেই হাত বের করে নিল মিত্রা। রানা কোমরের বাধা পার করে ওটাকে নামিয়ে দিল পায়ের কাছে। পা বের করে নিল মিত্রা। চিত হয়ে শুয়ে আছে কোমর পর্যন্ত চাদর-ঢাকা কামনা-তপ্ত নগ্ন রমণী। চেয়ে চেয়ে দেখলো রানা কিছুক্ষণ।

মিত্রার চোখ বুঁজে গেছে। ঠোঁট কাঁপছে। মুখটা ফ্যাকাশে। দুই হাতে রানার মাথাটা টেনে নিল মিত্রা উন্মুক্ত বুকের কাছে। একটানে সরিয়ে দিল চাদরটা। একটা পা ভাঁজ হয়ে উঠে গেল উপরে। অস্ফুট গোঙানীর মত শব্দ হলো কণ্ঠ থেকে।

ভুলে গেছে মিত্রা কোচা-নোচস্ট্রার কথা।

•

কিন্তু ভুলতে পারলো না রানা।

এবং ভুলতে পারে নি মিত্রাও। তাই পাশাপাশি শুয়ে সিগারেটে অনিয়মিত টান দিচ্ছে। দু'জনই জেগে আছে। কথা বলছে না। ভাবনার দু'মুখো দু'টি স্রোত। রানা বেড-সাইড টেবিলের এ্যাশ-ট্রেতে গুঁজে দিল পোড়া সিগারেটের প্রান্ত। চাদরটা কোমর পর্যন্ত টেনে চিত হয়ে শুয়ে রইলো আরো কয়েক মিনিট। আড়চোখে দেখলো রানা

জ্বলছে, নিভছে মিত্রার সিগারেট। ধোঁয়াগুলো পাক দিয়ে উঠছে নীলাভ আলোয়। বুক পর্যন্ত চাদর টেনে নিয়েছে মিত্রা।

'কোচা নোচস্ট্রার সঙ্গে তোমার যোগাযোগ ঘটলো কি ভাবে?'—আবার প্রশ্নটা করলো রানা সোজাসুজি।

'আজই জানলাম'—মিত্রা উত্তর দিল, 'ওরা কোচা-নোচস্ট্রা। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। মিত্রা সিগারেট-পোড়া এ্যাশ-ট্রেতে ফেলার ঝামেলা না করে ছুঁড়ে দিল মেঝেতে একটু দূরে, কার্পেট ছাড়িয়ে। বললো,-'রিকার্ডো মেজাগিনোর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল মাদ্রিদে। সুদর্শন বলেই হয়তো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু আমি আগ্রহী হয়ে পড়েছিলাম যখন শুনলাম, ও মন্টিকার্লোর সবচেয়ে বড় জুয়ার আড্ডা 'কাসিনো লোবো'র মালিক। ওর ওখানে চার্চিল আসতো। এখনো আসে পৃথিবীর রাজনৈতিক মঞ্চের হোমরা-চোমরারা, আসে কোটিপতি জুয়াড়ীরা। ও আমাকে মন্টিকার্লোয় ওর কাসিনোয় আমন্ত্রণ জানায়, আমিও রাজী হয়েছিলাম যাবো বলে, তারিখও দিয়েছিলাম। তারপর ও জানতে চায়, আমি ফ্রাঙ্কো সরকারের হয়ে কোনো কাজ করতে পারি কি না।''

'স্পাইং?'

'হ্যাঁ। আমি সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হই। কারণ এটাই আমার কাজ। ভেবেছিলাম, হয়তো এখানে কাজ করতে

গিয়ে কোন তথ্য পেয়ে যাবো আমাদের জন্যে। প্রচুর টাকার অফার ছিল। কিন্তু…।'—থেমে গেল মিত্রা।

'কিন্তু?'

'রিকার্ডো আমাকে যে কাজ করতে বললো তা সোজা-সুজি ভারতের বিরুদ্ধে চলে যায়। হ্যাঁ, ভারতের বিরুদ্ধেই কাজ।'—মিত্রা বললো, 'আমি রাজী হই নি। মন্টিকার্লোর প্রোগ্রাম বাতিল করে চলে আসি ক্যাসাব্লাঙ্কা।'

'এই একই কারণে তুমি রাজী হও নি ঢাকায় মাসুদ রানা বলে একজনের জীবন-সঙ্গিনী হতে।'—রানা বললো, 'কাজটা কি?'

'ওদের ধারণা, আমি জানি লণ্ডন থেকে সম্প্রতি নিখোঁজ হওয়া ভারতীয় নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট ডঃ ইমরুল সাঈদের খবর। রিকার্ডো বলেছিল, ডঃ সাঈদকে ফ্রাঙ্কো সরকারের প্রয়োজন।'

'ডঃ সাঈদ ভারতীয়?'

'ডঃ সাঈদের বাবা ছিলেন ইংল্যাণ্ডের সিটিজেন, তিনি ইংল্যাণ্ডেই বিয়ে করেছিলেন।'—মিত্রা বললো, 'ডক্টরও ইংল্যাণ্ডের সিটিজেন কিন্তু তাঁর আসল বাড়ী বাঙ্গালোর। সে হিসাবে ধরতে গেলে…।'

'বুঝতে পারছি।'—রানা বললো 'সে হিসাবে না ধরাই ভাল।…হ্যাঁ, তারপর তুমি জানতে ডঃ সাঈদ কোথায় আছে?'

'জানতাম এবং জানি।'—মিত্রা বললো, 'ইংল্যাণ্ড থেকে কিছুদিন আগে ভারতে গিয়েছিলেন ডঃ সাঈদ। ওখানে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ইংল্যাণ্ড ফিরে যান। যাবার পর অনুমান করা হয়, ভারতে এ্যাটোমিক পাওয়ারের ব্যবহার সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত করার সময় নতুন এক সূত্র বের করেছিলেন...হ্যাঁ, যাতে করে...।'

'আসলে,'—রানা বললো, 'ডঃ সাঈদকে ভারতে নেওয়া হয়েছিল কারণ তিনিই অ্যামেরিকার বাইরে একমাত্র লোক যিনি পোলারিস সাবমেরিনের উন্নততর এবং সহজতম নির্মাণ-কৌশল উদ্ভাবন করেন। তাই না?'

মিত্রা রানার দিকে চেয়ে থেকে বললো, 'হ্যাঁ, তাঁকে ভারতে আনা হয়েছিল আনবিক অস্ত্র সম্পর্কে পরামর্শ নেবার জন্যে। ওখানেই তিনি তাঁর নতুন আবিষ্কার করেন। ইংল্যাণ্ডে ফিরে সে সম্পর্কে রিসার্চ করেন...।'

'তারপর?'

'সাতদিন আগে ফ্রেঞ্চ রিভেয়েরা থেকে ডঃ সাঈদকে কিডন্যাপ করা হয়।'

'কে করে?'

'আই. এস. এস.।'—মিত্রা বললো, 'কিন্তু তাঁকে ভারতে এখনো নেওয়া সম্ভব হয় নি।'

'কোথায় আছে ডঃ সাঈদ?'

'এখানেই, ক্যাসাব্লাঙ্কায়।'—উঠে বসে বেড-সাইড টেবিল

থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা নিল। রানা কনুইতে ভর করে রনসনের কমেট গ্যাস-লাইটারে জ্বেলে দিল সিগারেট।

ধোঁয়া ছেড়ে মিত্রা কিছুক্ষণ কথা বললো না। রানা দেখছিল ওর অনাবরিত পিঠ, কোমর। চুল ঊর্ধ্বাংশ ঢেকে রেখেছে। কোমরের বক্ররেখা, পা চাদরের নীচে অদৃশ্য হয়ে আর একটা রমণীয় বক্র রচনা করেছে। একটু ঝুঁকে বসেছে মিত্রা, হাঁটু থুতনি ছুঁয়েছে। বুকে আটকে আছে চাদরটা। শিরদাঁড়ার উপর হাত রাখলো রানা। আঙুল দিয়ে পিঠের উপর লিখলো—মাফিয়া, কোচা-নোচস্ত্রা। আশ্চর্য! হাতের নীচে মিত্রার কেঁপে ওঠা অনুভব করলো। দীর্ঘশ্বাস! ধোঁয়া! দ্রুত টানছে সিগারেট। মিত্রা উত্তেজিত!

'রিকার্ডোও জেনে গেছে, ডঃ সাঈদ এখন ক্যাসাব্লাঙ্কায়!'

'ভারতে না গিয়ে ডক্টর এখানে কেন?'

'ভারতে নিয়ে যাওয়া হবে এখান থেকে। আগামী কাল একটি ভারতীয় জাহাজ আসবে, ওটাতে করে ডক্টরকে নিয়ে যাওয়া হবে। কেপ অব গুড-হোপের কাছে তাকে তুলে দেওয়া হবে ইণ্ডিয়ান নেভীর সাবমেরিনে।'—মিত্রা বললো, 'ডক্টর ডোপ এডিক্ট। এবং মেয়েদের সম্পর্কে অস্বাভাবিকভাবে দুর্বল। তাই খুব সহজেই রিভেয়েরায় ডক্টরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ি। মারিয়ুয়ানার লোভে ফেলে। অফুরন্ত মারিযুযানা ও হিরোইনের সন্ধান পেয়ে

ডক্টর তখনই তার বান্ধবীকে ত্যাগ করে। পোষা হয়ে যায় এক রাতেই। শুধু মারিয়ুয়ানা নয়, সে রাতে আমার সঙ্গে থাকলে সন্দেহ হতে পারে তাই শর্মিলাকে পাঠানো হয়েছিল। এ ধরনের কাজে শর্মিলা সিক্রেট সার্ভিসের পয়লা নম্বর মেয়ে। নতুন ট্যালেন্ট। পরিকল্পনা মত শর্মিলার সঙ্গে ডঃ সাঈদ ক্যাসাব্লাঙ্কায় চলে আসে। আমি মাদ্রিদে দু'রাতের অনুষ্ঠান শেষ করে এখানে চলে আসি মন্টিকার্লোর প্রোগ্রাম এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়ে। এটাই কাল হয়েছে।'—মিত্রা আবার শুয়ে পড়লো কনুই-এ ভর দিয়ে, রানার দিকে ফিরে।

'রানা, তুমি কি ডক্টরের জন্যেই এখানে এসেছো?' প্রশ্নটি নিয়ে একটু ভাবলো রানা। বললো, 'আমি জানি না।'

'জানো না!'—অবাক হল মিত্রা।

উঠে দাঁড়ালো রানা কোমরে চাদর জড়িয়ে। শার্টটা তুলে নিল। শুয়ে শুয়ে দেখছে মিত্রা। বলিষ্ঠ, দৃঢ় মাংসপেশী। তামাটে রঙের ইস্পাত যেন। অসংখ্য ক্ষতের স্মৃতি বহন করছে। এর সামনে দাঁড়াতে মিত্রার একটা ইচ্ছাই শুধু হয়—সমর্পণ। অসহায়বোধ দুর্বল করে দেয়, নির্ভরতা খুঁজতে ইচ্ছা হয় ওর বাহুর বন্ধনে। ভয়ে কাঁপতে ইচ্ছে হয়। অনুভব করে মিত্রা, সে একটু আগের দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলছে। ভয় আবার তাকে গ্রাস করছে।

উঠে বসলো মিত্রা, রানার হাত থেকে শার্টটা নিয়ে ফেলে দিল দূরে।

'থাক না!'—মিত্রা বললো, 'তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'পারভার্সন।'—রানা হেসে বললো মিত্রার থুতনিটা নেড়ে দিয়ে। গ্লাসটা তুলে নিল। ভয়টা বুকের ভেতর কেঁপে উঠলো মিত্রার।

রানা গ্লাসে সিপ করে বললো, 'কোচা-নোচস্ট্রা তোমাকে ক্ষমা করবে? এখন ওদের ইচ্ছেয় তোমাকে চলতেই হবে, নইলে…।'

রানা থমকে গেল। মিত্রার চোখে একটা অসহায় দৃষ্টি।

উঠে দাঁড়ালো মিত্রা।

রানাকে আবার জরিপ করলো চোখের সার্চ-লাইটে। তারপর এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো দু'হাতে। মিশে যেতে চাইলো রানার সঙ্গে। বললো, 'রানা, আমাকে বাঁচাতে পারবে না? প্লিজ আমাকে বাঁচাও!'

রানা পঞ্চাশ সেকেণ্ড 'কোচা-নোচস্ট্রা' উচ্চারণ করলো মনে মনে। তার সঙ্গে 'বাঁচাও' কথাটাকে মিলাতে পারলো না। শুধু হাতটা উঠে গেল মিত্রার পিঠে। সান্ত্বনার হাত।

শান্ত করে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলো 'আমাকে আরো

কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেবে ?'

'দেবো।'—সঙ্গে সঙ্গে রাজী হল মিত্রা।

'সব কথা সত্যি বলবে ?'

'চেষ্টা করবো।'

'শর্মিলা এবং ডক্টর সামাদ এখন কোথায় আছে ?'

'রানা !'—অসহায় চোখ দু'টো চমকে উঠেই আবার বিষণ্ণ হয়ে গেল। একটা সন্দেহ কেঁপে গেল।

রানা হাসলো। শুয়ে পড়ে চাদরটা গায়ে টেনে নিয়ে মিত্রাকে ভেতরে আকর্ষণ করলো। মিত্রা রানার বুকে মুখ গুঁজলে কেঁদে ফেললো, 'রানা, আমি বলতে পারতাম··।'

'ঠিক আছে, বলার প্রয়োজন নেই।'—রানা বললো, 'সব ভুলে গিয়ে একটা ঘুম দাও। সকালে সব ভাবা যাবে।'

'ভুলতে পারবো না, রানা।'—ছটফট করে বললো মিত্রা। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইলো। তারপর বলে যেতে লাগলো শর্মিলার ঠিকানা।

তারপর বললো, 'শর্মিলাকে যদি বাঁচানো যেত !'

'শর্মিলা ?'

'বাচ্চা মেয়ে। আমার ছোট বোনের মত।'

'তোমার বোনের মত ?'—চুপ করে থেকে রানা বললো 'বেশ দেখতে মেয়েটা।'

'তুমি দেখেছো, কোথায়?'

'ক্যাবারে রূমে, নীল শাড়ী পরেছিল না?'

'হ্যাঁ। ও-ই শর্মিলা। দেখতে সুন্দর। কিন্তু একটা বন-বিড়াল।'

'সকালে শুনবো।'—রানা বললো, 'ঘুমাও।'

'কিন্তু···আমার ঘুম আসবে না।'—মিত্রা বললো, 'রানা, শর্মিলা রিভেয়েরাতে একটা মেয়েকে গুলি করে মেরে ফেলে। ও ভেবেছিল, মেয়েটি স্পাই, ডক্টরকে ভুলাতে চায়···।'

কথায় পেয়েছে মিত্রাকে। সব চুপ করিয়ে দেবার সহজতম উপায় জানা আছে রানার। মসৃণ কোমরে হাত রাখলো রানা। কাছে টানলো।

সকালে ঘুম ভেঙে উঠে দেখলো, পাশে মিত্রা নেই। তন্দ্রার ঘোরে বাথ-রূম থেকে শব্দ শোনার চেষ্টা করলো। কোনো শব্দ নেই। উঠে বসলো রানা। স্বচ্ছ নীলাভ নায়লনটা বিছানার একপাশে ঝুলছে। বেড-সাইড টেবিলে রয়েছে দু'টো গ্লাস, লেমনের ও জিনের বোতল, রানার ডিপ্লোমেটের প্রায় খালি প্যাকেট, আর লাইটার। কিন্তু সালেমের প্যাকেটটা নেই। নেই লামা পিস্তলটা।



মিত্রা স্বেচ্ছায় পালিয়েছে।

সালেমের প্যাকেট নিতে ভোলে নি। এবং ভোলে নি জামাটা নিতে। ওয়ার্ডরোবের কপাট হাট করে খোলা, আর সবকিছু আগের মতই রয়েছে। কিন্তু কোথায় গেল মিত্রা?

যাবার দু'টো পথ আছে। এক, শর্মিলা ও ডক্টর সাঈদের কটেজে। দুই, কোচা-নোচস্ট্রার কাছে। আরেকটা পথ হচ্ছে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু মিত্রা এত বছর এসপিওনেজের সঙ্গে জড়িত থেকে সে বোকামি করবে না। কোচা-নোচস্ট্রার হাত থেকে এমুহূর্তে পালিয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে মৃত্যু।

ডিপ্লোমেটের শেষ সিগারেটটা শেষ করলো বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে। উঠে পড়লো। প্যান্টের ভেতরে পা গলিয়ে এগিয়ে গেল কাবার্ডের দিকে। খুললো পলিস কাঠের কপাট। কয়েকটা সিগারেটের প্যাকেট, গ্লাস। একটা প্যাকেট তুলে নিল। সালেম নয়, স্পেনীশ সিগারেট, Troika.

Troika।

রানা প্যাকেট থেকে বের করলো একটা সিগারেট। গন্ধ শুঁকলো। প্যাকেটের উপরে লেখা 'ভার্জিনিয়া টোবাকোয় তৈরী'। কিন্তু আসলে এগুলো আবরণ। এর সঙ্গে মিশ্রিত রয়েছে মারিয়ুয়ানা। মিত্রা কি মারিয়ুয়ানা গ্রহণ করছে? মনে হয় না। এগুলো শর্মিলার কাছে পাঠানো হয়। শর্মিলা ডক্টর সাঈদকে দেয়। ওয়ার্ডরোবে কয়েকটা কাপড় টাঙানো রয়েছে। নীচের তাক থেকে বের করলো মিত্রার সুটকেস। সুটকেসটায় কয়েকটা শাড়ী, ব্লাউজ, ব্রা ইত্যাদি আরো কিছু মেয়েলী জিনিস-পত্র অযত্নে সাজানো। সুটকেসটা উল্টো করে জিনিস-পত্র ঢেলে ফেললো রানা। না, তেমন কিছু নেই। দ্বিতীয় সুটকেসেও কিছু পাওয়া গেল না। ঘরের কোণে একটা চেয়ারের উপর রাখা তৃতীয় সুটকেসটা খুললো। এটা সম্ভবতঃ মিত্রা গ্রীন-রুমে ব্যবহার করে। মেক-আপের জিনিসপত্র: স্পঞ্জ, পাউডার ইত্যাদি। এবং গোটাদশেক বিভিন্ন আকারের শিশি। লোশন, সেন্ট। বিফোর মেক-আপ, আফটার মেক-আপ, মেক-আপ রিমুভার, হেয়ার রিমুভার। রানা মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকটা শিশি দেখলো গন্ধ শুকে শুকে। এবং তিনটি শিশি ভিন্ন করে রাখলো। একটি ঈথার, দ্বিতীয়টি সালফারিক এসিড, তৃতীয়টি লাইটারের পেট্রল। এবং বেশ বড় একটা বোতলে ফরমালডিহাইড।

এগুলো নিশ্চয়ই মেক-আপের জন্যে প্রিন্সেস জয়লতিকা ব্যবহার করে না। কিন্তু স্পাই মিত্রা সেন জরুরী অবস্থার জন্যে রেখেছে। রানা প্রত্যেক রঙের পাউডার, আই স্যাডো, আইল্যাস, দেখলো। গোলাপী পাউডারের কৌটোয় পেলো সাদা পাউডারের সন্ধান। এটাই রানা খুঁজছে। হিরোইন।

এটা মিত্রা সেন ব্যবহার করে না তার প্রমাণ মিত্রা সেনই। এটা ব্যবহার করে কেউ স্ট্রীপার হতে পারে না। তা ছাড়া সিরিঞ্জ পাওয়া গেল না। এটাও রাখা হয়েছে ডঃ সাঈদের জন্যে। অথবা আর কোন সেক্‌চ্যুয়াল ফ্যান্টাসির শিকার ?

ওগুলো নিয়ে বিছানার উপর রাখলো রানা। ঘরের কোণে ড্রেসিং-টেবিলের উপর বীচ-ব্যাগটা দেখে ওটাও নেবে বলে ঠিক করলো।

বীচ-ব্যাগের জিনিসগুলো ঢেলে ফেললো কার্পেটে। হলুদের উপর কালো পলকা ডটের বিকিনি, বীচ-কোট, তোয়ালের সঙ্গে কার্পেটের উপর পড়লো গগল্‌স, লিপস্টিক, আয়না এবং একটা বায়নোকুলার। রানা বায়নোকুলারটা ব্যাগে রাখলো। বিছানার কাছে গিয়ে অন্যান্য সংগ্রহ-গুলো ভেতরে ঢুকালো।

ব্লাইণ্ড এ্যাসাইনমেণ্টের জন্যে রানা প্রস্তুত।

এরপর এখানে থাকার মানে হয় না।

দ্রুত শার্ট, এবং কোট গায়ে চাপালো। বালিশের তলা থেকে বের করলো ওয়ালথার পি. পি. কে.। শুধু ওয়ালথার না, হাতে আরো কি একটা যেন উঠে এল! দেখলো : সোনালী হাতির মডেল। তার সঙ্গে লেজের বদলে রয়েছে একটা চেন। চেনের মাথায় বাঁধা ছোট একটা চাবি।

হাতিটা বেশ বড় কী-হোল্ডার হিসাবে। হালকা। মিত্রা নিশ্চয়ই যাবার সময় ভারতের প্রতীকটি সুভেনির হিসাবে রেখে যায় নি। ভাল করে দেখে নিয়ে কানটা ঘুরালো। খুলে গেল কান। কানের থেকে একটা তার চলে গেছে ভেতরে। অন্য কানটা খুললো না, সরে গেল, দেখলো কী-হোল। আসলে ডায়েল। এটা একটা সিনক্রোফোন। বালিশটা সরিয়ে ফেললো। পেলো একটা নীল কাগজ। খুলে ফেললো ভাঁজ। দেখলো :

'0003 শর্মিলার নাম্বার। আমি যোগাযোগ করতে পারলাম না, কারণ ও এখন রিসিভিং রেঞ্জের বাইরে। দেখাও করতে পারবো না, কোচা-নোচস্ট্রা ঘিরে রেখেছে। ও কোচা-নোচস্ট্রার কথা জানে না। আমি পালাচ্ছি, মানে পালাতে চেষ্টা করছি।'

উপরে নীচে কারো নাম নেই। কার হাত থেকে পালালো মিত্রা? কোচা-নোচস্ট্রা, না মাসুদ রানা?

ফরসা হয়ে এসেছে পূবের আকাশ।

রানা পিছনের জানালা দিয়ে বেরুলো। একটা চেরী ফুলের গাছ। গাছটা পেরিয়ে গ্যারেজ। গাড়ী নেই। গ্যারেজের পাশ দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়লো। পড়েই অবাক হল। কে একজন শুয়ে আছে বালিতে। এগিয়ে গেল রানা।

রক্তে ভেসে গেছে ঘুমন্ত লোকটার বুক। বুকে একটা ছোরা গেঁথে দেওয়া হয়েছে।

লোকটা ইণ্ডিয়ান না।

আশে-পাশে অনেকগুলো পায়ের ছাপ। একা পালায় নি মিত্রা।

রানা দ্রুত পদক্ষেপে এগুলো সমুদ্রের দিকে। সূর্য উঠছে সাহারার প্রান্তে। চকচক করছে অ্যাটলান্টিকের ঢেউ। দু'-একজন বয়সী বিদেশী দম্পতি রাতের ব্যর্থতা ভুলতে বেরিয়েছে।

বেশ অনেকটা ঘুরে গিয়ে রানা ফিয়াটের কাছে পৌঁছালো। উঠে বসলো গাড়ীতে। ফুয়েল মিটারটা দেখলো। যেতে হবে ষাট-সত্তর মাইল। ওম অর ববিয়ার মোহনায়। ভিলা মিজর্কা। শর্মিলা এবং ডক্টর সাঈদের খোঁজে।

মিত্রার ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে রানা স্বেচ্ছায়। অবশ্যি ফাঁদে রানা আগেই পা দিয়েছে। সে ফাঁদ পেতেছে মিত্রা না, মেজর জেনারেল রাহাত খান। ছুটির ফাঁদ।

রানা ছুটছে মেত্রার দেখানো স্বর্ণমৃগের পেছনে। না, সোনার হাতির পেছনে। পকেটে ওটার অস্তিত্ব অনুভব করলো। ওটা কি শুধু সিনক্রাফোন?

দশটা সাঁইত্রিশ মিনিটে দেখা গেল মেয়েটিকে।

Weaver-এর শক্তিশালী বায়নোকুলারের শীতল চোখ অনুসরণ করছে ওকে, ঘরের দরজা খোলা। মেয়েটি ভেতরের উদ্দেশ্যে কিছু বললো। ঘর থেকে বেরুলো পৌঢ় ভদ্রলোক। লম্বা, কাঁচা-পাকা চুল। চোখে গগল্স।

ডক্টর সাঈদ। মেয়েটি শর্মিলা।

বায়নোকুলারের দৃষ্টি স্থির হল।

ভিলা মিজর্কার আশ-পাশটা বড় নির্জন। কোয়ার্টার মাইলের ভেতর কোনো কটেজ নেই। এখানকার কটেজ-গুলোর নাম স্পেনের শহর এবং নদীর নামে। মুর-স্পেনীয় ধরনের কটেজ। স্পেনীয় আমলে তৈরী হলেও নতুন রঙে একেবারে চকচকে সিকির মত মনে হয়। ছোট, সুন্দর। পাশে লাগোয়া ছোট সুইমিং-পুল। গোলাপী রঙ কটেজটার। চারদিক কর্ক গাছে ঘেরা। ওম অর রবিয়া থেকে কটেজের দূরত্ব বেশী নয়।

শ' পাঁচেক গজ উপর থেকে দেখছে রানা। গুহার মত জাগাটায় তু'ঘণ্টা বসে থেকে দেখা পেল শর্মিলা এবং ডক্টরের। এই তু'ঘণ্টায় একটা জিনিস অনুমান করেছে,

বায়নোকুলারে সে-ই একক দর্শক নয়। এই পাহাড়েরই কোথাও আরো একজন লুকিয়ে আছে। অনুমানের কারণ, এখানে আসবার পথে একটা সাইকেল লুকানো দেখে এসেছে পাথরের ফাঁকে, নীচে।

দু'জন সুইমিং-পুলের দিকে গেল।

ডেক-চেয়ারে বসলো ডক্টর। শর্মিলা কাছাকাছি রোদে একটা তোয়ালে বিছালো, কি কথায় যেন হেসে উঠলো। এগিয়ে গেল ডঃ সাঈদের কাছে। বসে পড়লো ডক্টরের কোল জুড়ে।

মারিয়ুয়ানার পাতার নকশা-করা বীচ-কোট কোমর ছাড়িয়ে সামান্য একটু নীচে নেমেছে শর্মিলার। কোলে বসতেই স্বাস্থ্যবতী উরু জোড়া দেখা গেল। ডঃ সাঈদের একটা হাত এসে উরুর ওপর পড়লো। হাত বুলাচ্ছে ডক্টর তৃপ্তির সঙ্গে। শর্মিলার হাত খুলছে বীচ-কোটের বোতাম। ধীরে ধীরে খুলছে। নীচু হয়ে চুমু খেল ডক্টরের ঘাড়ে। উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ, ছিটকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাসলো। হাসছে শর্মিলা। বোতামগুলো খোলা বীচ-কোটের। কোটটা খুলে ফেললো। দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল ডক্টরের দিকে।

রানার বায়নোকুলার এবার স্থির হয়ে গেল শর্মিলার উপর। থারটি সিক্স, টুয়েন্টি থ্রি, থারটি সিক্স এটাই হওয়া উচিত। অথবা থারটি সেভেন···অপূর্ব বক্ররেখায় ভরা

দেহ। একেই বোধ হয় বলে ভরা-যৌবন, বর্ষার নদী, সমুদ্রের জোয়ার! পরনে ওটা বোধ হয় পৃথিবীর সংক্ষিপ্ততম বিকিনি। বায়নোকুলারের দৃষ্টি যদি মিথ্যা না বলে তবে রানা বলে দিতে পারে, বিকিনিটা মেয়েটির জন্যে 'আণ্ডার-সাইজের' হয়ে গেছে। এক সাইজ ছোট। শর্মিলার গায়ের রঙ সাদা বা গোলাপী নয়, হলুদ বলা চলে। বিকিনির রঙ ডিমের কুসুমের মত এক ধরনের লাল। আর গলায় কালো ফিতেয় ঝুলছে সোনালী বড় লকেট।

বসে পড়েছে শর্মিলা তোয়ালের উপরে। হাত নেড়ে কি যেন বলছে। ওর প্রতিটা ভঙ্গি উত্তেজক, সেক্সি। বেচারা ডক্টর।... বেচারা?

শুয়ে পড়লো শর্মিলা চিত হয়ে!...ডান পা'টা একটু গুটিয়ে নিল।

সান-বাথ করছে! ভারতীয় মেয়েদের সান-বাথ করতে হয় না। তাদের শরীর যথেষ্ট সান-বার্ন্ট থাকে। কিন্তু শর্মিলা করছে।

উঠে দাঁড়ালো ডক্টর।

এগিয়ে গেল শর্মিলার কাছাকাছি। বসে পড়লো। উপুড় হয়ে শর্মিলা। পাশে শুয়ে পড়লো ডক্টর। পুরোপুরি শোয়া না, কনুই-এর উপর ভর দিয়ে প্রত্যাশীর ভঙ্গি। শর্মিলার পিঠের চুল সরিয়ে দিল। হাত পিঠের উপর বুলাতে লাগলো আস্তে আস্তে। শর্মিলার ব্যাগ থেকে বের করলো

শিশি। সান-ট্যান্‌ড্‌ হবার তেল।···পিঠে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে ডক্টর। ব্রেসিয়ারের হুক খুলে দিল। পিঠ থেকে হাত নীচে নামলো। ডক্টরের উৎসাহ দেখে বিস্মিত হল রানা। একটু ফাঁক হল উরু। ডক্টর ঝুঁকে পড়লো। চুমু খাচ্ছে কোমরে, পিঠে, উরুতে।

শিউরে উঠলো রানা ডক্টরের অবস্থা দেখে।

আবার চিত হয়ে পড়লো শর্মিলা হাসতে হাসতে। উন্মুক্ত বুক। বিকিনির ত্রি-কোণে অদৃশ্য হওয়া চর্বিহীন পেট। হাসছে শর্মিলা। কাঁপছে নরম সুন্দর সুগঠিত স্তন, ঢেউ উঠছে পেটের পেশীতে। সূর্যের আলোয় বিক্ষিপ্ত দুই উরু। একটা স্তন ঢেকে দিল ডক্টরের হাত। ছটফট করার ভান করছে শর্মিলা। কিন্তু কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না ডক্টরের হাত। একপা' দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে ডক্টর শর্মিলার সুগঠিত নিতম্ব।

ডক্টরের হাত খুলতে চেষ্টা করছে বিকিনি প্যান্টি। শর্মিলাই সাহায্য করছে, হাসছে খিলখিল করে। ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে রানা দেখলো শর্মিলার নগ্ন, উন্মুক্ত শরীর। আরো ত্রিশ সেকেণ্ড পর ডক্টরের।

বাড়ীতে আর কেউ নেই? রানা ইচ্ছে করলে যেতে পারে ওদের কাছে, কেউ বাধা দেবে না। কেউ নেই, শর্মিলা তাই জানে। জানে বলেই এমন নির্লজ্জ হতে পারছে।

হঠাৎ চমকে উঠে বসলো শর্মিলা। চমকে তাকিয়েছে এই দিকেই। রানা দৃষ্টিটা অনুসরণ করলো: এদিকে না, আরো কিছু ডানদিকে, একশো গজ নীচে শর্মিলার দৃষ্টি। দ্রুত হাতে টেনে নিল বীচ-কোট। হাত ভরলো না। শুধু শরীরের সামনের অংশ ঢাকলো।

পুরো ব্যাপারটা অনুমান করতে পারলো রানা। বায়নোকুলার নিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ধরা পড়েছে শর্মিলার ট্রেইনড্ চোখে। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়েছে বায়নোকুলারে। ধরা পড়ে গেছে বেচারা। ডক্টরও উঠে বসেছে। এদিকে দেখছে।

ওরা দু'জনই হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। দৌড়ে ঘরে চলে গেল। দরজা বন্ধ হল।

শিগ্রী ওরা বেরুবে না।

গুটিয়ে ফেললো রানা বায়নোকুলার। দেখতে হবে কে স্পাইং করছে। কার লোক: কোচা-নোচস্ট্রা, অথবা ভারত? অথবা মরক্কো পুলিশ, অথবা দর্শনকামী বিকৃত রুচির কেউ?

হোলস্টার থেকে বের করলো রানা ওয়ালথার পি. পি. কে.। ঠিক আছে, ক্যাচ নামিয়ে আবার তুলে দিল। ফেরত পাঠালো যথাস্থানে।

সাবধানে ডানদিকে এগিয়ে চললো রানা। পাহাড়ের

খাদ বেয়ে নীচে নামলো। থমকে দাঁড়ালো রানা। একটা খাদে বসে পড়লো। নির্জনতা ভেঙে যে কোন সময় একটা তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা যেতে পারে—চোরা গুলি। যে গুলিটা রানার মাথাটাকে লক্ষ্য করেই নিক্ষিপ্ত হবে।

না, হল না।

আকাশের দিকে তাকালো রানা। একটা চিল বা কাকের চিহ্নও নেই। পাহাড়ে নেই পাখির ডাক। যেমন নির্জন তেমনি নিঃশব্দ। দূর থেকে বন্দরে জাহাজের ভেঁপু গুম-গুম করে উঠলো।

উঠে দাঁড়ালো রানা। আরো দু'পা এগিয়ে গিয়ে থমকে গেল আবার, বসে পড়লো। বের করলো ওয়ালথার।

কারা কথা বলছে?

ইটালিয়ান ভাষা এবং দ্রুত বলছে কথাগুলো। রানা দু'-একটা খুচরো কথা বুঝতে পারলেও সব দুর্বোধ্য মনে হল। তবু কান পেতে রইলো। কারা নয়, একজনের কণ্ঠ।

কথা বলছে ওয়াকিটকি বা ওয়্যারলেসে।

ভাষা ইটালিয়ান। কোচা-নোচস্ট্রা! ওয়ালথারের সেফটি-ক্যাচ নামিয়ে দিল। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল রানা দশগজ দূরের পাথরটার আড়ালে। কথা এবার আরো স্পষ্ট। হিসাব করলো: কথা হচ্ছে হাত পনেরো দূরেই। শ্বাস বন্ধ করলো রানা। ঝুঁকে পড়লো সামনে,

একটু এগলো, তিন হাত।

এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছে। মরক্কান ফেজ টুপি, আরবী পোশাক। এদিকে পেছন ফেরা। কথা বলছে লোকটা। সামনে খোলা ছোট রেডিও ট্রান্সমিটার। রানা অপেক্ষা করতে লাগলো কথা শেষ হবার। কথা শেষ করেই লোকটা রেডিও গুটাতে লাগলো।

উঠে দাঁড়ালো রানা। ওয়ালথারের ট্রিগারে আঙুল।

'হ্যাণ্ডস্. আপ।'—রানা বললো। ট্রিগারে আঙুলটা আরো বসে যেতে গিয়েও নিজেকে সামনে নিল রানা। সারা পিঠে. মাথার পেছনে রগ থিরথির করে কেঁপে গেল।

'ড্রপ দ্য গান।'

রানার দশহাত পেছন থেকে বি-ফ্ল্যাটে বাঁধা একঘেয়ে কণ্ঠস্বর। সামনে ফেজটুপি হাত তুলে দাঁড়িয়েছে। রানাও ফেলে দিল পিস্তল। ঘুরে দাঁড়ালো। সামনে দাঁড়িয়ে তিনজন পিস্তলধারী। তিনটে সিক্সটিন এম. এম. লুগার, সাইলেন্সার লাগানো।

একজন এগিয়ে গেল ফেজটুপির দিকে। দু'জন এক-ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। ফেজটুপি এসে দাঁড়ালো রানার পাশে। রানার ওয়ালথারটা মাটি থেকে তুলে নিল একজন।

'আপনি কে?'—প্রশ্ন করলো বি-ফ্ল্যাট।

কি উত্তর দেবে, ভাবলো। বললো, 'মাসুদ রানা, পাকিস্তানী...।'

'পাকিস্তানী ?'—বি-ফ্ল্যাট কণ্ঠস্বর বললো, 'এখানে কেন ?'

'সমুদ্র দেখ

'মিত্রা সেন কোথায় ?'—এবার কণ্ঠস্বরে কমাণ্ডিং সুর। এবং কথাটা বললো বাংলায়। লোকটা বাঙালী। রানাকে চেনে।

'জানি না।'

'রাতে জানতেন। রাতে আপনি মিত্রার কুঠিতে ছিলেন।'

'আরো সত্যি করে বললে বলা যায়, এক বালিশেই আমি মিত্রার সঙ্গে ঘুমিয়েছি।'—রানা বললো, 'মিত্রা আমার পুরোনো বান্ধবী। এর বেশী আমি কিছু জানি না।'

'সকালে উঠে মিত্রাকে দেখেন নি ?'

'না।'—রানার তীক্ষ্ণ চোখে একটা প্রশ্ন ফুটে উঠলো, 'মিত্রার রাতের খবর রাখেন, মিত্রা কোথায় গেল সে খবর রাখেন না ? কোথায় গেছে মিত্রা আপনি জানেন।'

উত্তর দিল না ভারতীয়।

সমুদ্রের তাসের শব্দ কাঁপিয়ে একটা শব্দ চমকে দিল সবাইকে গুলির তীক্ষ্ণ শব্দ। রানা আছড়ে পড়লো মাটিতে। একটা আর্তনাদ। পড়ে গেল বি-ফ্ল্যাট। আবার

আর্তনাদ। আরেকজন পড়লো। ফেজটুপির টুপি ছিটকে পড়লো। তড়িৎগতিতে লোকটা গিয়ে পড়লো পাথরের পাশে। ভারতীয়দের একজন পিস্তল হাতে হতবাক হয়ে তাকালো। পাহাড়ের শিখরে। এবং আছড়ে পড়তে গেল মাটিতে। তার আগেই আবার গুলির শব্দ হল। ওর হাতের পিস্তল ছিটকে পড়লো। লোকটা পড়ে গেল ঢালে। গড়িয়ে গেল নীচে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটলো ঘটনাটা।

এবার ফেজটুপির পিস্তল এদিকে ফিরবে। রানা ঝাঁপিয়ে পড়লো বাঘের মত। প্রস্তুত থেকেও লোকটা চমকে গেলো। পিস্তলটা ছিটকে গেল। রানা ওকে জড়িয়ে ধরলো গলাটা কনুই-এর ভেতর সাঁড়াশির মত চেপে। গড়িয়ে সরে গেল ভেতরের দিকে। নইলে পাহাড়ের শৃঙ্গের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে যাবে পিঠ।

গুলি হল। রানা তখন একটা পাথরের আড়ালে। রানার হাতে পিস্তল। ছেড়ে দিল কনুই-এর সাঁড়াশি-বন্ধন। গলার কাছে ধরলো পিস্তল।

'কোচা-নোচস্ত্রা কখন ভিলা আক্রমণ করবে?'—এক-রোখা, নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বর রানার।

ফ্যালফ্যাল করে তাকালো ইটালিয়ান

রানার হাত ওর কলার চেপে ধরলো। চোয়ালের নীচে চেপে বসলো পিস্তলের মুখ। লুগার।

'কোচা-নোচস্ট্রা··· ।'—থেমে গেল লোকটা। ছ'টো গুলি হল পাহাড়ের উপর থেকে। পাথরের সঙ্গে লেগে গুলি ছিটকে গেল অন্যদিকে। কলারে ঝাঁকুনি দিল রানা। লোকটা বললো, 'আমি জানি না। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে··· ।'

'না বললে আমিই তোমাকে মারবো।'—রানা বললো, 'পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসার আগেই আমি তোমাকে স্বর্গের পথ দেখিয়ে কেটে পড়তে পারবো। ··· বল।'

'না, না ··· ।'

কলার ধরেই ধাক্কা দিল রানা। পাথরের সঙ্গে মাথা ঠুকে গেল। জেদ উঠে গেল রানার লোকটার ফাঁকা দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে। ঢোক গিললো। গলা শুকিয়ে আসছে। ক্ষিধেয় রাতের জিনের স্বাদ মুখে এসে যাচ্ছে। ক্ষেপে উঠলো, বললো, 'বল, কখন ?'

'আমি জানি না। শুনেছিলাম রাতে ওরা এখানে আসবে। আমার কাজ শুধু ভিলার উপর চোখ রাখা।'

রানার মাথার ভেতরটা কেমন যেন ঝনঝন করে উঠলো। কিছুই ভাবতে পারলো না। হঠাৎ খেয়াল হল—দ্রুত ডিগবাজী খেয়েছে ইটালিয়ানটা। ক্ষিপ্র গতিতে। ট্রেইণ্ড মাফিয়া। পড়লো একটা লাশের পাশে। ট্রিগারে চাপ দিতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রানা। কিন্তু গুলি হল। ভারতীয় মৃতদেহের পাশ থেকে পিস্তল তুলে

নিতে পারলো না ইটালিয়ান। আর্তনাদ করারও সুযোগ পেল না বেচারা। গুলি লেগেছে মাথার খুলিতে, পিছনের দিকে।

কোচা-নোচস্ত্রা জানে, বন্দী বা আহত হলে মানুষ স্বাভাবিক দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলে। তাই মেরে ফেললো লোকটাকে।

রানা গড়িয়ে চলে গেল আরেকটা পাথরের পাশে। হাতের পিস্তল ফেলে তুলে নিল তার নিজের ওয়ালথার পি. পি. কে.। তারপর সরীসৃপ গতিতে, মাটি কামড়ে আরেকটা চাঁই-এর আড়ালে গেল। পাশে একটা খাদ। পাথরের চাঁই ধরে ঝুঁকে পড়লো। তারপর নীচে তাকালো। পনেরো-ষোল ফিট নীচে পড়তে হবে। ছেড়ে দিল হাত।

নীচে পড়েই ওয়ালথার ধরে এগিয়ে চললো সামনে, বাঁ দিকে। তার আগের লুকানো গুহায় ফিরে যেতে হবে ওকে। ওখান থেকে নিতে হবে ব্যাগটা। মনে মনে উচ্চারণ করলো, আজ রাত।

গুহায় পৌঁছে চিত হয়ে শুয়ে পড়লো রানা। হাপাচ্ছে সে। নাকে-মুখে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে গিয়ে গলা আরো কাঠ হয়ে গেছে। পড়ে রইলো আধঘণ্টা একভাবে। মাথার ভেতরের উত্তেজনা এবং ক্ষিধে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে রাখলো।

জেগে আছে রানা। হাতে ধরা ওয়ালথার। এখান থেকে বেরুতে হবে এটা এক মুহূর্তের জন্যেও ভুললো না।

আজ রাতেই কোচা-নোচস্কী হানা দেবে ভিলায়। সারাদিন ওরা পাহাড় থেকে পাহারা দেবে।

বাঁচার উপায় নেই শর্মিলার।

ভিলা ঘিরে রেখেছে ভারতীয় এজেন্ট, ও কোচা-নোচস্কী। শর্মিলা বেরুতে পারবে না কোনো মতে।

গুহার ভেতর থেকেই বায়নোকুলারে ভিলাটা দেখলো। কেউ নেই কোথাও। চোখ থেকে বায়নোকুলার নামিয়ে নিল। খালি চোখে সী-বীচের কাছাকাছি একটা জীপ দেখতে পেল। এদিকে এগিয়ে আসছে।

বায়নোকুলার আবার উঠে গেল চোখে। পুলিশ! পুলিশের গাড়ী। গুলি-গালাচের আওয়াজ তবে পৌঁছেছে। তিনজন পুলিশ নামলো। খাকী পোশাক, মাথায় মন্টি-ক্যাপ।

ওরা এগিয়ে গেল ভিলা মির্জারকার দিকে। দরজা খুলে গেল, বেরুলো শাড়ী-পড়া শর্মিলা। শর্মিলার চোখে-মুখে ভয়ার্ত অভিব্যক্তি। দু'মিনিট কথা বললো শর্মিলা ওদের সঙ্গে। এদিকটা দেখালো ওরা। পুলিশের গাড়ী ফিরে চললো। এদিকে আসবে পুলিশ।

হাতিটা বের করলো রানা। চাবিটা কী-হোলে ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে এ্যাডজাস্ট করলো। দরজার কাছে শর্মিলা দাঁড়িয়ে পড়লো। সিগন্যাল দিল রানা চেনটা টেনে ধরে।···

চকিতে পুলিশের গাড়ীর দিকে তাকালো শার্মিলা। দ্রুত পায়ে ঘরের দিকে চলে গেল। ত্রিশ সেকেণ্ড বসে থাকলো রানা। চেন ধরে টানলো আবার।

'জিরো জিরো জিরো থ্রি স্পীকিং…।'—উত্তর ভেসে এলো।

'তিনজন ইণ্ডিয়ান এজেন্ট মারা গেছে এইমাত্র।'—রানা বললো, 'মিত্রা নিখোঁজ। পুলিশের সাহায্য নিতে পারেন। আজ রাতে ইণ্ডিয়ান এজেন্টদেরকে এ্যাটেন্‌সনে থাকতে বলুন।'

'হু আর ইউ?'—সন্ত্রস্ত প্রশ্ন ভেসে এল।

'ফ্রেণ্ড।'—অফ করে দিল রানা সিনক্রোফোন। হাসলো মনে মনে।

হোটেল সাহারার অটোমেটিক লিফট এসে থামলো। রানা ঢুকে পড়লো। ফিফথ্ লেখা বটনে চাপ দিল। লিফটের দরজা বন্ধ হবার আগে ঝড়ের বেগে আরেকজন ঢুকে পড়লো লিফটে। রানার হাত চলে গিয়েছিল ওয়ালথারের হাতলে। কিন্তু লোকটা চেনা। পি. সি. আই. হেড-অফিসে দেখা।

লোকটা রানার দিকে তাকালোও না। হাত দু'টো সামনে বুকের উপর বেঁধে সামনের দিকে নাকটা উঁচু করে আশ্চর্য স্থিরভাবে দাঁড়ালো। কথা শুনলো রানা।

অনুমান করলো, লোকটিই বলছে। কারণ লিফটে আর কেউ নেই। লোকটি বলছে, 'ইউসুফ। কোড নাম্বার পি.টি.সি. ইলেভেন। আর. কে. ম্যাসেজ পাঠিয়েছে : রানা, গেট ডক্টর সাঈদ অর কিল হিম।'—কিল হিম। কথাটা আশ্চর্য নির্বিকারভাবে উচ্চারণ করলো লোকটা।

রানা প্রশ্ন করার আগেই ইউসুফ পকেটে হাত দিল। বের করে আনলো একটা কার্ড। পাকিস্তান ট্রেডিং কর্পোরেশনের কর্মচারীদের পরিচয়-পত্র। পরিচিত সবুজ রঙের মোড়ক। সোনালী মনোগ্রাম, লেখা P. T. C. কার্ডটা মেলে ধরলো ইউসুফ। রানা আর কিছু দেখলো না। দেখলো, কার্ডের নীচের দিকে ছাপা অক্ষরে ডিরেক্টর লেখাটার উপরে জাপানী কাঠ-খোদাই করে আঁকা দু'টো অক্ষরের ছাপ: R. K. নীল রঙের ছাপ তার উপর মোটা কালো কালির স্বাক্ষর, রাহাত খান। একটা অক্ষরও কেঁপে যায় নি, জড়িয়ে য়ায় নি, একটানে লেখা। আর কিছু বলতে হল না। এ লোকটা পি. সি. আই. মরোক্কো অপারেটর। এবার লোকটা এগিয়ে দিল পার্সোনাল কার্ড। দেখলো, এখানে ইউসুফ খান এসেছে সাংবাদিক হিসাবে। U.P.I.-এর রিপোর্টার। ফোন নাম্বার আছে।

লিফট ছ'তলায় এসে থেমেছে।

রানা বললো, 'আমি ঠিক আধঘণ্টা পর ফোন করবো।'

দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে পড়লো রানা। একবারও

পিছন ফিরে তাকালো না। এগিয়ে গেল নিজের স্যুটের দিকে। লিফট উঠে গেল উপরে।

লোকটার কথা ভাবলো : এফিশিয়েন্ট।

ফোন করলো রানা রুম সার্ভিসকে ঘরে ঢুকেই। সংক্ষিপ্ত লাঞ্চের অর্ডার দিল। সঙ্গে এক বোতল শ্যাম্পেন। পিস্তল এবং সিনক্রাফোন বালিশের নীচে রেখে পোশাক ছেড়ে সোজা গিয়ে বাথটবে ঠাণ্ডা পানিতে বসলো।

ভুলে গেল সবকিছু।

ফোন করলো ইউসুফের নাম্বারে লাঞ্চ শেষে বিছানায় আধ-শোয়া হয়ে শ্যাম্পেনে সীপ করতে করতে। ইউসুফ কথা বলছে।

'মাসুদ রানা।'—আরাম করে বালিশে হেলান দিলো রানা। বললো, 'আমি এখানে এসেছি বেড়াতে। প্রথমতঃ ইচ্ছে ছিল জুয়া খেলবো। কিন্তু দু'রাতে বেশ কিছুটা হেরে গিয়ে সময় কাটাই সী-বীচ এবং বারে। আপনি তো এখানে অনেকদিন থেকে আছেন।'

'বছরখানেক তো হবেই।'

'এখানে বোট ভাড়া পাওয়া যায়, মোটর বোট?'

'চেষ্টা করলে হাতিও পাওয়া যাবে। এটা বেশ বড়-সড় বন্দর-শহর, আন্তর্জাতিক শহর।'

'আমি ওম-অর রবিয়া নদীতে বেড়াতে চাই। ওম-অর রবিয়ার দুই তীরের সৌন্দর্য নাকি দেখার মত?'

'কখন চাই বোট?'

'আজ রাত বারোটার মধ্যে।'--রানা বললো, 'ক্যাসারাঙ্কা-আল জাদিদি রোডের ফেরী-ঘাট থেকে এক মাইল এগিয়ে গিয়ে বাঁ তীরে।'—একটু থেমে বললো, 'আর একটা কথা মিস্টার খান এ হোটেলটা ছেড়ে দিতে চাই। ক্যাসাব্লাঙ্কার কাছাকাছি একটু নির্জন জায়গায় বী কটেজ পাওয়া যাবে? ··মানে, আমি একটু প্রাইভেসি চাই। মানে, আমি একটু লাজুক প্রকৃতির···।'

কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা। তারপর শোনা গেল ইউসুফের কণ্ঠ, 'বুঝতে পারছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

লাইন কেটে গেল। শ্যাম্পেনে শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাস রেখে দিল ফোনের পাশে। ড্রেসিং-গাউন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চাদরের তলে ঢুকে পড়লো। নগ্নদেহে চাদরের শীতল অনুভূতি, সারা গা শিরশির করলো। এয়ার-কণ্ডিশনার ঘরটাকে বাইরের রুক্ষতা, শব্দ, রোদ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। রানা চোখ বুঁজলো। ঘুমাতে হবে। বালিশে কানটা চেপে বসতেই একটা পিকপিক আওয়াজ শুনলো। উঠে বসলো। আবার কান রাখলো। সেই শব্দ—পিক, পিক, পিক···। শব্দটা মৃদু। আগের মত না।

বালিশের তলা থেকে বের করলো সিনক্রাফোনটা। ডায়েল করলো, 'জিরো জিরো জিরো থ্রি?'--ও পাশের কণ্ঠস্বর

শোনা গেল না। জবাব দেবে না শর্মিলা। কারণ এই আলট্রা-শর্ট ওয়েভ রেডিও পাঁচ মাইলের বেশী দূর থেকে সাড়া দিতে পারে না। এর রেডিয়াস পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে। শর্মিলা নিজেই সিগন্যাল দিয়েছিল ফেরার পথে। জিজ্ঞেস করেছিল, 'হোয়াট্স্ ইয়োর কোড? হু আর ইউ?'

রানা উত্তর দিয়েছিল, 'ফ্রেণ্ড। কোডলেস্ ফ্রেণ্ড।'

'প্রিন্সেস কোথায়?'

'জানি না।'—রানা বলেছিলো, 'পলাতক।'

'আপনি হত্যা করেছেন?'

'না।'

'আপনি কে?'

'মিত্রার বন্ধু।'

'মিত্রা!...কে মিত্রা?'—শর্মিলার কণ্ঠে উত্তেজনা, 'আপনি কে?'

'মাসুদ রানা।'

'মাসুদ রানা!'—ওপারের কণ্ঠে বিস্ময়। এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন উচ্চারিত হবার আগেই রানা অফ করে দিয়েছিল সুইচ।

এখন কে সিগন্যাল দিল। বালিশের নীচে রেখে দিল ওটা।

সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থেকে যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লো রানা। ঘুমের আগে

মিত্রাকে মনে করলো। মিত্রা কাছাকাছি কোথাও আছে। এটা শুধু সিনক্রাফোন না, ট্রান্সমিটারও। রানা ঠিকই অনুমান করেছিল।

মিত্রা রানাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে চায়।

৪

রাত। দশটা বাজতে বিশ মিনিট। রানা ফোনে আবার বুক করলো ফিয়াটটা। নীচে নেমে শো-বোর্ডে নোটিশ দেখলো, প্রিন্সেস আজ বিশেষ কারণে স্টেজে আসছেন না। তার বদলে সাউথ অ্যামেরিকান বাদক দলের·· ইত্যাদি। রানা হোটেলের শপিং কর্ণার থেকে কিনলো এক জোড়া মেয়েদের কালো নায়লন-স্টকিং।

দশ মিনিটের ভেতর রানার গাড়ী পৌঁছাল আল হাসান রোডে। রাতের ক্যাসাব্লাঙ্কা কেবল যাত্রা শুরু করেছে। কাসিনো রাইন, কাসিনো মণ্ডলুজা, কাসিনো তাজো, সেইলার্স ক্লাব, নিওন সাইনগুলো চোখের সামনে সরে যেতে লাগলো। ক্যাসাব্লাঙ্কা, দার এল বাইদা! ফিয়াট হাই-ওয়েতে উঠলো, আল জাদিদির দিকে ফিতের মত সোজা

এগিয়ে গেছে। আল জাদিদি, শাফি—চলে গেছে স্পেনীশ সাহারা পর্যন্ত। দু'পাশে অলিভ গাছের সারি। রানা ঘড়ি দেখলো। দশটা। ছেষট্টি মাইল যেতে হবে। এক্সিলারেটরে চাপ দিল। স্পীড-মিটারের কাঁটা নব্বই কিলোমিটার স্পর্শ করলো। দশ সিলিণ্ডারের গোঁ গোঁ শব্দ, সমুদ্রের বাতাস, অন্ধকার, এপ্রিলের রাত রানাকে একটি লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ শুনলো পিকপিক ধ্বনি!

আবার মিত্রা জেনে নিচ্ছে, কোথায় রানা?

স্পীড কমিয়ে আনলো। বের করলো মিত্রার স্যুভেনির। ডায়েল করলো। শর্মিলার নাম্বারে। মিত্রা না, শর্মিলা। বললো, 'ফ্রেণ্ড।'

'আই এ্যাম ইন ডেঞ্জার! সব যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছি। কেউ সাড়া দিচ্ছে না।'—শর্মিলার ভয়ার্ত কণ্ঠ।

'ডক্টর সাঈদ কোথায়?'

'আমার সঙ্গেই আছে কিন্তু···।'

'কি?'

'পুলিশে খবর দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে বাইরে ফায়ারিং-এর শব্দ পেয়েছি।'

'আমাকে আপনি বিশ্বাস করেন?'

'না।'—শর্মিলা স্পষ্ট উত্তর দিল, 'আমি জানতে চাচ্ছিলাম, আপনি এর সঙ্গে জড়িত কিনা। আপনি যদি না হন

তবে কারা বাইরে থেকে ভিলা ঘিরে রেখেছে? আপনার লোক?'

'না।'—রানা বলবে না ভেবেও বললো, 'ঘিরেছে রিকার্ডোর লোক। কোচা-নোচস্ট্রার মেডিটেরেনিয়ান বস, রিকার্ডো।'

'কোচা-নোচস্ট্রা!'—আর্তনাদের মত শোনালো শর্মিলার কণ্ঠস্বর। ভয় পেয়েছে শর্মিলা। সুইচ অফ করে দিয়েছে মেয়েটি।

রানা এক্সিলারেটরে চাপ দিল। হাতে চেপে ধরলো ষ্টিয়ারিং। পায়ের চাপ বাড়লো। রাস্তার এক পাশে সমুদ্র। অন্যদিকে ফসলের ক্ষেত, বার্লি। দু'-একটা গাড়ীর হেড-লাইট দেখা যাচ্ছে, পাস করছে। সমুদ্রের জাহাজ ভেঁপু বাজাচ্ছে।

এগারোটা দশ মিনিটে ফেরীর কাছাকাছি পৌঁছুলো। গাড়ীটা নদীর পাড়ের রাস্তা ধরে পূবে এগিয়ে চললো সমুদ্রের উল্টো দিকে। গাড়ীটা রাখলো একটা ঝোপের ভেতর। কর্কের ঝোপ। এটা হয়তো কোনদিন পৌঁছুবে না আর হোটেলে। তবু এটাই রানাকে বাঁচাতে পারে। এটা দ্বিতীয় অবলম্বন, সেকেণ্ড চয়েস। যদি ইউসুফ ফেল করে, এটা কাজে লাগবে পালাতে, বেঁচে থাকতে।·· কোট খুলে রাখলো গাড়ীর ভেতর। রানার পরনে কালো অরলনের পুলওভার। কালো প্যান্ট। কোমরে ওয়ালথার। বের করলো মিত্রার

বীচ-ব্যাগটা। কাঁধে ব্যাগটা ফেলে এগুলো আরো পশ্চিমে। নদীর তীর ধরে। এসে থামলো ভিলার কাছাকাছি। পাহাড়ের দিকে না। আজ এগুলো ভিলার দিকেই।

চাঁদ এখন অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলার জন্যে অপেক্ষা করছে। হেলে পড়েছে পশ্চিমে, ওম-অর রবিয়া এবং সমুদ্রের সঙ্গমে। নদীর উপর ছায়াটা ঢেউ-এর জন্যে পড়তে পারছে না, ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। দূরে একটা সামুদ্রিক জাহাজের সার্চলাইট। বন্দরের দিকে এগুচ্ছে জাহাজ।

রানা এগুলো কর্ক গাছের ভেতর দিয়ে। এই ঝোপটা ভিলার পেছন দিকে চলে গেছে। ভিলার একটা ঘরে আলো জ্বলছে। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

বীচ-ব্যাগটা কাঁধ থেকে নীচে নামালো। ঝিঁঝিঁর ডাক থেমে গিয়ে আবার বেজে উঠলো।···রানা বের করলো ব্যাগ থেকে কালো মোজা জোড়া। একটা কেটে ফেললো ছোট ছুরিটা দিয়ে। অন্যটা চালান করলো ব্যাগে।

মোজাটা মাথার ভেতর দিয়ে গলিয়ে দিল। টেনে নামালো গলা পর্যন্ত। মোজা টাইট হয়ে বসেছে মুখের উপর। নাকটা চেপে ধরছে। বের করলো ছোট ছুরিটা। ছুরির মাথা দিয়ে নাকের নীচে এবং ঠোঁটের কাছে পোঁচ দিল। উপরের ঠোঁটের উপরও এবার মোজা বসে গেল। বেরিয়ে পড়লো মুখ এবং নাকের ছিদ্র। আরো

সাবধানে চোখের অপারেশন শেষ করলো। হাত দিয়ে চোখ দু'টোর উপর মোজা ঠিক করলো। অন্ধকার রানাকে লুকিয়ে রাখতে পারবে নির্ভাবনায়। এবং মাফিয়াদের চোখে পড়লেও চিনবে না। যদি মাফিয়ারা চিনে রাখে তবে বেরুনো সম্ভব হবে না মরক্কো থেকে।

রানা এগুলো। কিন্তু মাত্র পনেরো গজ। তারপরেই থামতে হল। একটা জীপ রাশিয়ান 'যিস'। স্টিয়ারিং ধরে একটা লোক বসে আছে। পরনে সোফারের ইউনিফর্ম দাঁড়িয়ে পড়লো রানা। ভেতরে গেছে অন্যরা?

দাঁড়িয়ে রইলো রানা। না, লোকটা টের পায় নি। আরো দু'পা এগুলো কর্ক গাছের ভেতরে, আরো নীচু হয়ে। থমকে দাঁড়ালো। লোকটা নড়ছে না কেন?

এবার জীপের দিকে পা বাড়ালো। কারণ মৃতকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। লোকটা মৃত।

সমস্ত শরীরের রক্তে রক্তে শীতল কাঁপুনি অনুভব করলো রানা অনুভূতিহীনতার ভেতরও। দ্রুত জীপের কাছে গেল। রানার হাতে পকেট থেকে উঠে এল পেন্সিল টর্চ। ব্যাগটা পাশে রেখে বাঁ হাতে টর্চ ধরলো, ডান হাতে সাইলেন্সার লাগানো ওয়ালথার।

পেন্সিল টর্চ জ্বললো।

বসে আছে লোকটা, মাথাটায় স্টিয়ারিং ঠুকে গেছে। গড়িয়ে পড়ে যায় নি প্রাণহীন দেহটা। কারণ, গুলি করে

মারা হয় নি একে। একটা হারপুন লোকটাকে সিটের সঙ্গে গেঁথে রেখেছে বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে। ঠিক মাঝখানে গেঁথেছে। রক্ত ভিজিয়ে দিয়েছে হারপুনের চারদিক। কোচা-নোচস্ত্রা স্টাইল মার্ডার, মাফিয়া মার্ডার। হাই-প্রেসার এয়ার-গানের সাহায্যে নিক্ষিপ্ত হারপুন।

তাকালো আকাশের পশ্চিম প্রান্তে। চাঁদ ডুবে গেছে। জাহাজের আলোটা দূরে সরে গেছে। ঝিল্লিরা ডাকছে প্রাণপণে। খেয়াল হল, শ্বাস নিতে ভুলে গেছে রানা। কিন্তু শ্বাস নিতে গিয়ে থমকে গেল থুব আস্তে করে শ্বাস নিল, ত্যাগ করলো। ছিটকে সরে গেল অন্ধকারে। অন্ধকার রানাকে ঢেকে রাখলো। কিন্তু রানা বিশ্বাস করতে পারে না অন্ধকারকে। যে কোন মুহূর্তে অন্ধকার বিদীর্ণ করে এসে গাঁথতে পারে হারপুন বা স্টিলেটো। অন্ধকারে এদের নিঃশব্দ গতি, কিন্তু অব্যর্থ মৃত্যু। হারপুনটা বলে দিচ্ছে, ভিলার চারদিকের অন্ধকার এখন কোচা-নোচস্ত্রার দখলে।

মিত্রা পলাতক, তিনজন ইণ্ডিয়ান এজেন্টকে সকালে হত্যা করা হয়েছে, শর্মিলা সব যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুলিশের সাহায্য চেয়েছিল। ইণ্ডিয়ান নেভী আসবার কথা, কিন্তু তারাও হয়তো কণ্ট্যাক্ট হারিয়েছে। শর্মিলা ভয় পেয়েছে। ডক্টর সাঈদ কি কোচা-নোচস্ত্রার হাতে পড়েছে?

দ্বিতীয় লাশ দেখলো আরও কিছুটা এগিয়ে। পাশাপাশি দু'টো লাশ। একজন অফিসার, অন্যজন সাধারণ পুলিশ। আলো জ্বাললো না, স্টকিং-মুখোশের ভেতর রানার কপাল ঘেমে উঠলো।

ভিলা থেকে একটা পিস্তল ফায়ারের শব্দ শোনা গেল।

ইণ্ডিয়ান নেভী পৌঁছে গেল কি ?

রানা ভিলার পঞ্চাশ গজের ভেতরের গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে। লাথি মারলো কেউ। একটা লাশ। গাছে ঝুলছে লাশটা একটা নীচু ডালের সঙ্গে। এ পুলিশের লোক না। ইণ্ডিয়ান। হয়তো ভিলার গার্ড। টহল দেবার সময় উপর থেকে ল্যাসো নেমে এসেছে, গলার ফাঁস, টেনে তুলেছে শূন্যে। বেঁধে দিয়েছে ডালের সঙ্গে। জিভ বেরিয়ে গেছে লোকটার। গাছের ডালগুলো ভৌতিক হাত-পা ছড়িয়ে রেখেছে কালো আকাশের গায়ে আরো কালো হয়ে। উপরে তাকিয়ে গা ছমছম করে উঠলো। চেপে ধরলো ওয়ালথার। একমাত্র সঙ্গী, বিশ্বস্ত, অনুগত সঙ্গী।

রানা এবার পেছনের দিকে আরো ঘুরে এগুলো। টুনটান ঘণ্টার শব্দ। চমকে যেতে গিয়ে ডাক শুনলো ভেড়ার। গোটাদশেক ভেড়া লোকের আগমনে একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। ভেড়া! ভেড়ার রাখালরাই ঘিরে রেখেছিল ভিলা মিজরকা। কোচা-নোচস্ত্রা এখানে রাখালের বেশে এসেছে ?

একটা ভড়া বির এবং ভয়ে বেদম আর্তনাদ জুড়ে দিল। রানা অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়লো। একটা শশ্‌স্‌ শব্দ কানের কাছ দিয়ে চলে গেল। গাছের গোড়ায় বিদ্ধ হল হারপুন।

রানা ধরা পড়ে গেছে। ওরা দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ পক্ষের উপস্থিতি অনুমান করতে পেরেছে।… প্রাণ-পণে অন্ধকারে ছুটছে রানা পাহাড়ের দিকে, এলোমেলো উদ্‌ভ্রান্ত গতিতে। পাহাড়ের দিক থেকে আবার টার্ণ নিলো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এ্যাঙ্গেলে—ভিলার দিকে। দ্বিতীয় হারপুন তাড়া করলো না।

এগুলো ভিলার আরো কাছে। পৌঁছুতেই হবে ভিলায়। ওরা এখনো আছে ভিলা ঘিরে, অর্থাৎ শর্মিলাকে এখনো ধরতে পারে নি। এখন রানা ফাঁকা অন্ধকারে এগুচ্ছে। ভিলার কাছাকাছি এসে এগুলো সুইমিং-পুলের দিকে।

বন্য বিড়ালের পদক্ষেপে উঠে পড়লো পাড়ে, ওপরে। তিনটে বড় ছাতা এবং ডেক-চেয়ার পাতা রয়েছে। অন্ধকার। রানা একটা চেয়ারের উপর ভর দিয়ে হাঁটুতে দাঁড়ালো। এখানেই সকালে ডক্টরকে দেখেছিল শর্মিলার সঙ্গে। রাবারের ম্যাট্রেসের উপর তোয়ালে এখনো বিছানো রয়েছে। এখান থেকে ভিলার অন্ধকার এবং আলোকিত ঘরে মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। পুলের অন্যপ্রান্তে বাইরের দিকে একটা ছায়া। পায়চারি করছে একজন

গার্ড। হাতে ধরা এয়ার-প্রেসার গান, হারপুন। এরা সবাই হারপুন ব্যবহার করছে। তবে গুলি চালাল কে?

শুয়ে পড়লো রানা ম্যাট্রেসের উপর চিত হয়ে, ওপাশের ছায়াটা থমকে দাঁড়ালো এবং আবার পায়চারি করতে লাগলো।

শুয়ে শুয়ে হঠাৎ চোখ গেল পুলের কালো চকচকে পানিতে। কি যেন একটা ভাসছে। একটা না, দু'টো। মানুষ! উপুড় হয়ে আছে। এটা পুলিশ নয়, কারণ লোকটার পরনে আণ্ডার-প্যান্ট ছাড়া কিছু নেই। ডক্টর সাঈদ?

'মিশন ইজ ওভার।'—ভাবলো রানা মনে মনে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে। আর. কে র মেসেজে বলা হয়েছে, গেট ডক্টর সাঈদ, অর কিল হিম। ফার্স্ট অর্ডার পালন করা সম্ভব হয় নি, দ্বিতীয় কর্তব্য অন্যে পালন করেছে। ডক্টর এদের হাতে মারা পড়বে কেন? ইণ্ডিয়া বা পাকিস্তানের এজেন্টের কাছে ডক্টরের মৃত্যুর দাম আছে কিন্তু কোচা-নোচস্ত্রা মৃত ডক্টরকে দিয়ে কি করবে? রানা মাথা তুলে ভাল করে দেখলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। লোক দু'টোর মাথায় ঝুঁটি, শিখ।

মৃতদেহের মাত্র তিনহাত দূরে প্রায় পাশাপাশি শুয়ে রইলো রানা। দশ মিনিট একভাবে শুয়ে থাকার পর ব্যাগটার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে হাতিয়ে দেখলো, ঠিক আছে

সব। হামাগুড়ি দিয়ে ভিলার দিকে এগুলো। গোঁ গোঁ, ঝরঝর শব্দ হচ্ছে এয়ার-কুলারের। রানার লক্ষ্য এয়ার-কুলার।

দাঁড়ালো কুলারের নীচে। ঘরে আলো জ্বলছে। ভেতরে অনেক লোক। ওরা কথা বলছে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে না কুলারের গোঁ গোঁ শব্দে। অন্য জানালায় গেল। এদিকেও লোক নেই। কিন্তু জানালার নীচে দাঁড়ালে ভেতরের কথা অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে।

ফায়ারিং হল খুব কাছ থেকে।

ঘরের কথা বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরটা দেখলো। না, ডক্টর বা শর্মিলা কেউ নেই। ঘরের বাইরের দরজা খোলার শব্দ পেয়ে রানা বসে পড়লো দশফুট দূরত্বে সাতফুট উঁচু চেরী গাছটার নীচে। হারপুন হাতে একটা লোক বেরুলো।

'এনজেলো?'—নবাগত লোকটি ডাকলো।

দূরের ঝোপ থেকে উত্তর হল, 'ইয়েস, বস।'

'সবাই ঠিক আছে?'

'আছে।'

'তুমি যাও, টিয়ার গ্যাস নিয়ে এসো। ফের্দো দেরী করছে। টিয়ার গ্যাস ছাড়া হারামজাদীকে ধরা যাবে না। ছাদের উপরে উঠে একটা খুপরির ভেতর বসেছে টমীগান নিয়ে।'—গরগর করে বলে গেল লোকটা। তারপর চীৎকার

করে উঠলো, 'তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

ইটালিয়ানে কথা বলছে ওরা।

রানা দম বন্ধ করে রইলো। অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসছে পাঁচ সাতজন লোক।

সবার হাতে এয়ার-প্রেসার গান, হারপুন লাগানো। কয়েকজনের কাঁধে সাব-মেশিনগানও রয়েছে। ওরা ঘরের ভেতরে গেল না। দূরত্ব কমিয়ে অন্ধকারে বসলো।

রানা জীপের শব্দ শুনলো। টিয়ার গ্যাসের জন্যে গেল এন্‌জেলো।

শর্মিলা ছাতে। একা না, সঙ্গে নিশ্চয় ডক্টর সাঈদ আছে। যার জন্যে ওরা উড়িয়ে দিচ্ছে না বাড়ীটা।

রানা নীচু হয়ে এয়ার-কুলারের নীচে গিয়ে বসলো। পকেট থেকে ছুরিটা বের করলো। বের করলো দু'টো বোতল।

এয়ার-কুলারের ঢাকনাটার নীচের দিকের দু'টো স্ক্রু খুলতে তিন মিনিট লাগলো। ঘরের ভেতরের লোকগুলো ঘরটাকে এলোমেলো করে ফেলেছে। ক্যাবিনেট থেকে কনিয়াক, আর ভোদকার বোতলগুলো হাতে হাতে ফিরছে, পান করছে প্রাণ ভরে। শর্মিলার শাড়ী-ব্লাউস নিয়ে রসিকতা হচ্ছে। একজন ঘোমটা দিয়ে দেখাচ্ছে, নাচের ভঙ্গি করছে। বুঝলো, প্রিন্সেসের নাচ ওরা দেখেছে।

এবং সবাই টানছে স্পেশাল ব্র্যাণ্ড Troika সিগারেট।

-একজন বুঁদ হয়ে বসে আছে বিছানায়। মারিয়ুয়ানার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

রানার খাটনি অনেক সহজ হয়ে গেল। ব্যাগ থেকে ওডিকোলনের লেবেল মারা ইথারের বোতলটা বের করে মুখটা দেয়ালের সঙ্গে ঠুকে দিল। ভেঙে গেল মুখ। এবার তাড়াতাড়ি বাতাসে মিশে যাবে। বোতলটা বসিয়ে দিল কুলারের ভেতর। অনুভব করলো উষ্ণতম স্থানটা। বের করলো বড় মেক-আপ রিমুভারের বোতল। মুখের কর্ক খুললো। এটা ফরমালডিহাইড। বসালো তেতে থাকা যন্ত্রে। ইথার ঘরের বাতাসে মিশে যেতেই তেতে উঠবে বোতলটা। কাজ শুরু করবে ফরমালডিহাইড। বিষাক্ত গ্যাস। দশ মিনিটের ভেতর ঘরের প্রতিটা লোক অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

ঝাঁ···শব্দ, কুলার চলছে।

ব্যাগটা গুটিয়ে সরে এল রানা।

একটা ঝোপের ভেতর বসে বের করলো লাইটার-ফুয়েল এবং সালফিউরিক এসিডের বোতল। তিন মিনিটে প্রস্তুত করলো মলোটভ ককটেল। হামাগুড়ি দিয়ে পজিশন নিল। পাঁচ মিনিট কাটিয়ে দিল অন্ধকারে বসে।

অন্ধকারে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখতে পেলো কিছুটা দূরে একটা জীপ। পুলিশের জীপ। রানা যেখানে আছে সেখান থেকে ঘরে ঢোকার দরজাটার দূরত্ব

দেখলো। উঠে দাড়ালো এবং প্রাণপণ শক্তিতে বোতলটা ছুঁড়ে দিল জীপের দিকে, জীপটাকে লক্ষ্য করে।

এবং ছিটকে গিয়ে পড়লো দরজার সামনে। ককটেল ফাটলো প্রচণ্ড শব্দে। কড়কড় করে উঠলো কয়েকটা সাব-মেশিনগান। কিন্তু ঘর থেকে কেউ বের হল না। রানাই খুলে ফেললো দরজা। ভেতরে ঢুকেই বন্ধ করে দিল। নামিয়ে দিল বল্টু।

বাইরের ওরা গুলি করছে চারদিকের অন্ধকারে, পাগলের মত।

করিডোর। লম্বা করিডোরের দু'-দিকে দু'টো করে চারটে দরজা।

শোবার ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো নাকে রুমাল চেপে। পাঁচটা অজ্ঞান দেহ পড়ে আছে সারা ঘর ছিটিয়ে। একটা সাব-মেশিনগান তুলে নিল মেঝে থেকে। বন্ধ করে দিল দরজা। ঘরটায় ইথারের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে ফরমালডিহাইডের গন্ধ মিশেছে।

পাশের অন্ধকার ঘরে এল রানা। এখান থেকে দেখা যায় বাড়ীতে ঢোকার দরজাটা। মেশিনগানের বাট দিয়ে ভেঙে ফেললো কাঁচ। সরে দাঁড়ালো। বসে পড়লো নীচু হয়ে। একঝাঁক গুলি এসে বিঁধলো জানালায়। পকেট থেকে বের করলো হাতিটা। পেটে চাবি লাগিয়ে সিগন্যাল দিল। দেয়ালে মিশে থেকে তাক করে রইল প্রবেশ-

পথের দরজা।

'হু ইজ দ্যার ?'—শর্মিলার কণ্ঠস্বর।

'মাসুদ রানা।'—রানা বললো, 'এন্ড ফ্রেণ্ড। আমি বন্ধুত্বের একটা নিদর্শন রাখতে চাই। সাহায্য করতে পারি পালাতে। যা করি না কেন, তাড়াতাড়ি করতে হবে। ওরা এখনো অনেক লোক, তোমার কেউ নেই। কথা বলার সময় কম। পরে সব বলা যাবে। কি ভাবে আমি উপরে আসতে পারি ?'

'কোত্থেকে বলছেন ?'—শর্মিলা বললো, 'ওরা বাড়ী ঘিরে রেখেছে। কাছে এগুনো সম্ভব নয়। আপনি একটু আগে ওদের গাড়ীতে বম্ব মেরেছেন ?'

'তাড়াতাড়ি করুন। আমি বাড়ীর ভেতর গেস্ট-রূমে বসে কথা বলছি।'

'মানে···ওরা কোথায় ?'

'পরে বলবো সব। কিভাবে উপরে আসতে পারি ?'

'আর ইউ আর্মড ?'

'হ্যাঁ।'—রানা রেগে বললো, 'স্বীকার করছি, আমিও আপনার ডক্টর সাঈদের পিছু নিয়েছি। আমার দেশ ডক্টর সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড। কিন্তু আমরা যেই জিতি না কেন, ডক্টর সাঈদকে আগে বাঁচানো দরকার। সেই সঙ্গে বাঁচতে হবে আমাদেরও। আর বাঁচতে হলে এই মুহূর্তেই পালাতে হবে আমাদের। ইউ মাস্ট মেক আপ ইয়োর

মাইণ্ড কুইক্‌লি।'

কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা।

'মিস্টার মাসুদ।'--শর্মিলার কণ্ঠ, 'আপনি করিডোর দিয়ে এগিয়ে আসুন। শেষপ্রান্তে দেখবেন মই রয়েছে।'

বাইরে উঁকি দিল রানা। দেখলো দু'জন লোক হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে দরজার কাছে। রানা চীৎকার করে ভাঙা ইটালিয়ানে বললো, 'কোন রকমের চালাকী করবেন না। আপনাদের শুধু একটা কথাই বলতে চাই, ঘরের ভেতরে আপনাদের লোককে এখনো হত্যা করা হয় নি। ওরা অজ্ঞান হয়ে আছে ইথারের কল্যাণে। যদি গ্রেনেড জাতীয় কিছু ছোঁড়ার চেষ্টা করেন তাতে আপনাদের লোকরাই মারা পড়বে। আর এক পা-ও এগুবেন না।'—রানা একটু হেসে বললো, 'বুঝতে পেরেছেন আমার কথা?'

উত্তর এল না।

'পাঁচ মিনিটের ভেতর আপনাদের সঙ্গে চুক্তি করবো।'—বলেই রানা ঘর থেকে বের হয়ে করিডোরে এল। এগিয়ে গেল সামনের দিকে। একটু এগিয়ে আসতেই চোখে পড়লো মইটা। উপরের চৌকো ঢাকনা খুলে নামিয়ে দিয়েছে শর্মিলা মই। রানা উঠে গেল উপরে। কিন্তু ছাতে মাথা বের করে থেমে গেল।

'ড্রপ ইয়োর গান।'—নারীকণ্ঠের হুকুম।

রানা থতমত খেয়ে সাব-মেশিনগানটা ছুঁড়ে দিল ছাতে।

বললো, 'এটা ছাড়া আমার আরো অস্ত্র আছে। পিস্তল, ছুরি।'

'হাত মাথার উপরে রেখে উঠে আসুন।'—হুকুম হল, 'কোনরকম গোলমাল করবেন না। মনে রাখবেন, আমার হাতে একটা টমীগান রয়েছে। আমার লক্ষ্য সহজে ব্যর্থ হয় না।'

রানা হাত মাথার উপরে তুলে উঠে এল ছাতে। এখন ঝামেলা করার সময় কম।

সামনে ছোট একটা ঘর। চারদিকে ছাদ, মাঝখানে গোলাকার ঘর। ভেতরটা অন্ধকার। অন্ধকারের দিকেই এগিয়ে গেল রানা। অন্ধকারে জানালার কোণের দিকে কি একটা চিক্ করে উঠলো। টমীগানের মুখ।

রানা জানে, এভাবে এগিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক, কারণ রানা ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের সবচেয়ে প্রার্থিত ব্যক্তিদের একজন। জীবিত অথবা মৃত। মেয়েটির হাত খেয়ালের বসে যদি ট্রিগার চেপে ধরে?

'স্টপ।'

দাঁড়িয়ে পড়লো রানা।

'এরা কোচা-নোচস্ত্রা?'

'হ্যাঁ।'—রানা সংক্ষেপে বললো, ওরা কিভাবে আছে, দু'-এক মিনিটের ভেতর টিয়ার-গ্যাসের সাহায্যে এখান থেকে বের করবে, ইত্যাদি। 'আপনি আমাকে বিশ্বাস

করতে পারেন।'—রানা বললো, 'আমরা এখনো শত্রু, সব সময়ের মতই। তবে আমরা আরো একজন শত্রু পেয়েছি, কমন শত্রু। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না, আমাকেও করতে বলি না। কিন্তু এই মুহূর্তের জন্যে…।' —থমকে গেল কণ্ঠস্বর, জিজ্ঞেস করলো, 'কি করতে পারি আমরা? হ্যাঁ, হাত নামাতে পারি এখন?'

'নামান। কিন্তু সাবধান!'

কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে খেয়াল হল রানার মুখোশের কথা। বললো, 'আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, এই নরক থেকে বের হওয়া। ডক্টর সাঈদ কোথায়?'

'এখানেই আছেন, সন্ধ্যায় তাঁকে ডবল ডোজে নারকোটিক দিয়েছি।'—শর্মিলা বললো, 'চুপচাপ বুঁদ হয়ে আছেন।'

'ওঁকে বের করুন।'

দরজা খুলে গেল ঘরের। বের হল টমীগানের মাথা। দাঁড়িয়ে পড়লো শর্মিলা।

এবার এগিয়ে গেল রানা মুখোশটা খুলে হাতে নিয়ে। হাত উপরে তুলে টমীগানের নল বুক ছুঁইয়ে দাঁড়ালো। নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো, 'দেখ খুকী. আমাদের বাঁচতে হবে আগে। সে জন্যে দরকার পরস্পরকে বিশ্বাস করা। হয় এখনই ট্রিগার টিপে দাও অথবা ওটা নামিয়ে ধর।' —কোন উত্তর হল না। কিন্তু বের হয়ে এল শর্মিলা। পরস্পরের দিকে তাকালো। অন্ধকারে রানা ভাল করে

দেখতে পেল না শর্মিলার মুখ, কিন্তু অনুমান করতে পারলো ও, মুখে ফুটে উঠেছে একটা বিস্ময়। শর্মিলার পরনে কালো প্যান্ট, লাল শার্ট। অন্ধকারে জ্বলছে চোখ দু'টো। মুখে ফুটে উঠলো একটু হাসি। বললো, 'এখন আমরা কি করতে পারি?'

রানা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। বললো, 'ডক্টরকে বের করে নীচে এসো।'

শর্মিলা টমীগান কাঁধে ঝুলিয়ে ভেতরের দিকে তাকালো। বললো, 'ডার্লিং, চল, বাইরে বের হই। দেখবে, কেমন সুন্দর একটা চাঁদ উঠেছে।'

রানা ছাত থেকে তুলে নিল সাব-মেশিনগান।

শর্মিলার সঙ্গে বের হয়ে এল ডক্টর সাঈদ। তাকালো আকাশের দিকে। বললো, 'কোথায় চাঁদ?'

'চাঁদ আমরাই বানিয়ে নেবো।'—শর্মিলা বললো, 'চল, নীচে যাই।'

নেশায় বুঁদ হয়ে আছে ডক্টর সাঈদ।

ধরে নামানো হল ডক্টরকে।

নীচে নেমে শর্মিলা বেড-রুমের দরজা খুলতে গেল। বাধা দিল রানা। বললো, 'ও ঘরে ঢুকতে হলে নাক বন্ধ করে নিতে হবে। গ্যাস।'

'কিন্তু আমাদের বেরুবার আগে ডক্টরের জন্যে হিরোইন নিতে হবে।'—বললো শর্মিলা, 'হিরোইন ছাড়া...।'

কথা শেষ করতে দিল না রানা। বললো, 'পেছনের দরজা কোন্‌টা?'

শর্মিলা দেখিয়ে দিল।

'এখান থেকে বের হয়ে আমাদের সোজা যেতে হবে সমুদ্রের দিকে। ওখানে একজন অপেক্ষা করবে মোটর বোট নিয়ে।'—রানা একটু থেমে বললো, 'অপেক্ষা করবে ঠিক না, করতে পারে।'

শর্মিলা জিজ্ঞেস করলো, 'কে?'

'ইণ্ডিয়ান নেভী নয়।'—রানা বললো, 'পিছনের দরজা দিয়ে বের হলেই সুইমিং-পুল?'

'পঁচিশ ফিট খোলা জায়গা তারপর পুল।'--শর্মিলা বললো।

'পুলের উপর গার্ড আছে···।'—রানাকে চিন্তিত দেখালো।

শর্মিলা টমীগান কাঁধ থেকে নামালো। বললো, 'আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি।'

কিছু বললো না রানা। হাসলো। দেখলো ডক্টর সাঈদকে। শর্মিলা ডক্টরের কাঁধে হাত তুলে দিল। ডক্টর মাথা নাড়লো। হিরোইনের আমেজে ঢুললো, হাসলো একটু···ইথারের গন্ধ এখান থেকেও পাওয়া যাচ্ছে।

'আমি দরজা খুলবো,'—রানা বললো, 'ডক্টরকে ঠিকমত রেখো।'

'ঠিকই থাকবে।'—শর্মিলার রুক্ষ উত্তর, 'নেশা ঘণ্টাখানেক থাকবে।'

'গুড!'—রানা একটা অন্ধকার ঘরের ভেতর ঢুকলো, বললো, 'ওদের পজিশনটা দেখে নেওয়া দরকার।'

পর মুহূর্তে রানা ডক্টর ও শর্মিলাকে প্রায় আছাড় ফেললো অন্ধকার ঘরে। শর্মিলার টমী গানটা ছিটকে পড়লো। রানা কিছু বলার আগেই বাইরে শোনা গেল কড়কড় একনাগাড়ে বারো-চোদ্দটা মেশিনগানের ফায়ারের শব্দ। হাট হয়ে খুলে গেল করিডোরের সামনের দরজা। রানার সাব-মেশিনগান গর্জে উঠলো খোলা দরজার মুখে। শর্মিলাও তার টমীগান তুলে নিয়ে রানার পাশে শুয়ে পড়ে ফায়ার করলো বাইরে।

ও পাশের গান বন্ধ করেছে। এরাও থামলো।

ত্রিশ সেকেণ্ড স্তব্ধতা। এক ভয়াবহ স্তব্ধতা।

স্তব্ধতা ভাঙতেই রানা আবার ফায়ার করলো। শর্মিলার গানও থেমে রইলো না। রানা ইশারা করলো, 'স্টপ।'

হঠাৎ পুরো ভিলাটা আলোকিত হয়ে উঠলো। ওরা এক সঙ্গে ওদের গাড়ীর হেড-লাইটগুলো চারদিক থেকে জ্বেলে দিয়েছে।

'লাইট! লাইট!'—চীৎকার করে উঠলো ঘরের ভেতরে ভয়ে কুঁকড়ে থাকা ডক্টর সাঈদ। এবং রানা ও শর্মিলা কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগেই ডক্টর ওদেরকে ডিঙিয়ে করিডোরে গিয়ে পড়লো। আবার ছেলেমানুষের মত চীৎকার করে উঠলো, 'লাইট, লাইট!'

ডক্টরের কণ্ঠস্বরের ওপর দিয়ে শোনা গেল ফায়ারিং-এর শব্দ। কিন্তু ডক্টর এগিয়ে গেল দরজার দিকে। তখনও চীৎকার করছে, 'লাইট, লাইট···!'

শর্মিলা উঠতে গেল, পারলো না। ধরে ফেলেছে রানা ওর পা। টেনে-হেঁচড়ে ভেতরে আনলো।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছে ডক্টর সাঈদ।

আবার উঠতে চেষ্টা করলো শর্মিলা। পারলো না এবারও। রানা ধমকে উঠলো, 'বোকামী করতে যেও না।'

টমীগান তুললো শর্মিলা। ডক্টর সাঈদকে টার্গেট করছে ও। এক ঝটকায় রানা সরিয়ে দিল গানের মুখ। চীৎকার করে উঠলো শর্মিলা, 'ওকে গুলি করতে হবে ওদের হাতে ধরা পড়ার আগে।'—রানা ওকে নড়তে দিল না। অসহায় অবস্থায় কাঁদতে লাগলো শর্মিলা। দাঁত বসিয়ে দিল রানার বাঁ হাতের মাংসপেশীতে। কামড়ে ধরে রাখলো।

ডক্টর সাঈদ আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ছায়াটা করিডোর জুড়ে পড়েছে। লম্বা ভৌতিক ছায়া। ছায়াটা এগিয়ে যাচ্ছে।

'ডক্টর, ডক্টর।'

শুনতে পেল রানা, ইটালিয়ানরা চীৎকার করে ডাকছে।

শর্মিলার দাঁত রানার মাংসপেশী থেকে আলগা হয়ে গেল। রক্ত বেরিয়ে এল। রক্ত শর্মিলার মুখে। একটা

জান্তব গোঁ গোঁ শব্দ করে শর্মিলা টমীগানের ট্রিগার চেপে ধরলো আবার। রানা এবার রক্তাক্ত হাতে প্রচণ্ড চড় কষালো ওর গালে। গরগর করে উঠলো, 'বন-বিড়ালীর মত করো না। ওকে বাঁচতে দাও। ও বাঁচলে আবার আমরা ফিরে পেতেও পারি।'—হাতের ক্ষতটা দেখলো, 'ইউ ওয়াইল্ড ক্যাট!'

'কোচা-নোচস্ট্রার হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না।'—হাঁটুতে ভর দিয়ে বসেছে শর্মিলা। চোখ-মুখ ঢাকা পড়েছে অবাধ্য চুলে। চুলের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে বন-বিড়ালীর দৃষ্টি। 'মাই অর্ডারস্!'—চীৎকার করে উঠলো, শ্বাস নিয়ে বললো, 'আই এ্যাম অর্ডারড—নট টু লেট হিম গেট এ্যাওয়ে এ্যালাইভ।'

রানা স্মরণ করলো আর. কে.-র অর্ডার। বললো, 'তার সময় এখনো শেষ হয় নি।'—তাকালো দরজার দিকে। উঠে বসলো। শর্মিলা তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ওর চোখ-মুখ থেকে বন-বিড়ালীর বন্যতা সরে যাচ্ছে। ফুটে উঠছে অসহায় ভাব, একটা ভয় জমা হচ্ছে।

ভয়টা রানারও। কিন্তু ওরা ভুল করবে।

শর্মিলাই ভয়ের কথাটা বললো, 'ওরা এবার উড়িয়ে দেবে ভিলা।'

'না।'—রানা বললো, 'ওদের লিডার ঐ ঘরে রয়ে গেছে।'

'কোচা-নোচস্ট্রার লিডার—রিকার্ডো?'

'রিকার্ডো এসব ছোট-খাট অপারেশনে আসবে না।'—রানা বললো, 'জোনাল লিডার অথবা অপারেশন বস।'

'সিনোর!'—দরজার ওপাশ থেকে শোনা গেল কণ্ঠস্বর। রানার আঙুল ট্রিগারে চলে গেল। শর্মিলা হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার গানের উপর। 'সিনোর, আমার কথা শুনছেন?'

'শুনছি বলুন।'—রানা উত্তর দিল, 'কি চাই আপনাদের, বুলেট?'

'না!'—উত্তর এল, 'ডক্টর এখন আমাদের হাতে। জাদিদি থেকে আর্মি রওনা হয়েছে। এখন কুড়ি মাইলের মধ্যে এসে গেছে। আধঘন্টার মধ্যেই পুরো ব্যাটেলিয়ান আর্মি এখানে পৌঁছাবে। আপনারা নিশ্চয়ই ওদের হাতে ধরা পড়তে চান না?'

'আপনাদের কথাই আপনারা বলুন।'

'আমরা আমাদের বন্ধুদের ফেরত চাই। চাই না ওরা আর্মির হাতে পড়ুক।'

'ফেরত পেতে পারেন। কিন্তু একজনকে ছাড়া।'

'একজনকেও আমরা হারাতে চাই না।'

'না হলে উপায় নেই।'—রানা বললো, 'হারাতে আপনাদের হবে না, সিনোর। আপনাদের নেতাকে আমি নিয়ে যাবো নদীর তীর পর্যন্ত। ওখান থেকে আমি পালাবো। আপনারা আপনাদের নেতাকে নদীর তীর থেকে সংগ্রহ করবেন, আমরা চলে যাবার পর। তার

আগে এগুতে চেষ্টা করলে নেতাকে হত্যা করা হবে। আমি পরে মাদ্রিদে রিকার্ডোর সঙ্গে এগ্রিমেন্ট আসতে চেষ্টা করবো আমার সরকারের পক্ষ থেকে।'

'আপনি রিকার্ডোকে চেনেন?'

'আমার বন্ধু। আমার মাধ্যমে আমার সরকারকে অনেকবার ব্ল্যাকমেইল করেছে রিকার্ডো।'

'আপনি কে?'

'ওল্ড ফ্রেণ্ড।'—রানা বললো, 'আর্মি পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই এসে পৌঁছাবে, ডিসিশন নিন।'

এক মিনিট নীরবতা।

তারপর শোনা গেল, 'যা করবেন, তাড়াতাড়ি করুন। আমাদের নেতাকে জীবিত না পেলে আপনি মরক্কো থেকে বেরুতে পারবেন না। আমরা কে তা তো জানেনই।'

'আমি পেছনের দরজা দিয়ে বেরুবো তিন মিনিটের মধ্যে।'—রানা উঠে পড়লো। উঠলো শর্মিলা। ওর চোখে ভয়ের জায়গায় এখন বিস্ময় দেখা যাচ্ছে। দেখছে রানাকে।

তিন মিনিট পর রানাকে দেখা গেল অন্ধকারে। রানার ডান হাতে ধরা উদ্যত টমীগান। কাঁধে একটা অজ্ঞান দেহ।

শর্মিলা বেরুলো তারপর। ওর হাতেও টমীগান, ট্রিগারে আঙ্গুল। গানের মুখটা সামনের অন্ধকারে নব্বই

ডিগ্রী এ্যাঙ্গেলে একবার ঘুরলো।

ওরা গাড়ীর আলো নিভিয়ে দিয়েছে।

নির্বাক অন্ধকার।

এবং শুধু অন্ধকার।

সারা অন্ধকারে দূরে সমুদ্রে কিছু আলো মিটিমিটি করছে, মিটিমিটি করছে আকাশ ভরা তারকা-নক্ষত্র-গ্রহপুঞ্জ।

নিস্তব্ধ চারদিক।

রানা এগুলো। শর্মিলা ভিলার দিকে ফিরে পেছনে হেঁটে এগিয়ে চললো। অন্ধকারে ওর উদ্যত টমীগান ক্ষুধার্ত মুখ মেলে আছে। খুঁজছে কোনো ছায়া, কেঁপে ওঠা অন্ধকার, বা আলোর ঝলক।

শর্মিলার চোখে-মুখে একটা ভয়ের সঙ্গে বন্যতা ফুটে উঠেছে। রানার কাছ ঘেঁষে চলছে। রানা গতিবেগ বাড়ালো। বললো, 'বি কুইক।'

নদীর তীরে এসে পৌঁছে গেছে। এবার সামনের দিকে ফিরলো শর্মিলা। দৌড়ে এগিয়ে চললো নদীর আরো কাছে।

তীরে পৌঁছে কোন কিছুর সাড়া পেল না রানা। আলোর নিশানা দেখলো না। দেখলো না কোন মোটর-বোটের কালো ছায়া।

দাঁড়িয়ে পড়লো।

'মিস্টার মাসুদ!'—শর্মিলার ভয়ার্ত কণ্ঠ। শর্মিলা ভিলার দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে। রানা দেখলো তিনটে গাড়ী অন্ধকারে এগিয়ে আসছে নিঃশব্দে। শ্বাপদের মত স্থির গতিতে।

রানা এগুলো সমুদ্রের ডান দিকে। তিন মিনিট চলার পর হঠাৎ একটা ঢিবির ওপাশ থেকে বের হয়ে এল মানুষ-মূর্তি। থেমে গেল শর্মিলা। রানা। পেছনের গাড়ী তিনটেও থেমে গেল।

'মিস্টার মাসুদ?'—ছায়ামূর্তি জিজ্ঞেস করলো।

কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারলো, অন্য কেউ নয়, ইউসুফ। রানা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ। ইউসুফ?'

'ইয়েস।'—এগিয়ে এল ছায়ামূর্তি। রানার কাঁধের ইটালিয়ানটাকে দেখিয়ে বললো, 'ডক্টর?'

'না।'

অবাক হয়ে তাকালো ইউসুফ। তাকালো শর্মিলার দিকে, ওর হাতে ধরা টমীগানের দিকে। কিছু একটা বুঝে নিতে চেষ্টা করলো সীমান্তের লোকটা। পারলো না।

'বোট কোথায়?'—রানা জিজ্ঞেস করলো।

'বোট...,'—ইতস্ততঃ করে ইউসুফ বললো, 'সামনে।'

'তবে দাঁড়িয়ে আছো কেন!'—রানা ছুটতে শুরু করলো। পেছনের তিনটি গাড়ীর দূরত্ব কমে এসেছে।

কিছুদূর এগোতেই দেখা গেল ছোট মোটর বোটটা।

দাঁড়িয়ে পড়লো তিনজন। তিনজনই হাঁপাচ্ছে হাপড়ের মত। এবং পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছে। পেছনের ভৌতিক ছায়ার দূরত্ব এখন মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ হাত। রানা নামিয়ে রাখলো অজ্ঞান দেহটা বালির উপরে। তিনজনই বসে পড়লো দেহটার পাশে, মোটরের ছায়ামূর্তির দিকে ফিরে। শর্মিলা রানার গান উদ্যত, ট্রিগারে আঙুল।

ইউসুফ কিছু বুঝলো না। কিন্তু বুঝলো, বিপদ! ওর হাতে বেরিয়ে এল চকচকে একখানা লুগার।

অন্ধকার অপচ্ছায়াগুলো থেমে গেছে।

'সিনোর।'—কর্কশ কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, 'দেরী করছেন কেন? রোকোকে রেখে কেটে পড়ুন।'

'মিস্টার মাসুদ···!—শর্মিলার ফিসফিসে কণ্ঠ।

'কি হল···?'—বলতে হল না কি হল। রানাই দেখলো, শ্বাস নিচ্ছে রোকো নামের লোকটা। ঠোঁট কাঁপছে। এবার চোখ মেলে তাকাবে। একটু পিছিয়ে গেল শর্মিলা। রানা বললো, 'ইউসুফ, তোমরা বোটে উঠে পড়।'

'আপনি?'—শর্মিলার প্রশ্ন।

'প্রশ্ন নয়।'—রোকোর দিকে তাকিয়ে রানা উচ্চারণ করলো কথাটা। ওরা নীচু হয়েই পিছনে সরতে লাগলো। রানা পেছনে না ফিরেই বললো, 'ইউসুফ?'

'ইয়েস, বস।'

'হোটেলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে ফোনে ঠিক

দু'ঘণ্টা পর। মেয়েটিকে কোন প্রশ্ন করবে না। কিন্তু গার্ডে রাখবে। শর্মিলা, তুমিও বোকামী করতে চেষ্টা করবে না আশা করি। কাল সকালে দেখা হবে। হ্যাঁ, ইউসুফ আমাদের লোক। 'ইউসুফ··· ?'

'ইয়েস, বস।'

'নোট ইট : শী ইজ এ ওয়াইল্ড ক্যাট।'

'আই উইল সি টু ইট।'—উত্তর দিল ইউসুফ।

'মিস্টার মাসুদ, আপনি·· ?'—কথা ক'টা বিচ্ছিন্নভাবে উচ্চারণ করলো শর্মিলা। কিন্তু উত্তর পেল না। স্পর্শ পেল ইউসুফের হাতের। ইউসুফ ওর কনুই ধরে ইঙ্গিত করলো।

রানা এবার পিছালো—পাড়ের দিকে। একটা ঝোপের উদ্দেশ্যে। ওখানে একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে।

রোকো উঠে বসেছে

রানা বললো. 'ডোণ্ট মুভ. রোকো।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু দেখলো না রোকো। দেখলো রানাকে। রানা আবার বললো, 'আমার হাতের গান থেকে সেকেণ্ডে সাতটা গুলি বের হয়। এটা আপনারই গান।'

রানা দেখলো শর্মিলা এবং ইউসুফ উঠে পড়েছে বোটে।

স্টার্ট দিল বোট।

'মাসুদ রানা,'—শর্মিলার কণ্ঠ, 'আপনি কি করতে চান ?'

রানা উত্তর দিল না। বললো, 'ইউসুফ, কুইক।'

গুটগুট শব্দ করে এগুলো বোট সমুদ্রের দিকে।

জ্বলে উঠলো তিনটে গাড়ীর হেড-লাইট এক সঙ্গে।

চোখ হঠাৎ ঝলসে গেল আলোয়। কিন্তু স্থির হয়ে বসে রইলো রানা। রোকোর দিকে উদ্যত টমীগান। চীৎকার করে বললো, 'মোটর বোটের দিকে শুট করবেন না, আমি গুলি করবো। আমাকে গুলি করলেও মরতে হবে রোকোকে। ডু ইউ বিলিভ ইন ওয়ান ফর ওয়ান?'

আলো নিভে গেল। হঠাৎ অন্ধকারে রানা ছিটকে পড়লো গুঁড়ির পাশে। না কোন গুলি হল না। রানার গান এখনো রোকোকে কভার করে রেখেছে। মোটর বোট এগিয়ে গেছে বেশ কিছুদূর। ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে। ইউসুফ বসেছে ড্রাইভিং সিটে। শর্মিলা এদিকে গান ধরে রেখেছে। ওয়াইল্ড, কিন্তু ট্রেইনড!

রানা চীৎকার করে বললো, 'রোকো, একটুও নড়বে না। আমি পালাতে চাই। একটু বাধা পেলে তোমার মাথার খুলি রবিয়ার পানিতে ফেলবো!'—রানা পেছনে সরতে লাগলো গুঁড়ির আড়ালে আড়ালে সোজা। হাত পনেরো ওদিকে একটা ঝোপ তারপর কয়েকটা বড় গাছ। রানা সরতে সরতে গাছের ওপাশে গেল। দেখলো রোকো একই ভাবে বসে আছে। বোট সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। রানা নেমে পড়লো বালির ক্ষেতে। এবার প্রাণপণে ছুটতে লাগলো ভেতরের দিকে আঁকা-বাঁকা গতিতে।

ওপাশ এখনো নীরব।

জ্বলে উঠলো আলো। ক্ষেতটা শেষ হয়ে গেল। রানা ঢুকে পড়লো কর্ক গাছের জঙ্গলে।

গুলি চললো না।

ওরা ভয় পাচ্ছে আর্মিকে। ব্লাইণ্ড ফায়ার করে আর্মিকে আকর্ষণ করতে চায় না।

রানা আরো কিছুদূর দৌড়ে বাঁ দিকে ঘুরলো। এবং উঠলো রাস্তায়। ফেলে দিল টমীগান। হেঁটে চললো রাস্তার পাশ দিয়ে। গিয়ে পৌঁছলো ফিয়াটের কাছে।

এক মিনিটের মধ্যে রাস্তায় উঠলো ফিয়াট। অন্ধকারে। এবং সঙ্গে সঙ্গে রানার স্পীড-মিটারের কাঁটা অপর সীমান্ত ছুঁই ছুঁই করতে লাগলো।

আলো জ্বাললো না। রানা জানে, এ ভাবে অন্ধকারে এই গতিতে গাড়ী চালানো মানে নিয়তির উপর সওয়ার হওয়া। কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই। পিছনের কালো অপচ্ছায়ারাও, পালাবে এই পথ দিয়েই।

আর সামান্য এগিয়ে আসছে আর্মির ভ্যান।

সাত মিনিটের মাথায় রানা দেখতে পেল এক সার আলো। এগিয়ে আসছে দুরন্ত গতিতে।

স্পীড কমিয়ে আনলো, কিন্তু একেবারে থামালো না। নামিয়ে দিল পাশের ঢালে, অলিভ গাছের ভিতর।

স্টার্ট বন্ধ করে দিল।

তিনটে অতিকায় দৈত্য ভূমি কাঁপিয়ে এগিয়ে গেল ভিলার দিকে। তিনটে ভ্যান ঠাসা আর্মি, রেগুলার বাহিনীর লোক।

রানা আবার গাড়ী স্টার্ট দিল। পকেট থেকে বের করলো সিনক্রাফোন, মাথাটা ঘুরালো হাতিটার। খুলে গেল। বের করলো ছোট ট্রান্সমিটার। অফ করে দিল। মিত্রা চমকে উঠবে সিগন্যাল বন্ধ হতে দেখে। মনে মনে হাসলো রানা।

হোটেল সাহারায় রানার ফিয়াট যখন পার্কিং-লটে ব্রেক কষলো তখন বাজে রাত তিনটে পঁয়তাল্লিশ।

সাড়ে চারটায় রানা ঘুমের ঘোরে ফোনের রিং শুনতে পেয়ে উঠে বসলো। শ্যাম্পেনের বোতলটায় চুমুক দিয়ে ফোন তুললো।

ইউসুফ। রানাকে উত্তর দিতে শুনে হাঁফ ছাড়লো লোকটা।

একটা ঠিকানা দিল। জায়গাটা রাবাতের কাছে।

রানা মনে মনে দু'বার উচ্চারণ করলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'মেয়েটি কি করছে?'

'ঘুমুচ্ছে।'

'ওকে ডিস্টার্ব করো না। লেট স্লিপিং ক্যাট লাই।'—বাঁ হাতের কব্জির কিছুটা উপরে দাঁতের দাগটা দেখলো।

ফোন নামিয়ে রেখে শ্যাম্পেনের বোতলটা তুলে শেষ করলো। বোতলটা ছুঁড়ে ফেললো কার্পেটের উপর। এবং পাঁচ মিনিটের ভেতর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

সকাল দশটায় হোটেল কাউন্টারে হিসেব চুকিয়ে সুটকেস হাতে বের হল রানা। ফিয়াট নিল না। নিল সোফার-সহ একটা ট্যাক্সি।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি এসে থামলো ডিপার্ট-মেন্টাল স্টোর লা প্যারিশিয়ঁার সামনে।



বিকাল চারটা। স্থান: গ্যালাক্সী। রাবাতের দক্ষিণে, ক্যাসাব্লাঙ্কার উত্তরের ছোট বিলাসবহুল সৈকত।

নির্জন সৈকতে দু'-একজন বিদেশী ছাড়া কেউ নেই। রোদ হলদে হয়ে এসেছে। বালি চিকচিক করছে। আরো উপরে বেশ কিছুটা দূরত্বে সাত-আটটা কটেজ যেন সাজিয়ে রাখা। ছোট, কাঠের তৈরী, সুন্দর। গ্রহের নামে নাম কটেজগুলোর। নারকেল গাছের পাতায় বিকেলের রোদ লুকোচুরি খেলছে, সমুদ্রের বাতাস শব্দ তুলছে।

কার্টেজগুলো অনেক দামে ভাড়া নিতে হয়।

ভেনাস থেকে বের হয়ে এল রানা। পরনে রং-চঙে সাঁতারের পোশাক, চোখে কালো চশমা। হাতে একটা ব্যাগ।

বীচে, যেখানে এ্যাটলান্টিকের পানি এসে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে সেখানে এসে দাঁড়ালো রানা। গায়ের কোটটা খুলে বালির উপর শুয়ে পড়লো।

তিন মিনিট পর আরেকজন এসে দাঁড়ালো রানার পাশে। রানা চোখ মেললো। নির্লোম, মসৃণ, লম্বা, সুডৌল পা, উরু। একটা গোলাপী আভা ফুটে বেরুচ্ছে, আলোর মত জ্বলছে যেন। একটা তিলের চিহ্ন পর্যন্ত নেই উরুতে। তারপর সাদা ত্রিকোণ বস্ত্রখণ্ড। মেদহীন কোমর, পেটে ঢেউ, ঈষৎ গভীর নাভী, তারপর সাদা বস্ত্রের আড়ালে ঢাকা আশ্চর্য বুক। যেন লাগামটানা ক্ষিপ্র অশ্ব, ছাড়া পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। রানার দৃষ্টিকোণ থেকে মুখ কিছুটা ঢাকা পড়ে আছে বুকের আড়ালে। চোখ দু'টো রানার উপর নিবদ্ধ। মাথা-ভরা কালো চুলে সমুদ্রের পাগল হাওয়া।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো শর্মিলা।

হাসলো রানা। বললো, 'তোমার শরীরের মাপ সম্পর্কে আমার জ্ঞানটা দেখলে?'

'আপনার উদ্দেশ্যটা কি?'

'অবসর যাপন।'—রানা বললো, 'ক্যাসাব্লাঙ্কায় কার্ভিনের লেটেষ্ট ডিজাইনের এক সেট পোশাক তোমাকে প্রেজেন্ট করলাম, কারণ আমি একজন কোটিপতি, তুমি আমার মিস্ট্রেস।'—চোখ বুঁজলো রানা।

'নো!'—দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলো শর্মিলা। বসে পড়লো, 'নেভার।'

ওর হাত ধরে টান মেরে বুকের উপর ফেললো রানা। আশ্চর্য দু'টো চোখ। সাদার ভেতর একটু এমারেল্ড গ্রীন। সবুজ চোখ। অথচ কালো চোখের পাতা, গভীর কালো চুল। হেসে রানা জিজ্ঞেস করলো, 'কেন?'

রানার হাতে ওর এক হাত ধরা, অন্য হাত কোমরে। মসৃণ বাঁক। উত্তর দিল না শর্মিলা। রানা শুধু অনুভব করলো ওর দ্রুত নিঃশ্বাস, নাকের পাশ দু'টো ফুলে ওঠা। রানা ছেড়ে দিল ওকে। উঠে সোজা হয়ে বসলো শর্মিলা। চোখের উপর থেকে চুল সরিয়ে দিয়ে তাকালো সমুদ্রের দিকে। বললো, 'তুমি শত্রু।'

'এখন না।'—রানাও উঠে বসলো।

'চিরকাল, সব সময়।'—ছেড়ে ছেড়ে উচ্চারণ করলো মেয়েটি। রানা হাসলো। ফিরে তাকালো শর্মিলা।

'না। আমরা একই দেশের লোক, একই শহরের।'—রানা বললো, 'ঢাকায় তোমার বাড়ী। ধানমণ্ডি আবাসিক এরিয়া।'

অবাক হয়ে তাকালো শর্মিলা।

'ইউসুফ তোমার জন্যে পাসপোর্ট তৈরী করে আনবে, পাকিস্তানী পাসপোর্ট।'—রানা উঠে দাঁড়ালো, 'ভিলা মিজারকার শর্মিলা এবং সাঈদ বলে কেউ এখনো বেঁচে আছে পুলিশ জানলে ভাল হবে কি? তুমি এখন পাকিস্তানী। নামটা···ও ইউসুফই ঠিক করবে।'

রানা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল। ঝাঁপ দিল একটা বিরাট ঢেউ-এ। ঢেউটা সরে গেলে ফিরে তাকিয়ে দেখলো, অবাক হয়ে তাকে দেখছে শর্মিলা। বন্য বিড়ালের চোখ দ্বিধায় দুলছে।

রানা আরো গভীরে নেমে গেল। আবার পিছন ফিরে চাইলো। এবার শর্মিলা পানিতে নেমে এসেছে। একটা ঢেউ ওকে আড়াল করে দিল। এবং টেনে এনে ফেললো রানার কাছাকাছি। রানা এগিয়ে গেল ওর কাছে।

আধঘন্টা সাঁতার কেটে উঠলো ওরা। শর্মিলা পাকা সাঁতারু। অনুমান করা যায়ঃ এ মেয়ে ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের খাঁটি সোনা।

ভেজা বালিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো রানা। শর্মিলা পড়ন্ত সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চুল সরিয়ে দিল মুখের উপর থেকে। ও-ও হাঁপাচ্ছে। উপরের দিকে উঠে গেল ওর তোয়ালে আনতে। রানা চোখ তুলে তাকালো। লা প্যারিশিয়াঁর পোশাক শরীরের সঙ্গে এক হয়ে গেছে।

বিকিনি প্যান্ট আরো নীচে নেমে [illegible], চেপে বসেছে নরম মাংসে। নিতম্বের দুপানিতে রানা প্যাগান সিম্ফনি শুনতে পেলো। দাঁড়িয়ে পড়লো শর্মিলা। সিম্ফনির মনোটোন···

'রানা!'—হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলো মেয়েটি। ছুটে আসছে রানার দিকে। হাতের বীচ ব্যাগ ছুটে পড়লো এদিকে। উঠে দাঁড়ালো রানা জ্যা মুক্ত ধনুকের মত।

দেখলো সৈকতের বালির উপর নেমে এসেছে একটা কালো গাড়ী। এদিকেই আসছে।

'কোচা-নোচস্ত্রা!'—শর্মিলা উচ্চারণ করলো।

গাড়ীটা থামলো কটেজের সামনে।

রানা বীচ কোটটা গায় দিল। বীচ ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বের করলো ওয়ালথার পি.পি.কে.। কোমরে গুঁজে নিল।

কটেজ থেকে ইউসুফের রেখে যাওয়া আরব বাবুর্চিটা ছুটে বেরিয়ে আসছে এদিকে চীৎকার করতে করতে। রানাকে এগুতে দেখে থমকে দাঁড়ালো। শর্মিলা কয়েক সেকেণ্ড কি করবে ভেবে রানার পাশাপাশি চলতে লাগলো কনুই ধরে। ওর আঙুলের উত্তেজনা অনুভব করলো রানা।

গাড়ী থেকে কালো পোশাক পরা মূর্তি নেমে দাঁড়াল। মানুষ? এদিকে এগিয়ে এল মূর্তিটি। থমকে দাঁড়ালো শর্মিলা। রানাকে খামচে ধরলো। বললো, 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন!'

রানাও দাঁড়িয়ে পড়লো, হ্যাঁ ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ছাড়া আর কোন শব্দ ভাবতে পারছে না এই মুহূর্তে।

বিশাল ফ্রাঙ্কেনস্টাইন দাঁড়ালো রানাদের থেকে হাত দশেক দূরে। কয়েক মুহূর্ত কেউ কথা বললো না। রানা শুধু শর্মিলার দ্রুত ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পাচ্ছে। পেছনে সমুদ্রের এক ঘেয়ে প্রলাপ।

লোকটার মাথায় চুল নেই। শুধু তা না, একেবারে স্কাল বের করা! রানার স্পাইন্যাল কার্ডের ভেতর দিয়ে শির শিরে অনুভূতি প্রবাহিত হল। সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে দিল। লোকটা আফ্রিকান। কালো গায়ের রঙ, কালো পোশাক, মাথার সাদা স্কাল, কি ভয়ঙ্কর!

লম্বায় সাত ফিট। ছেলে-বেলায় দেখা সাইন্স ফিক্‌শনের ছবির অন্য গ্রহের লোকের চেহারাগুলোর কথা মনে হল রানার। চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইলো রানা। রীতিমত ভয় পাচ্ছে সে।

'রানা!'—শর্মিলা মুখ লুকালো রানার কাঁধে। হাতটা এখন দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে।

'মিস্টার মাসুদ রানা?'—ভারী, এক ঘেয়ে, গোঙানীর মত শোনালো কণ্ঠস্বর। কালো মুখের পর বসানো চোখ দুটো চক চক্ করছে, কিন্তু চাউনিটা ঘোলাটে রানাকে দেখলো এক সেকেণ্ড—তারপর ভীত শর্মিলাকে। শর্মিলা কণ্ঠস্বর শুনে তাকিয়েছিল, ও আরো ঘনিষ্ঠ হল রানার

সঙ্গে। রানার মনে হল জ্ঞান হারাবে মেয়েটা।

'আমি মাসুদ রানা।' রানা কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করে বললো, 'হু আর ইউ।'

লোকটা উত্তর দিল না। জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করলো একটা খাম। ছ'পা এগিয়ে এল। বললো, 'মেসেজ।'

রানা ছ'পা এগিয়ে খামটা নিল। ছিঁড়ে ফেললো খামের মুখ।

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন দাঁড়িয়ে রইলো শর্মিলার উপর ঘোলাটে চোখ দুটো রেখে।

ইংরেজীতে টাইপ করা চিঠি :

'মিস্টার মাসুদ,

এই লোকটার নাম লোবো। এ হচ্ছে আমার একান্ত অনুগত অনুচর। আমার নিম্নোক্ত বক্তব্যের উপর আপনার মতামত এর হাতে লিখিতভাবে দেবেন। কারণ এর স্মৃতিশক্তির উপর বিশ্বাস না করাই ভাল। আপনি জানেন যে, আমাদের হাতে একজন বৈজ্ঞানিক, ডক্টর সাঈদ ধরা পড়েছেন। তিনি পোলারিশ সাব-মেরিনের উপর রিসার্চ করেছিলেন। যদিও বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে পাওয়ার রেসে অংশ গ্রহণের একটা পরিকল্পনা আমাদের আছে, কিন্তু সেটা কার্যকরী হতে দেরী আছে। সত্যি বলতে কি, ডঃ সাঈদ এখন আমাদের কাছে একটা

অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। কিন্তু আপনাদের জন্যে তা নয়। ডক্টর একসময় পাকিস্তান আর্মির বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ছিলেন। এবং তাঁকে পাকিস্তান থেকেই আমেরিকায় পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি তাঁর লাইন বদলে ইংল্যাণ্ডে অধ্যাপনা শুরু করেন মিলিটারী একাডেমীতে। এই সময় তাঁর মেয়ে ও মদের প্রতি নেশাটা প্রকট আকার ধারণ করে। এক ইণ্ডিয়ান মেয়ের সঙ্গে ভারত গমন করেন। ওখানে বাঙ্গালোর নিউক্লিয়ার সেন্টারে দু'বছর কাজ করার পর হঠাৎ উধাও হন। কেন হন কেউ বলতে পারবে না। অনেকের ধারণা ভারত সরকার তাঁর কাছ থেকে পাকিস্তান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে। এটা বিশ্বাস করা যেতে পারে, কারণ ভারতে থাকতেই তিনি হিরোইন এবং মারিয়ুয়ানায় এডিক্টেড্ হয়ে পড়েন।

'যা হোক, ডক্টর সাঈদ আপনার এবং মিস্ শর্মিলা রাও—দু'জনের কাছেই দামী জিনিস। আপনাদের মাধ্যমে আমি আপনাদের সরকারের কাছে প্রস্তাব দিতে চাই। হ্যাঁ, ডক্টর সাঈদের মূল্য বিশ লক্ষ ডলার। বলা বাহুল্য, সোনা দিয়ে এ মূল্য শোধ করতে হবে। মূল্য পেলে 'মাল' পৌঁছে দেওয়া হবে যথাস্থানে। আপনাদের আর কোন ঝামেলা থাকবে না। কাল আপনারা দু'জন রাবাতের রেস-গ্রাউণ্ডে আসুন না? দু'টো টিকেট দিলাম। আপনাদের পাশের সিটেই আমি বসবো। আমার চেলারা

আশে-পাশে থাকবে। এবং থাকবে লোবো। শুভেচ্ছান্তে রিকার্ডো।'

'বোন ?'—রানা হাত বাড়ালো শর্মিলার দিকে। শর্মিলা মাথা নাড়লো। রানা এবার চাইলো, 'লিপস্টিক ?'

বীচ-ব্যাগ থেকে বের করলো শর্মিলা লিপস্টিকটা। দিল রানাকে। রানা চিঠির উল্টো দিকে লিখলো : আই শ্যাল বি দেয়ার। থ্যাঙ্ক ইউ। রানা।

'মিস্টার লোবো।'—এগিয়ে ধরলো কাগজটা। হাত বাড়িয়ে নিল লোকটা। চোখ এখনো শর্মিলার দিকে। জিভ দিয়ে চাটলো উপরের ঠোঁট। রানার মনে পড়লো ডক্টর পাভলভের কুকুরের কথা। ঘণ্টা শুনলেই যার ক্ষিধে পেত। আর এ মেয়ে দেখামাত্র জিভ চাটছে; ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছে!

কোন কথা না বলে পেছন ফিরে গাড়ীর দিকে এগিয়ে চললো দৈত্যটা। আরো ভয়ঙ্কর। কালো শরীর, পোশাক। ক্রীম সাদা স্কাল। পুরো স্কালের উপর একটুও চামড়ার লেশ নেই।

'কি ভয়াবহ!'—শর্মিলা কম্পিত কণ্ঠে বললো, 'ও আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল···আই ফিল রেপ্ড্।'

'রেপ্ড্? ফানি···ইউল্ বি ডেড!'—রানা গম্ভীর কণ্ঠে বললো। গাড়ীটা বেরিয়ে গেল। রানার হাত থেকে টিকেট দু'টো নিল শর্মিলা। বললো, 'কাল আমরা রিকার্ডোর

দেখা পাবো?'

'আমরা?'—রানা তাকালো শর্মিলার দিকে, 'তুমি নিজেকে ইনক্লুড করছো? আমি ভেবেছিলাম, তুমি ভয় পেয়ে যাবে। গুড। হ্যাঁ, তোমাকেও দরকার হবে।'

সবুজ চোখে মৃদু হাসলো শর্মিলা। বললো, 'আসলে তোমাকে হাত-ছাড়া করতে চাই না, রানা। আই ফিল সেফ উইথ ইউ।'

রানা তাকালো মেয়েটির দিকে। ভাল করে দেখলো। দেখলো, সূর্যটা লাল হয়ে ডুবে যাচ্ছে এ্যাটলান্টিকে। ওদিকে তাকিয়েই বললো, 'সেফ উইথ মি? যতক্ষণ ডক্টরকে না পাচ্ছি···তাই না?'

'হ্যাঁ।'—শর্মিলা সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললো, 'যখন পাবো তখন আমরা পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবো।'—একটু থেমে বললো, 'কি অদ্ভুত, না?'

'হ্যাঁ। এমন সূর্য্যাস্ত দেখার সুযোগ সব সময় হয় না।'

'সূর্যাস্ত না, রানা।'—একটু অস্থির কণ্ঠে প্রতিবাদ করলো। বললো, 'আমাদের সম্পর্কটার কথাই বলছি।'

দাঁড়ালো না রানা। এগিয়ে গেল ঘরের দিকে।

শর্মিলা তাকিয়ে রইলো রানার গমনপথে। ঋজু চলার ভঙ্গি, সত্যিকার পুরুষের দীপ্তি আছে মানুষটার ভেতরে। শর্মিলা সূর্যের দিকে তাকালো। তলিয়ে যাচ্ছে এ্যাটলান্টিকের অতল জলে। অন্ধকার নেমে আসছে।

পেছনের দিকে তাকালো। কোথাও কেউ নেই।

দেখলো, অন্ধকারে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাসছে হাজারোটা অপচ্ছায়া, লোবো! লোবোর কথা মনে পড়তেই গা শিরশির করে উঠলো। একটা কথা রানাকে জিজ্ঞেস করা দরকার, এরা এত অল্প সময়ে কি করে খুঁজে বের করলো ওদের? এবং কি করে জানলো রানার পরিচয়?

নিজের মনে মনেই উত্তর দিল, 'এরা কোচা নোচস্ট্রা।'

কি যেন ভাবছে রানা। ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসেছে ঘরে। সামনে কনিয়াকের বোতল ও দু'টো গ্লাস। একটা গ্লাসে সিপ করছে আস্তে আস্তে।

চোখ তুলে তাকালো রানা।

শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল শর্মিলা। পরনে শার্টিনের কালো বেল বটম ও কোমর-ঝুল গোলাপী ব্লাউজ। কোমরে রূপালী চেনের বেল্ট। গলায় ঝুলছে সেই সোনালী হাতি আঁকা বিরাট লকেট।

রানার চোখের দৃষ্টি থেমে যেতে দেখে শর্মিলা একটু ইতস্তত: করলো। এগিয়ে এল মৃদু হেসে। গ্লাসে ঢাললো কনিয়াক। পানি মেশালো সামান্য।

'কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেছো?'—রানা নির্বিকারভাবে প্রশ্ন করলো।

গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে থমকে গেল শর্মিলা। চুমুক

দিল না। উল্টো বিস্মিত প্রশ্ন করলো, 'কোথায় ?'—কার সঙ্গে ?'

'বন্ধুদের সঙ্গে। ইণ্ডিয়ান নেভী বা মিত্রা সেন ?'

'করেছিলাম।'—মৃদু কণ্ঠে শর্মিলা বললো, 'পেলাম না কাউকে।'

রানা তাকালো শর্মিলার মুখের দিকে। সম্ভ শাওয়ার থেকে বেরিয়েছে, মেক-আপ নিয়েছে। সুন্দর! মনে মনে প্রসংশা করলো। বললো, 'বস্।'

শর্মিলা বসলো সামনের চেয়ারে। মিনিটখানেক দু'জনই নীরবে পান করলো। শর্মিলা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো রানার ভাবনার গভীরে হারিয়ে যাওয়া প্রফাইল। জিজ্ঞেস করলো, 'মিত্রাদি'কে আপনি খুন করেছেন ?'

'আমি!'—রানা সোজা হল, 'আমাকে খুনে মনে হয় ?'

'নিষ্ঠুর।'—শর্মিলা আপন মনে বললো, 'এবং হৃদয়বান। কখনো ছেলেমানুষ, আবার কখনো ভয়ঙ্কর, দুঃসাহসী, বুদ্ধিমান, কখনো স্বার্থপর, বিরাট আত্মত্যাগী, নীতিবান, দেশপ্রেমিক, শঠ, চতুর অহংকারী ··।'

'কার কথা বলছো ?'—রানা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'কোনো মহাপুরুষের জীবনী নয় তো ?'

'হ্যাঁ, মহাপুরুষ!'—শর্মিলা বললো, 'মিত্রাদি' বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উক্তি করেছেন আপনার সম্পর্কে। আমি উক্তিগুলোকে যখনই এক করতে গেছি কোনো মানুষের

চেহারাই ভাবতে পারি নি।'

'তুমি কি আমাকে অমানুষ বলতে চাচ্ছো?'

'অমানুষ, হ্যাঁ তাই।'—শর্মিলা মৃদুকণ্ঠে বললো, 'কিন্তু মিত্রাদি' বলতেন দেবতা জীবন-দাতা। মিত্রাদি' আপনাকে ভালবাসেন।'

'ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের অপারেটরদের পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা একটু বেশী মনে হচ্ছে!'—অবাক হয়েই বললো রানা।

'মিত্রাদি'র সঙ্গে আমার আগের পরিচয় ছিল। ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইনস্ থাকতে।'—কথাক'টা বলতে গিয়ে শর্মিলা একটু থতমত খেল।

'হ্যাঁ, তোমার মিত্রাদি'কে আমি চিনতাম।'—রানা চুপ করে থেকে বললো। উঠে দাঁড়ালো, 'বোধ হয় একটু বেশী ভাল করে চিনেছিলাম।'—ঘড়ি দেখলো রানা, বললো, 'ইউসুফ আসবে ঠিক ন'টায়। তোমার লকেটটা একটু ধার দাও।'

চমকে তাকালো শর্মিলা। রানা পকেট থেকে মিত্রার দেওয়া হাতিটা বের করে মাথাটা ঘুরালো। খুলে গেল মাথা। বের করলো ছোট রেডিও ট্রান্সমিটার। টেবিলের উপরে রাখা খালি দেশলাইয়ের বাক্সটা ভেতরে বসালো। বসালো ছোট একটা ড্রাই ব্যাটারী সেল। আরো কি সব করে টেবিলের উপরে রাখলো। উঠে লকেটটা ধরলো। লকেটটা ব্লাউজের সঙ্গে আটকে দিয়েছে। শর্মিলা কোন

কথা না বলে ব্লাউজের ভেতরে হাত চালিয়ে দিয়ে বের করলো আরেকটা ব্যাটারী সেল। লকেটটা ছোট করার জন্যে ব্যাটারী রাখার অন্য ব্যবস্থা।

রানা লকেটের পেছনে আবার ব্যাটারীটা লাগালো। একটা ছোট ডিজাইনের নব ধরে চাপ দিল। 'ব্রী···'—শব্দ উঠলো।

লকেটটা ঘুরালো টেবিলে রাখা দেশলাইয়ের প্যাকেটটার দিকে। 'ব্রী···'র বদলে নতুন ধ্বনি উঠলো 'ব্লীপ···ব্লীপ···'

'মিত্রা আমাকে একটু বেশী করে ভালবাসে বলে এটা দিয়েছিল তোমার সঙ্গে যোগাযোগের নাম করে।'—রানা বললো, 'যাক, কাজে লাগলো বেশ। এই দেশলাইয়ের প্যাকেটটাকে কাল রিকার্ডোর সঙ্গে দিতে হবে।'

'রিকার্ডো!'—শর্মিলা বললো, 'রিকার্ডো বোকা নয় যে এটা দিলেই হল!'

'কিন্তু লোবোর পকেটে দিলে ধরতে পারবে না।'—রানা জিজ্ঞেস করলো, 'পারবে না দিতে?'

'আমি!···লোবোর!'—শুকিয়ে গেল মুখ, 'না, না—।'

'তোমাকে একটু সাহসী হতেই হবে।'—রানা কান খাড়া করলো, বললো, 'ইউসুফ এসেছে। একটা গাড়ী এবং তোমার পাসপোর্ট নিয়ে আসার কথা।'

রাতে রানার ঘুম ভেঙে গেল। পাশের ঘর থেকে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে শর্মিলা।

শর্মিলা ঘুমাতে না পেরে উঠে এসেছে। রানার ঘরে নীল আলো জ্বলছে। খালি পায়ে শব্দ না করে এগিয়ে এল। দাঁড়ালো বিছানার পাশে।

দেখলো : তামাটে দেহটা নীল আলোয় সাদা চাদরের পটভূমিতে কালো লাগছে। একেবারে নগ্ন হয়ে ঘুমাচ্ছে রানা। নগ্ন এবং ঘুমে নিমগ্ন। অথচ মনে হচ্ছে অপ্রতি-রোধ্য। আজকের কাগজটা পাশে পড়ে আছে, খোলা। হাঁটুটা বিছানায় তুলতে গিয়ে থেমে গেল। কচমচ করে উঠবে কাগজ। কাগজে প্রিন্সেস নিখোঁজের খবর বেরিয়েছে। বেরিয়েছে, ভিলা মিজরকায় কোচা-নোচস্ত্রার হামলার কথা।··· দেখলো রানাকে। ঘুমের ঘোরেও পেশীতে পেশীতে সঞ্চিত শক্তি। ঢোক গিললো শর্মিলা। ওর শক্তি নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চাইলো শর্মিলা। কিন্তু বুকটা শুকিয়ে গেল। দেখলো, রানার হাত বালিশের নীচে। একপা দু'পা করে পিছিয়ে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভাবলো : মিত্রাদি'র মত সেও এ লোকটার প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ ধারণা হারিয়ে ফেলেছে। লোকটা কি ?

দরজা বন্ধ হতেই রানার হাত বালিশের তলা থেকে বের হয়ে এল। পাশ ফিরলো।

রিকার্ডো।

ছয়ফুট লম্বা, একহারা সুদর্শন সুপুরুষ, ইটালিয়ান। বায়নোকুলারে চোখ রেখে দেখছে ঘোড়ার দৌড়। বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। মুখের চুরুট কামড়ে ধরছে। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোনো উত্তেজনা নেই। লোকটার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সুদর্শন, সুপুরুষ।

'ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে আপনারা দু'জনই আমার ক্রেতা হতে পারেন। ইচ্ছে করলে দু'দেশের সরকারের কাছ থেকেই দশলাখ করে টাকা সংগ্রহ করতে পারি। কিন্তু ব্ল্যাকমেইল আমাদের বিজিনেস। এ ব্যপারে আমরা আমাদের সততা রক্ষা করি।'—রিকার্ডো আবার বায়নোকুলার লাগালো চোখে। পুরো গ্যালারী দাঁড়িয়ে গেছে। চারদিকে চীৎকার হচ্ছে। রানাও উঠে দাঁড়ালো। শর্মিলাকে চোখের ইশারায় দেখালো লোবোকে। লোবো নীচে একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। আজকে ওর মাথায় একটা হ্যাট রয়েছে। স্কাল দেখা যাচ্ছে না।

উঠে দাঁড়াতে গিয়েও শর্মিলা বসে পড়লো। খুবই ঘাবড়ে গেছে বেচারী। ওর পরনে কার্ডিনের মিনি গাউন। সবুজ চোখ বিশাল গো গো গগল্‌সে ঢাকা। চুল সামনে বাইয়ে দেওয়া। ওকে কেউ ইণ্ডিয়ান বলে ভাবতে পারবে না। এখানকার স্পেনীশ মেয়েদের সঙ্গে দিব্যি বদলে দেওয়া যায় ওকে।

রিকার্ডো বসলো। তাকালো শর্মিলার দিকে। হাতটা রাখলো শর্মিলার উরুতে। বললো, 'সিনোরিনা, কি ভাবছেন? বলুন কিছু।'

রানাকে দেখিয়ে মৃদু হাসলো শর্মিলা, 'আগে ওর সঙ্গে কথা শেষ করুন।'

তাই হল। ওরা কথা বলতে শুরু করলো। রানা হাজার কথা বলে গেল। উত্তর দিল রিকার্ডো। একসময় উঠে দাঁড়ালো শর্মিলা। বললো, 'আমি···একটু অসুস্থ বোধ করছি।'

রানা বললো ব্যস্ততার সঙ্গে, 'লেডিস-রূম থেকে ঘুরে আসতে পারো।'

ক্ষমা প্রার্থনা করল শর্মিলা। নেমে গেল নীচে। এদিকে গড়গড় করে কথা বলে যেতে লাগলো রানা। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো, শর্মিলা বেশ সহজভাবেই লোবোর দিকে তাকিয়ে হাসলো। কি যেন জিজ্ঞেস করলো এবং এগিয়ে গেল। লোবো ওকে অনুসরণ করলো।

রানার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

'সিনোরিনার সাহস আছে,'—রিকার্ডো বললো, 'মেয়েরা লোবোকে দেখলেই ফিট হয়ে যায়। অবশ্যি এ মেয়ে একজন ফার্স্ট ক্লাশ স্পাই। জাত সাপ!'

'ওর কথা ভুলে যান, সিনোর রিকার্ডো।'—রানা বললো, 'এই সুযোগটাই খুঁজছিলাম। আপনি জানেন, আমরা

রাইভাল পার্টি। বিপদে পড়ে এক হয়েছি। চুক্তি অনুসারে ও আমাকে এখানে একা আসতে দিতে রাজীই হয় নি। সিনোর, আমি একটা কথা বলতে চাই, ভারত যা অফার করবে আপনাকে, আমরা তারচেয়ে পাঁচ লাখ বেশী দেবো।'

*   *   *

শর্মিলা সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগালো। ব্যাগ হাতিয়ে দেশলাই না পেয়ে লোবোকে ইঙ্গিত করলো। লোবো বের করলো দেশলাই। সিগারেট ধরালো শর্মিলা, ধোঁয়া ছাড়লো। হেসে বললো, 'আপনি আফ্রিকান?'

উত্তর দিল না লোবো। জিভ বের করে ঠোঁট চাটলো। শর্মিলার গা কেমন যেন রিরি করে উঠলো। দেশলাই ফেরত দিল। লোবো রাখলো পকেটে।

নিরেট জানোয়ারটা বুঝতেও পারলো না, এ দেশলাই ও দেশলাই এক নয়।

*   *   *

'আপনি যদি আপনার সরকারকে রাজী করাতে পারেন তখন ভেবে দেখবো কোথায় কিভাবে ডঃ সাঈদ এবং গোল্ড হস্তান্তর হতে পারে।'—রিকার্ডো চোখে বায়নো-কুলার রেখেই কথা কয়টা বললো। রানা ওকে দেখছিল। কথাগুলো রানার কানে ঠিকমত পৌঁছায় না। রানা দেখলো ফিরে আসছে শর্মিলা। ওর বুকের উপর চকচকে

সকেটটা দেখলো। রিকার্ডোর কথা কানে যেতেই সোজা হল রানা। রিকার্ডো বলছে, 'সিনোরিনাকে বিশ্বাস করি না। ও ওর সরকারকে রাজী করাতে পারবে বলে মনে হয় না। আমি অবশ্যি ধরতে চেয়েছিলাম ওদের বড় চাঁইকে, কিন্তু ফসকে গেল।'

'প্রিন্সেস জয়লতিকা?'

'হ্যাঁ।'—রিকার্ডো এক ভাবেই বললো, 'ও এখনো অবশ্যি মরক্কো থেকে বেরুতে পারে নি···।'

'অথবা বের হয় নি।'

'যাই হোক, আমার লোকের হাতে ধরা পড়তে বাধ্য।'—রিকার্ডোর কণ্ঠে এবার উষ্ণতা লক্ষ্য করা গেল, 'আমরাই আসলে ফ্রি-ওয়ারল্ডের সত্যিকারের সম্রাট। এখানে আমরা একছত্র অধিপতি।'—সত্যিকারের বিশ্বাস ধ্বনিত হল রিকার্ডোর কণ্ঠে।

'যদি আমাদের সরকার রাজী না হয়?'—রানা বললো।

'তখন···অপ্রিয় সত্যি কথাটা শুনতে চান, সিনোর?'

'আপনি মুখ খারাপ করতে রাজী না হলে শুনতে চাই না।'—রানা বললো, 'আমরা কিভাবে জানবো, ডক্টর সুস্থ আছে?'

'ডক্টর সুখেই আছে।'—রিকার্ডো বললো, 'প্রচুর মারিয়ুয়ানা, হিরোইন···তার পরও ইটালিয়ান মেয়ে! আপনি তো জানেন, মাদকদ্রব্য এবং নারী-ব্যবসা আমাদের অনেক

ব্যবসার একটা।'

'এবং ব্ল্যাকমেইল আরেকটা।'

'এবং মার্ডার!'—ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো রিকার্ডো। অথচ চোখ থেকে বায়নোকুলার নামলো না। শর্মিলা এসে ওর সিটে গিয়ে বসলো। রিকার্ডো বললো, 'আমি সিনোরিনার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই।'

রানা উঠে দাঁড়ালো। শর্মিলা রানার হাত ধরে একটু চাপ দিল, কিছু বললো না। রানা রিকার্ডোকে জিজ্ঞেস করলো, 'এরপর কখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে আবার?'

'আপনাকে জানাবো।'

এবার রানা শর্মিলাকে বললো, 'আমি গাড়ীতে অপেক্ষা করবো।'

বাইরে এসে একটা সিগারেট ধরালো রানা। লোবো গেটের কাছে একভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রানা এগিয়ে গেল ইউসুফের দিয়ে যাওয়া পুরানো জাগুয়ারের সামনে। পুরানো হলেও কোন ডিসটার্বেন্স নেই। এবং প্রয়োজন-মত গতি বাড়ানো যায়। গাড়ীর দরজা খুলে কাঁচ নামালো ঝুঁকে পড়ে। এবং সোজা হয়ে ড্রাইভিং সিটে গা এলিয়ে দিতেই দেখলো, তার গাড়ীর পাশে দাঁড়ানো দু'জন পুলিশ অফিসার।

'আপনি মাসুদ রানা?'—কোন ভনিতা ছাড়াই অফিসার জিজ্ঞেস করলো।

রানা মাথা নাড়লো।

'আপনাকে কিছু প্রশ্ন করার ছিল।'

'করুন।'

'আপনাকে থানায় যেতে হবে।'

'থানায়!'—রানা বললো, কিন্তু…।'—থেমে গেল রানা। এদের বেশী কিছু বলা উচিত না। শর্মিলা এসে দেখবে রানা নেই। রানা চট করে কিছু ভাবতে পারলো না। বললো, 'আমার এক বন্ধু এখানে আসার কথা।'

'কিন্তু ব্যাপারটা বেশ জরুরী।'

বুঝলো নাছোড়বান্দা। একমুহূর্তে ডিসিশন নিল রানা। অফিসারের কাছ থেকে একটুকরো কাগজ চেয়ে নিয়ে লিখলো, 'আমি থানায় যাচ্ছি। তুমি নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নাও'—কাগজটা গুজে দিল ষ্টিয়ারিং এর সঙ্গে। কাঁচ তুললো না। চাবি রয়ে গেল ভেতরেই।

পুলিশের গাড়ীতে উঠে পড়লো রানা।

* * *

চারদিকে চোখ বুলিয়ে রানাকে না দেখে এগিয়ে এল শর্মিলা জাগুয়ারের দিকে। আবার চারদিক দেখলো। দেখলো, রিকার্ডো বের হয়ে এসেছে। দ্রুত পদক্ষেপে উঠলো রাস্তার অপরদিকে দাঁড়িয়ে থাকা সিক্সটি সিক্স মডেলের শেভে। ড্রাইভিং সিটে উঠে বসলো লোবো।

চোখ আটকে গেল ষ্টিয়ারিং-এ লাগানো কাগজটায়।

তুলে নিল ওটা। পড়লো। হাত কাঁপছে শর্মিলার। চারদিকে তাকালো। তারপর উঠে বসলো ড্রাইভিং সিটে। স্টার্ট দিল গাড়ীতে। এবং উল্টো দিকে সাঁ করে বের হয়ে গেল।

দু'মিনিট পর থামলো একটা দোকানের সামনে। গগলস্‌টা খুললো। লকেটে হাত রাখলো। সুইচ অন করলো। কোনো সাড়া নেই। ঘুরে দাঁড়ালো। 'ব্রী··ই···' করে উঠলো ছোট যন্ত্রটা। আরো পাশ ফিরলো, ব্লীপ···ব্লীপ ধ্বনি উঠলো এবার যন্ত্রে। একটা স্কার্ফ বের করে চুলগুলো জড়িয়ে বাঁধলো। ব্যাগ থেকে রোড-ম্যাপ বের করলো। পাশে রাখলো। স্টার্ট দিল গাড়ী।

ব্লীপ ব্লীপ ধ্বনি দিচ্ছে লকেট এক নাগাড়ে। যেই ব্রী করে ওঠে অমনি অন্যদিকে টার্ন নিয়ে এগিয়ে চললো।

গাড়ী যাচ্ছে টানজিয়ারের দিকে।

রানার কথা মনে হল। কোথায় মিলিয়ে গেল? গাড় নামিয়ে নিল একটা কাঁচা রাস্তায়, দু'পাশে বার্লি ক্ষেত। রিকার্ডোর সঙ্গে কি কথা হয়েছে রানার?···সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এ এ্যাসাইনমেণ্ট তার ভাগ্য নির্ধারণ করবে। এর আগে তাকে এত বড় কাজ দেওয়া হয় নি। প্রথম কাজেই এভাবে ব্যর্থ হতে হবে, ভাবতে পারে না শর্মিলা। ডক্টরকে রিভেয়েরা থেকে উদ্ধার করার ঘটনাকে সোজা মনে হয়েছিল, তারপর মাদ্রিদ হয়ে এখানে। মিত্রাদি,

কিডন্যাপের পুরো পরিকল্পনা করেও উধাও হয়ে গেল! রানা, পাকিস্তানী গুপ্তচর, অথচ তাকে উদ্ধার করলো। রানার ভেতর তবু স্পষ্টবাদিতা ছিল, এই একটু আগে পর্যন্তও। এখন সবকিছু ঘোলাটে।···রানা নেই। সে একাই জেনে আসবে কোচা-নোচস্ট্রার আড্ডা কোথায়। তারপর, ইণ্ডিয়ান নেভীর সাহায্যে উদ্ধার করবে ডক্টরকে, এত সুখের ভাবনাটাও শর্মিলাকে খুশী করতে পারছে না কেন? কেন বিপদের আশঙ্কায় বুক কেঁপে যাচ্ছে তার? হাত স্পর্শ করলো দু'পায়ের মাঝখানে। ছোট লিলিপুটের অবস্থান ঠিক আছে।

হাসি পেল। একদিকে কোচা-নোচস্ট্রা, অন্যদিকে লিলিপুটের আটটা গুলি!

লকেটের ব্লিপ ব্লিপ ধ্বনি মাতাল হয়ে উঠলো। ব্রেক করলো শর্মিলা। কতকগুলো বাবলা গাছের সার, ওপাশে জঙ্গল এবং সামনে আর পথ নেই।

ভীষণ, ভীষণভাবে নির্জন, শব্দহীন। শেষ বিকেলের ম্লান রোদ গাছের সব ঝোপগুলো আলোকিত করতে পারছে না। এখানেই কোথাও কোচা-নোচস্ট্রার আস্তানা! কিন্তু গাড়ী কোথায় গেল? উবে তো যেতে পারে না!

পিস্তল বের করলো গার্টার বেল্ট থেকে।

এত নির্জন কোন্ লোকালয়! এক মিনিট পিস্তল হাতে বসে রইলো। তারপর দরজা খুললো। নির্জন, শব্দহীনতার

ভেতর ব্লিপ ধ্বনি উৎকটভাবে কানে লাগছে, কানের পর্দা কাঁপিয়ে দিল।

কাঁপিয়ে দিল শর্মিলার বুকের ভেতরটা।

ইচ্ছে হল, চীৎকার করে ওঠে, গুলি করে চুরমার করে দেয় এই নিস্তব্ধতা। ডান দিকে ফিরলে ব্লিপ ধ্বনি বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কিন্তু ডান দিকে জঙ্গল। অবশ্যি একটা হাঁটা পথ নেমে গেছে নীচে। পা বাড়ালো শর্মিলা। জঙ্গলের কয়েকটা ডাল ভাঙ্গা। গাড়ী এ দিকেই গেছে।

মৃদু শব্দে চমকে পেছন ফিরে তাকালো। দেখ.লা, এগিয়ে আসছে রিকার্ডোর শেভ, সরীসৃপ গতিতে।

এটা একটা ফাঁদ!

সামনে দৌড় দিল শর্মিলা।

হুমড়ি খেয়ে পড়লো একটা গাছের গুঁড়ির উপর। পিস্তল ছিটকে পড়ে গেল হাত থেকে। আত্মসমর্পণ করার জন্যে প্রস্তুত হল। গুঁড়িটা আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে দেখলো এটা গুঁড়ি না, অন্য কিছু।

চোখ তুলে তাকালো।

লোবো!

ঘোলাটে চাউনি। ঠোঁট চাটছে!

'না · না!'—প্রাণপণে চীৎকার করে উঠলো শর্মিলা।

পাখি পাখা ঝাপটালো। নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল।

•

৬

রাবাত থেকে আবার ক্যাসাব্লাঙ্কা।

পুলিশ স্টেশনে রানাকে প্রশ্ন করা হল প্রিন্সেস জয়লতিকা সম্পর্কে। রানা জয়লতিকাকে চেনে না বলে জানালো।

'কিন্তু একটা ফিয়াট গাড়ী সন্দেহজনক ভাবে সারারাত আল হাসান রোডে দাঁড়িয়েছিল।'—আরব অফিসারের জোড়া ভুরু একটু কাঁপলো, 'সে ফিয়াটটা আপনি হোটেল থেকে সে রাতের জন্যে ভাড়া নিয়েছিলেন—সত্যি কিনা?'

'সত্যি। কিন্তু ফিয়াট ইটালিয়ান গাড়ী হলেও সন্দেহজনক কিছু নয়।'

'আপনি তারপরের রাতেও উধাও হন হোটেল থেকে?'

'ক্যাসাব্লাঙ্কায় বেড়াতে এসে টুরিস্ট হোটেল-রুমে বসে শুধু টেলিভিশন দেখতে হবে, এরকম কোন আইন পাশ হয়েছে বলে আমার জানা নেই।'—রানা বললো, 'ক্যাসাব্লাঙ্কার লোভনীয় রাতের বিজ্ঞাপন আপনাদের টুরিস্ট ডিপার্টমেণ্ট আমাদের দেশে প্রচার করে থাকে।'

একটু চুপ করে থেকে অফিসার বললো, 'রাতে আপনি কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন?'

'এরপর টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টকে ক্যাসাব্লাঙ্কার পুলিশ সম্পর্কেও কিছু লিখতে বলবেন।'—রানা রেগে বললো, 'আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়াটা কি বাধ্যতামূলক?'

'তাই।'—বললো অফিসার, 'গত দু'দিনে কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে ··· কাগজে দেখেছেন আশা করি।'

'কিন্তু সে ঘটনার জন্যে দায়ী কোচা-নোচস্ত্রা।'—রানা বললো, 'আজকের 'রাবাত ট্রিবিউন' সে রকমই রিপোর্ট করেছে। আপনারা আমাকে নিশ্চয়ই কোচা-নোচস্ত্রা বলে সন্দেহ করেন না?'

'কোচা-নোচস্ত্রা বলে সন্দেহ করলে নিশ্চয়ই ঘাঁটাতাম না। কোচা-নোচস্ত্রার উৎপাত বৃদ্ধি পেয়েছে বলে সম্প্রতি আমাদের মন্ত্রী-সভায় আলোচনা হয়েছে। এবং আর্মি সিকিউরিটির উপর ভার দেওয়া হয়েছে অনুসন্ধানের।'—অফিসার বললো, 'কোচা-নোচস্ত্রার বিরুদ্ধে একটা পুলিশ বাহিনী কিছুই না। আমরা জানতে চাই, এটার সঙ্গে কোচার সত্যি সত্যি যোগাযোগ আছে কিনা। আপনি আমাদের সহযোগিতা করলে উপকৃত হতাম।'

'আমি প্রিন্সেস সম্পর্কে কিছুই জানি না। তবে তার নৃত্যের মর্বিডিটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। ক্যাসাব্লাঙ্কার আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছিল প্রিন্সেস, এটা বলা যায়।'

'আপনি দু'রাত কোথায় ছিলেন? হোটেল ছাড়লেন কেন?'

'গত দু'রাত আমি আমার বান্ধবী···প্রেমিকার সঙ্গে ছিলাম।'

'বান্দবী। আরব, না স্পেনীশ?'

'দেশী, পাকিস্তানী।'

'পাকিস্তানী?'—অফিসার বললো, 'এক হোটেলে উঠলেন না কেন প্রথম থেকে? অথবা কেন বর্তমানের কটেজটাই ভাড়া নেন নি? আর এতদূরে বেড়াতে এসে লুকোচুরির মানেই বা কি?'

'অর্থহীন লুকোচুরি।'—রানা স্বীকার করলো, 'কিন্তু করতে হয়েছে প্রাণের দায়ে। সত্যি বলতে কি, আমার বান্ধবী কন্টিনেন্ট বেড়াতে এসে এক স্পেনিয়ার্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছিল। সেই খুনে স্পেনিয়ার্ড প্রেমে পাগল হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে। বলে বেড়াচ্ছে, দু'জনকেই খুন করবে। ও শুনেছে, আমরা ক্যাসাব্লাঙ্কায় এসেছি।'—মিথ্যা চালটা দিব্যি চালিয়ে দিয়ে নিজেই অবাক হয়ে গেল রানা, 'সেই জন্যেই আমি পিস্তলের পারমিশন পেয়েছি।'

এবার অফিসার গলে এল। বললো, 'মরক্কো পৌঁছে আপনার বান্ধবী রিপোর্ট করেছে?'

'করেছে।'

'এনটি নাম্বার ?'

রানা পকেট থেকে নোট-বইটা বের করলো। ইউসুফের দেওয়া পাসপোর্টের সঙ্গে আনুসঙ্গিক বিষয়গুলোর একটা নোট রেখেছিল। পেয়ে গেল সেটা। দিল নাম্বারটা। টেলিফোন করে রানার বলা নাম-ঠিকানা মিলিয়ে নিল ওরা। রানা উঠে দাঁড়ালো। অফিসার বললো, 'মিস্টার মাসুদ, আপনি বিরক্ত হলেও আর একটা কাজ আমাদের করতে হবে। আপনার বান্ধবীর একটা বিবৃতি প্রয়োজন পুলিশ-রেকর্ডের জন্যে। আপনার কটেজের ফোন নাম্বারটা ?'

রানা নোট থেকে সেটাও দিল।

'বান্ধবীকে কটেজে পাওয়া যাবে ?'—অফিসার ডায়েল করতে করতে জিজ্ঞেস করলো।

রানা হিসাব করলো ঘড়ি দেখে। যদি রানাকে না পেয়ে কটেজে ফিরে যায় তবে এই এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবার কথা। বললো, 'পাবেন নিশ্চয়, যদি শপিং-এর জন্যে রাবাত না যায়।'

অফিসার ফোনে বললো, 'আমি কি মিস্ শামিনা শেখের সঙ্গে কথা বলছি ?'

শামিনা শেখ—শর্মিলার নাম, ইউসুফের বানানো। মনে মনে নামটা আবার উচ্চারণ করলো।

রানা অফিসারের দিকে তাকিয়ে আছে।

'দেখুন মিস্ শেখ, আমি মিস্টার মাসুদ রানা সম্পর্কে

দু'-একটা প্রশ্ন করতে চাই।'—শর্মিলাকে পেয়েছে আফিসার। শর্মিলাকে পাওয়া যাবে ভাবতেই পারে নি রানা। এমন সুযোগ ও ছেড়ে দেবে না, এটাই রানার ধারণা ছিল। চোখে-মুখে ভয় দেখা গেল রানার। কি উত্তর দেবে শর্মিলা ?···হ্যাঁ, মাসুদ রানা গত তিনদিন আগে এবং তারও আগের রাতে কোথায় ছিলেন সে সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন ?···আপনার সঙ্গেই ছিলেন, কোথায় ?···ও হ্যাঁ, ওদিকে অনেকগুলো ছোট-খাট হোটেল রয়েছে···হোটেল প্যালেস ?· ধন্যবাদ। ক্ষমা চাচ্ছি বিরক্ত করার জন্যে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখতে গেলে রানা অফিসারের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিল। না, এখনো লাইন কাটে নি। রানা বললো, 'হ্যালো, ডার্লিং···'

কণ্ঠ শুনেই ও পাশের রিসিভার নামিয়ে রাখলো। অফিসার দুঃখিত হয়েই বললো, 'আবার ডায়েল করুন।'

'না।'—রেগে মেগে বললো, 'এখন যেতে দিলেই আমি খুশী হব।'

বাইরে বেরিয়ে রানা একটা ট্যাক্সী নিল। গাড়ী ছুটে চললো উত্তরে। এখান থেকে একুশ-বাইশ মাইল দূরে, রাবাতের কাছাকাছি।

রাবাত-ক্যাসাব্লাঙ্কা-গালাক্সী।

কটেজের পাশ দিয়ে যাওয়া হাই-ওয়েতে যখন রানা

নামলো তখন রাত সাড়ে বারোটা একটা। শিস দিতে গিয়ে দিল না। ভাবলো, যদি শর্মিলা ওদের ফলো না করে ফিরে আসে তবে বুঝতে হবে ওর কোন উদ্দেশ্য আছে। সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য। ইণ্ডিয়ান নেভীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে গেছে। এটা মোটেই শুভ নয়।

কটেজে কোথাও আলো নেই, শর্মিলার ঘরটা ছাড়া। চারদিকটা দেখলো। আশে-পাশের কটেজে এমনি একটু আধটু আলো জ্বলছে। এখন সবাই গেছে ক্যাসাব্লাঙ্কার জুয়ার আড্ডায়, কোন ক্যাসিনোতে, অথবা রাবাতের কোন রাজকীয় ভোজ সভায়। এখানকার বসবাসকারীরা প্রায়ই হোমড়া-চোমড়া গোছের।

বারান্দায় উঠে দাঁড়ালো রানা কোন শব্দ না করে। তখনই একটা কথা খেয়াল হলো: যদি শর্মিলা ফিরে এসে থাকে তবে পুরানো জাগুয়ারটাও ফিরে আসবে। ও কি গাড়ী রেস গ্রাউণ্ডে রেখে এসেছে?

ওয়ালথারের বাটে আপনা থেকেই হাতটা চলে গেল। জাগুয়ারটা নেই, কিন্তু পাশের গ্যারেজে আরেকটা গাড়ী রয়েছে। নীল রঙের অস্টিন। একটা ফিসফিসানি রানার শ্রবণ শক্তিকে আরো তীক্ষ্ণ করে তুললো। ঘরে অন্য লোক। তার জন্যেই অন্ধকারে অপেক্ষা করছে। ওয়াল-থারটা এবার বাইরে বেরিয়ে এল। ক্যাচ নামিয়ে দিল ওয়ালথারের। দু'পা পিছিয়ে এলো।

'ওটা ফেলে দিন!'—অন্ধকার থেকে ভেসে এল কথাটা। এবার চারদিক থেকে সাড়া পাওয়া গেল মানুষের। ঝোপ-ঝাড় থেকে উঠে দাঁড়ালো অনেকগুলো ছায়ামূর্তি।

ফেলে দিল রানা পিস্তল।

সামনের ঘরের অন্ধকার দরজা থেকে বের হয়ে এল তিনজন। একজন সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল।

সবার দিকে তাকিয়ে দেখলো রানা। অনুমান করতে অসুবিধা হল না: এরা সবাই ভারতীয় নেভীর লোক, প্লেন পোশাকে রয়েছে।

'সাবমেরিন এসে গেছে?'—রানাই মুখ খুললো। ওরা উত্তর দিল না। রানা নিজেই হাসলো, 'কিন্তু লাভ হল না, আনতে পারলাম না ডক্টর সাঈদকে। শর্মিলা কোথায়?'

'ফোন রিসিভ করেছি আমি।'

নারী কণ্ঠে ফিরে তাকালো রানা। ওপাশের দরজায় দাঁড়িয়ে মিত্রা, মিত্রা সেন।

চেনা যায় না। প্রিন্সেস জয়লতিকা না, মিত্রাও না—এ যেন কোন আরব-কন্যা। আরব-কন্যার পোশাক পরনে। কিন্তু চেনা যায় চোখ দু'টো। নেকাবে ঢাকা মুখ। বেরিয়ে আছে শুধু চোখ দু'টো।

* * *

'সিনোরিনা, মাসুদ রানা আপনাকে নির্দেশ দিয়েছে আমাকে ফলো করার জন্যে—আশা করি এখন বুঝতে

পারছেন, কি ভুল আপনি করেছেন।'—রিকার্ডো বসেছে একটি পুরানো রাজকীয় চেয়ারে। সামনে দাঁড়িয়ে শর্মিলা। চুল এলোমেলো, চাউনি ভাষাহীন। রিকার্ডোর চেহারা একেবারে অন্যরকম লাগছে কালো আলখেল্লায়। রেস-গ্রাউণ্ডে গগলস্ ছিল। এখন নেই। অথচ একেবারে অন্যরকম লাগছে। সুপুরুষ, সুদর্শন অথচ চোখ দু'টোয় কি জঘন্য চাউনি! রিকার্ডো বললো, 'অবশ্যি আপনি ফলো না করলে আপনাকে আমাদের লোক ফলো করতোই। কারণ আপনাকে আমাদের প্রয়োজন।'

উত্তর দিল না শর্মিলা। এটা পুরানো কোন দুর্গ হবে মরক্কোর কোন অংশে। এর বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়। ঘড়ি নেই, কতক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল, কি ভাবে এখানে এসেছে কিছুই মনে নেই শর্মিলার। মনে আছে শুধু লোবোর ভয়ঙ্কর চাউনিটা।

'আমি আপনার সাহায্য চাই, সিনোরিনা।'—রিকার্ডো বললো, 'ডক্টর সাঈদ আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। হিরোইন ছাড়া কিছুই গ্রহণ করছে না আমাদের কাছ থেকে। মাঝে মাঝে নেশার ঘোরে একটা কথাই বলে, তা হচ্ছে আপনার নাম।'

বুকটা একটু কিচ্ করে উঠলো। মনে পড়লো জ্ঞানী বিজ্ঞানীর অসহায় মুখ। মনে পড়লো কি ভাবে বিশ্বাস করে শর্মিলাকে। মনে পড়লো কি ভাবে ডক্টর ছেলে-

মানুষের মত ঘুমিয়ে পড়তো তার হাতের বন্ধনে। চারদিকে তাকালো। রিকার্ডো থেকে সবাই আলাদা, এদের পরনে কালো পাদ্রীর পোশাক।

'আপনি আমাদের সাহায্য করবেন?'

'না।'—শর্মিলা উত্তর দিল, 'আমি হেরে গেছি। আর হারতে চাই না।'

'এর মানে কি, জানেন?'

'মৃত্যু।'—শর্মিলার চোখে ফুটে উঠলো একটা অদ্ভুত চাউনি।

'তার চেয়েও সাংঘাতিক।'—রিকার্ডো বললো, 'আপনি ডক্টরকে চালাতে পারেন। আর ডক্টরও আপনাকে ছাড়া কিছুই বোঝেন না। ডক্টর বলেছেন তাঁকে আপনার কাছে পৌঁছে দিলে তিনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। পোলারিসের সম্পূর্ণ তথ্য তুলে দেবেন আমাদের হাতে। আপনারা দু'জনই বেঁচে যাবেন।'

'বাঁচতে আমি চাই না। আর ডক্টরকে হত্যা করার নির্দেশ আমার ছিল।'—শর্মিলা বললো, 'আপনি আমাদের দু'জনকেই হত্যা করতে পারেন। আমি আমার প্রথম মিশনেই ব্যর্থ হয়েছি।'

'এখনো নিয়ে যেতে পারেন।'

'হিরোইন এডিক্টেড একজন লোকের কোন দাম নেই,

দাম তার মেধার। ডক্টরের সব পাকিস্তানের হাতে তু: দিয়ে···।'

'বুঝেছি, বুঝেছি,'—উঠে দাঁড়ালো রিকার্ডো, 'বয়স কম, আদর্শের অসুখ এখনো ছাড়ে নি। কিন্তু ছেড়ে যাবে। লোবো।'

শর্মিলার পেছন থেকে লোবো এসে দাঁড়ালো রিকার্ডোর পাশে। শর্মিলা দেখলো মিশ কালো দেহ, মাথার সাদা হাড় বের করা দানবটাকে।

'সিনোরিনা, আপনাকে আমি তিনঘণ্টা সময় দিলাম। এখন বাজে রাত তিনটা। ঠিক সকাল ছ'টায় জানতে চাই, আপনার মতের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা। না হলে পরের রাতটার কথা ভাববেন একটু।'—লোবোর দিকে তাকিয়ে হাসলো রিকার্ডো, 'আপনাকে লোবোর পছন্দ হয়েছে।'

কুকুরের মত লক্‌লকে জিভ বের করে লোবো ঠোঁট চাটলো।

'ন্‌না-হ্‌।'—অস্ফুট উচ্চারণ করলো শর্মিলা।

'লোবো সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না, সিনোরিনা। জানলে আরো অবাক হবেন।'—রিকার্ডো বললো, 'লোবো সাধারণ মানুষ না। বলতে পারেন, জীবন্ত শব। আপনারা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন। এমনি বিশ্বাস করতেন আরেক-জন, ডেনমার্কের ফিজিওলজিস্ট ডক্টর স্যাণ্ডবার্গ। তিনি

তাঁর পরীক্ষা চালাবার জন্যে মর্গ থেকে লাশ সংগ্রহ করতেন। কিন্তু সদ্যমৃত বেওয়ারিশ লাশ না পেয়ে একজনকে হত্যা করে পরীক্ষা চালাবার চেষ্টা করেন তিনি। পুলিশ এইরূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকে গ্রহণ করতে পারে না। স্যাণ্ডবার্গ পলাতক হন, আশ্রয় নেন আমাদের কাছে। আমরা তাঁকে সবরকম সাহায্য করি। তিনি সাক্‌সেস্‌ফুল হন তাঁর পরীক্ষায়।'

রিকার্ডো বলে চললো, 'তবে লোবোর সৃষ্টিকে স্যাণ্ডবার্গ একার কৃতিত্ব বলে দাবী করতে পারবেন না। স্যাণ্ডবার্গের সঙ্গে আমার নামটাও থাকবে। ওকে আমি অনেক খুঁজে সংগ্রহ করেছি ইথিওপিয়া থেকে। প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী এই লোবো। ওকে স্যাণ্ডবার্গের কাছে নিয়ে আসি। ইনজেকশন দিয়ে হার্ট স্টপ করি। স্যাণ্ডবার্গ ওর হার্ট আবার চালু করেন ইলেট্রিক শক এবং ম্যাসেজ করে। কিন্তু বিশাল শরীরের তুলনায় ওর হার্টটা ছিল ছোট, ভীষণ ছোট, এবং উইক। স্যাণ্ডবার্গ তখন ওর পেটের ভিতর হার্ট স্টিমুলেটর বসায়। আমাদের লোবো বিজ্ঞানের যুগে সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত মানুষ, যদি আপনি মানুষ বলেন। ওর পুরো শরীরটা, প্রায় প্রতিটি অর্গ্যান চালু রাখা হয়েছে সূক্ষ্ম কারুকার্য করে তার আর ব্যাটারী দিয়ে। যাকে বলে ইলেক্‌ট্রডস্‌। হ্যাঁ, ওর ব্যাটারী চার্জ করতে হয়। এবং সেটা আমার উপর নির্ভর করে। আমার ইচ্ছে অনুসারে স্যাণ্ডবার্গ

রেডিও কণ্ট্রোলের ব্যবস্থাও করেছে কিছুদিন আগে। আমি রেডিও সুইচের সাহায্যে চালাতে পারি লোবোকে।' —রিকার্ডো বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলো, 'কোচা-নোচস্ট্রার পুরো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলটা আমার ইচ্ছেতেই চলে, কারণ ওরা সবাই নিজের ইচ্ছে মত আমাকে নির্বাচিত করেছে বুদ্ধিমান, শক্তিশালী বলে। কিন্তু লোবোর কোন ইচ্ছে নেই, সিনোরিনা। ওর ব্রেন আমার ইচ্ছায় চলে, ওর হার্টও আমার ইচ্ছায় চলে।'

কেঁপে যেতে লাগলো শর্মিলার হার্ট। হার্টবিট বুক ভেঙে দিতে চাইছে। নিজেকে চেক করে বললো, 'এসব বলে সময় নষ্ট করছেন কেন?'

'বলছি আপনার চিন্তার স্বাধীনতা দেবার জন্যে। আমার হাতের সুইচে লোবোর রক্তে গতিবেগ বেড়ে যেতে পারে। এবং তখনকার লোবোর মূর্তি দেখার মত হয়। বন্য হয়ে ওঠে। বন্যতার সঙ্গে জেগে ওঠে ওর সেক্সচুয়াল ইম্‌পাল্‌স। কেউ ওকে তখন তৃপ্ত করতে পারবে না, যতক্ষণ আমার হাতে সুইচ থাকবে, আমার ইচ্ছে না হবে। সেদিন আমার সঙ্গিরা সেটা দেখার জন্যে আমাকে ধরে বসেছিল। সব ক'টা পারভার্টেড।'—সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে হাসলো, 'অবশ্যি লোবোর পারফর্মেন্স দেখার মতোই জিনিস। হ্যাঁ, ওরা যোয়ান স্পেনীশ, ইটালিয়ান, আরব, আফ্রিকান—হট-ব্লাডেড ডজনখানেক নিমফম্যানিয়াক মেয়ে

সংগ্রহ করে এনেছিল। আমি আটচল্লিশ ঘণ্টা সুইচ টিপে হানড্রেড ডিগ্রীতে রেখেছিলাম। মাইণ্ড ইট, আটচল্লিশ ঘণ্টা। পাগল হয়ে উঠেছিল লোবো। কেউ ওকে শান্ত করতে পারে নি। আটচল্লিশ ঘণ্টা কেন, আটচল্লিশ দিন চললেও শান্ত করতে পারতো না কেউ লোবোকে। কিন্তু সাতটা মেয়ে মারা যাবার পর…।'

'না—!'—আর্তনাদ বেরুলো শর্মিলার কণ্ঠ চিরে।

'ভয় পাবেন না। আপনার সঙ্গে লোবোকে মোটেই মানাবে না, এ সেন্স আমার আছে।'—রিকার্ডো সহজ-ভাবে কথাটা বললো, 'আপনি রাজী হয়ে গেলে ওসব ঝামেলার মধ্যে আমিও যেতে চাই না।'

শর্মিলা রিকার্ডোকে দেখলো না, লোবোকে দেখলো না, তাকিয়ে রইলো মেঝের দিকে। সমগ্র সত্ত্বা আর্তনাদ করে উঠতে লাগলো ওর।

'আপনি রাজী?'

শর্মিলা দু'পা এগুলো। মাথা তুললো, বললো, 'ইউ মনস্টার!'

হা হা করে হাসলো রিকার্ডো। জিভ চাটলো লোবো।

'সিনোরিনা, রাজী হলে চলুন ডক্টর সাঈদের কাছে নর্থ টাওয়ারে। উনি আপনাকে খুঁজছেন।'—রিকার্ডো হাসি থামিয়ে বললো কৌতুক মিশিয়ে।

শর্মিলার মনে পড়লো বসের অর্ডার, 'গেট হিম, অর

কিল হিম।'—মনে মনে উচ্চারণ করলো দু'বার, কিল হিম। কিল হিম'

'আমি রাজী।'—শর্মিলা বললো প্রায় মনে মনেই।

রিকার্ডোর পেছনে পেছনে এগিয়ে চললো শর্মিলা। এগিয়ে চললো ঘুরানো করিডোর ধরে। দু'পাশে মসৃণ কালো দেয়াল। মাঝে মাঝে জ্বলছে ঘোলা বাল্‌ব। কালো পাথর সব আলো শুষে নিচ্ছে যেন।

'চারদিকে একটা আদিমতায় গন্ধ আছে, সিনোরিনা। আপনার মত অল্প বয়সী রোমান্টিক এডভেঞ্চারারের কাছে ভাল লাগার কথা। মৃদু হাসি শুনতে পেল শর্মিলা। রিকার্ডো বলে যেতে লাগলো, 'আমার হেড-কোয়ার্টার সিসিলি। এখানে মাঝে মাঝে আসি এই দুর্গের লোভে। অদ্ভুত এর রহস্য!'

'এটা দুর্গ?'—প্রশ্ন করে বসলো শর্মিলা।

'এখন কোচা-নোচস্ট্রার দুর্গ। কিন্তু লোকে জানে, স্পেনীশ গির্জা। হ্যাঁ, এখানকার স্পেনীশ মিস্টিক সাধকরা সাধনার নাম করে রীফ আন্দোলন দমনের জন্যে তৈরী করেছিল এটা।'

'রীফ আন্দোলন দমন···! অর্থাৎ এটা রীফ অঞ্চলের কোনো জায়গা?'

থমকে দাঁড়ালো রিকার্ডো। হো হো করে হাসলো,

'ইউ কিউট কিউরিয়াস্ ডেভিল। এটা টানজিয়ারের পূর্বে অ্যাটলাস পর্বতের উত্তরাংশে অবস্থিত। স্পেনীশদের তাড়িয়ে দেওয়া হলেও এটা আর কেউ ব্যবহার করতে পারে না। ধর্মীয় সম্পত্তি হিসাবে এটা আবার ভাটিকানের হাতে ছেড়ে দেয়। তখন কোচা-নোচস্ট্রার দু'জন পাদ্রী এটার ভার নেয়। ওরা সাধনা করে। সামান্য হলেও সরকারী সাহায্য পায়। আর ভেতরে ভেতরে আমরা গড়ে তুলি একটা বড় রকমের দুর্গ।'

'কফিন!'

একসার কফিন সাজানো রয়েছে। করিডোরে বাঁক নিতে গিয়ে শর্মিলার চোখ পড়লো কালো বাক্সগুলোর উপর। থমকে দাঁড়ালো। কথাটা ছিটকে বেরুলো মুখ থেকে।

'হাঁা, কফিন।'—ফিরে দাঁড়িয়ে রিকার্ডো বললো পাকা গাইডের ভঙ্গিতে, 'স্পেনীশ সাধকরা এতে ঘুমাতো। এর দর্শন হচ্ছে, ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা। খুব বাজে দর্শন, কি বলেন সিনোরিনা?'

উত্তর দিল না শর্মিলা। কালো কাঠের তৈরী গোটা পনেরো কফিন, সোনালী মেটালে নক্সা করা হাতল, এবং ধারগুলো। গলা শুকিয়ে গেল শর্মিলার।

'আরো ছিল,' বললো রিকার্ডো, 'আমরা ব্যবহার করেছি কিছু। এ কাঠগুলোর গুণ হচ্ছে, কখনো নষ্ট হয় না।

আমরা আমাদের ক্লায়েন্টকে ভাল টাকা পেলে এই কফিনে করে তার প্রার্থিত লাশ প্রেজেন্ট করি।'—হাসলো রিকার্ডো শব্দ না করে। শর্মিলার চোখে-মুখে নীরব ভীতি দেখে বললো, 'দুর্গটা অদ্ভুত রহস্যে ঘেরা। এর নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা পাহাড়ী নদী। গুপ্ত কক্ষে হত্যা করা হত বিপ্লবী রীফদের। সে লাশের নিশানা কেউ কোনদিন পেত না। তবে অনেক সময় শার্ক না নিলে পড়ে থাকতে দেখা যেত মেডিটেরেনিয়ানের তীরে। অন্তঃস্রোতা নদী মৃতদেহ নিয়ে ফেলতো ভূমধ্যসাগরে। আপনাকে দেখাবো সেই গুপ্ত কক্ষ, সময় হলে। বিস্ময়কর এর নির্মাণ কৌশল।'

সিঁড়ি ভেঙে উঠলো।

আবার এগিয়ে চললো ওরা। এরপর আর কথা বললো না, প্রশ্ন করলো না শর্মিলা। ট্রেনিং-সেন্টারের ট্রেনিং অনুসারে 'মেন্টাল-নোট' নিতে লাগলো প্রত্যেকটা জিনিসের। ছাদে উঠে এল সিঁড়ি ডিঙিয়ে। রেকট্যাঙ্গুলার ছাদ। চার কোণে চারটি টাওয়ার। টাওয়ারগুলো বিশাল ভাঙা পাথরের তৈরী। একটা টাওয়ারে ঘন্টাও রয়েছে। ছাদের চারদিকে কিছুদূর অন্তর বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন কালো গাউন-পরা গার্ড। হাতে চকচক করছে সাব-মেশিন গান।

আজকের চাঁদটা আরো বড় লাগছে। আলোয় আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে চারিদিক। এক মায়াবী ভয়াল পরিবেশ

রচনা করেছে চারদিকে।

শর্মিলা দাঁড়িয়ে পড়ে দেখলো নীচটা। দু'ফুট দেয়ালের উপর তারকাঁটার বেড়া। কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক।

উত্তর দিকের টাওয়ারের দরজা ভেজানো। রিকার্ডোকে দেখে একজন গার্ড দৌড়ে গেল ভেতরে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে এ্যাটেন্‌শন হয়ে দাঁড়ালো। রিকার্ডো কোন-দিকে না তাকিয়ে দ্রুত ভেতরে প্রবেশ করলো। তাকে অনুসরণ করলো শর্মিলা।

দেখলো, ইনজেকশন দিচ্ছে ডক্টর সাঈদকে একটি ইটালিয়ান মেয়ে। আর দু'টি মেয়ে দু'পাশে দাঁড়িয়েছে। ওদের পোশাক অতি সংক্ষিপ্ত। তিনজনের বয়সই বিশের এদিক-ওদিক, অপূর্ব সুন্দরী। ডক্টরের পরনে যে প্যান্টটা ছিল সেটাও এখন নেই। বিছানায় বসেছে। মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে।

মেয়ে তিনটি রিকার্ডোকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। একজন বললো, 'খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, আবার হিরোইন ইনজেক্ট করলাম।'

'আর প্রয়োজন হবে না।'—রিকার্ডো বললো, 'সিনোরিনা আমাদের সাহায্য করবে। তোমরা যেতে পারো অন্য কাজে।'

মেয়েগুলো বের হয়ে গেলে রিকার্ডো তাকালো শর্মিলার দিকে। শর্মিলার চোখ ডঃ সাঈদের উপর। রিকার্ডো অবাক হয়ে গেল। মেয়েটিকে ভয় পেতে দেখেছে, চীৎকার

করতে দেখেছে, এমন কি হাসতেও দেখেছে, কিন্তু কাদতে দেখেছে কিনা মনে পড়লো না।

হা হা করে হাসলো রিকার্ডো।

শর্মিলার দু'চোখ ভিজে উঠেছে। মেয়েটি এবার কাঁদবে।

শর্মিলা এগিয়ে গেল মাথা নীচু করে একভাবে বসে থাকা ডক্টরের কাছে। কাঁধে হাত রাখলো। মাথা তুললো ডক্টর। চোখ মেললো। ঘোলাটে চোখে ফাঁকা দৃষ্টি।

তারপর একটু কাঁপলো। হাসি ফুটে উঠলো চোখে-মুখে। মৃদু কণ্ঠে বললো, 'শর্মি, ডালিং!'—মাথা সোজা রাখতে পারলো না। দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো শর্মিলাকে, মাথা গুঁজে দিল বুকে। জড়িত কণ্ঠে বললো, 'তুমি ছিলে না। ওরা আমাকে···শর্মি, তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও!'

কাঁচা-পাকা চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কান্না চাপার চেষ্টা করলো শর্মিলা।

'সারারাত ভেবে দেখুন। ডক্টরকে রাজী করাতে পারলে দু'জনেরই লাভ।'—রিকার্ডো বললো, 'বেঁচে থাকার চেয়ে লাভ আর কিছুতেই নেই। বাইরে রইলো লোবো। লোবো আমার ইচ্ছে না হলে ঘুমাবে না।'

রিকার্ডো গাউনের ভেতর থেকে বের করলো একটা রেডিও সেট। একটা নব ঘুরিয়ে দিয়ে আবার পকেটে রেখে দিয়ে বললো, 'গুড নাইট।'

বের হয়ে গেল রিকার্ডো।

দরজা বন্ধ হল বাইরে থেকে।

বসলো শর্মিলা। ডক্টর ঘুমিয়ে পড়েছে। এ ঘুম ভাঙবে কাল দুপুরে।

'গেট হিম অর কিল হিম।'—ডক্টরকে শুইয়ে দিয়ে ঘুমন্ত মুখটা দেখলো। দেখলো কণ্ঠনালীর মৃদু কম্পন। ইচ্ছে করলেই চেপে ধরা যায়!

'না।'—নিজে নিজেই উচ্চারণ করলো শর্মিলা। ডক্টরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো। ভাবলো সোবোকে, ভাবলো মৃত্যুকে। মনে পড়লো, ডক্টরের সঙ্গে পরিচয়ের কয়েকটা দিন, এবং রানাকে। রানাকে বিশ্বাস করে মিত্রাদি, বিশ্বাস করে লোকটা ভয়ঙ্কর। রানা আসবেই, বিশ্বাস করে শর্মিলা, উদ্ধার করবে ডক্টরকে। নিয়ে যাবে ঢাকায়। তাই হোক। বেঁচে থাকুক মানুষটা, এরচেয়ে অন্য কামনা করতে পারে না শর্মিলা এই মুহূর্তে।

* * *

'ঘুমুবে না?'

ঘরে মাত্র দু'জন লোক। মাসুদ রানা ও মিত্রা সেন। বিছানায় কাত হয়ে বালিশে ভর দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসেছে মিত্রা। রানা সোফায় বসা।

রানা বন্দী।

'সেদিন তুমি ঘুমিয়ে পড়লে আমি ভারতীয় এজেন্টের

সঙ্গে যোগাযোগ করি সিনক্রাফোনে। ও এসে হত্যা করে কোচা-নোচস্ট্রার গার্ডটাকে। আমার নিজস্ব গার্ডকে উদ্ধার করি গ্যারেজে হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। তারপর পালাই।' —কথার উত্তর না পেয়ে মিত্রা বলতে লাগলো, 'পালিয়েছিলাম মাফিয়াদের হাত থেকে বাঁচতে। কিন্তু আমি জানতাম, তুমি ডক্টরের খোঁজে যাবেই, তাই রেখে যাই সিনক্রাফোনটা। ওর ভেতরে সিগন্যালিং ট্র্যান্সমিটারও ছিল। আমি তোমার পিছনে লোক লাগিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু লোকটার রিসিভারে হঠাৎ সিগন্যাল বন্ধ হয়ে যায়। আমি অনুমান করি, তুমি টের পেয়ে গেছ। সিগন্যাল পাঠাই শর্মিলার লকেটে, ওটাও রিসিভ করে না। বুঝতে পারি, তোমরা ক্যাসাব্লাঙ্কার কাছে নেই, অন্ততঃ পাঁচ মাইলের মধ্যে নেই। মোটর বোটে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শর্মিলাকে। ইণ্ডিয়ান নেভী সমুদ্রের পুরো তীর জুড়ে খোঁজ শুরু করে। এবং গত সকালে তোমাদেরকে গাড়ীতে উঠতে দেখে নেভীর লোক। তোমরা রাবাত যাচ্ছিলে।'

রানা ঘড়ি দেখলো। বললো, 'কিন্তু তোমার মাছের তেলে মাছ ভাজা হল না।'

'মাছের তেলে মাছ ইণ্ডিয়ানরা ভাজছে না। ভাজছো তুমি।'—মিত্রার ঠোঁটে একটুকরো হাসি ফুটে উঠলো। বললো, 'ছুটিতে বেড়াতে এসে দিব্যি বাজীতে জিততে চাও!

কিন্তু ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, নেভীর পুরো সাহায্য নিয়েছে।'

'দেশপ্রেম এখনো তোমার টনটনে দেখছি।'

'দেশপ্রেম?'—মিত্রা একটু ভাবলো। বললো, 'বাজীতে জেতা দেশপ্রেম না, খেলা।'

চিত হয়ে পড়লো মিত্রা। আড়মোড়া ভাঙলো। শর্মিলার ওয়ার্ডরোব থেকে শোবার পোশাকটা সংগ্রহ করেছে মিত্রা। কার্ডিনের ডিজাইন। পোশাকটার কিছু অংশ বাদ দিয়েছে মিত্রা। পা গোটাতেই গাউনের হেম হাঁটু থেকে খসে জমা হল উরুপ্রান্তে। পাতলা নায়লনের নীচে কিছুই নেই। দেশপ্রেম, না খেলা! পৃথিবী সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেকদিন আগের চেনা নিষ্পাপ কুমারী মিত্রার। খেলা?

'রানা।'—মিত্রা ডাকলো, গলাটা একটু ভাঙা, চোখ দু'টো ভেজা, নিঃশ্বাস গভীর, শরীরে বিক্ষিপ্ত ভঙ্গি। রানার চোখে চোখ রেখে বললো, 'দু'জনই তো হেরে গেলাম। আমরা এখন সব ভুলে যেতে পারি না?'

রানা কোনো কথা না বলে উঠে গিয়ে দাঁড়ালো জানালার কাছে। ঘড়ি দেখলো। রাত সাড়ে তিনটে।

'রানা?'—মিত্রা আবার ডাকলো।

খেলতে চায় মিত্রা, খেলাতে চায়। কিন্তু রানার কোন সাড়া পেল না। রানা অন্যকিছু ভাবছে। একটা

সিগারেট ধরিয়ে পাঁচ মিনিট জানালায় দাঁড়িয়ে রইলো। বাইরে অন্ধকারে ছায়ায় দাঁড়ানো ভারতীয় নেভীর লোক। হাতে টমীগান। রানা এখানে বন্দী। ঘরের ভেতরে গার্ড মিত্রা।

মিত্রা উঠে বসলো। রানার অর্ধসমাপ্ত লাল মদের গ্লাসটা চুমুক দিয়ে শেষ করলো। আবার ঢাললো।

'তোমরা আমার কাছ থেকে কি চাও?'

'ডক্টর সাঈদকে।'—মিত্রার কণ্ঠস্বরে উগ্রতা, 'শর্মিলাকে।'

'তুমি জানো মিত্রা, যদি আমি ডক্টর সাঈদকে পাই তোমাদের হাতে তুলে দেবো না।'—রানা বললো, 'তাছাড়া পাওয়ার সম্ভাবনাও দেখছি না।'

'অতএব তুমি চাও, নেভীর লোকেরা এখন গুড নাইট বলে কেটে পড়বে?'

রানা ঘুরে দাঁড়ালো, 'তুমি আপাততঃ গুড নাইট বলে ঘুমোতে যেতে পারো।'

'না, পারি না।'—আরো এক গ্লাস ওয়াইন শেষ করলো মিত্রা। স্খলিত পায়ে উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'আমি তোমার গার্ড।' রানার মুখ থেকে সিগারেটটা নিয়ে দু'টান দিল। গাল ভরে ধোঁয়া ছাড়লো। এগিয়ে গেল কম্পিত পায়ে ঘরের মাঝখানে। বেড-সাইড ল্যাম্পের মৃদু আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মিত্রার শরীরের রঙ, বক্রতা নায়লনের ভেতর দিয়ে।

মিত্রা হাত উপরে তুললো। চুলগুলো হু'দিকে মেলে ধরলো, ছেড়ে দিল। সমস্ত শরীর দোলাচ্ছে। পা ফাঁক করে দাঁড়ালো, আরো ফাঁক করলো, দোলাতে লাগলো কোমর। শুধু কোমর, আশ্চর্যভাবে। সামনে-পেছনে, ডাইনে-বামে। গাউনের শোল্ডার স্ট্র্যাপ নামিয়ে দিলো মিত্রা, বললো, 'প্রাইভেট শো, ওন্‌লি ফর ইউ। জয়লতিকা স্পেশাল।'

খুলে ফেললো স্লিপিং-গাউনের বাঁধন। কাঁধ থেকে ছেড়ে দিল। পায়ের কাছে পড়লো। একটুকরো সুতোও নেই মিত্রার গায়ে। পায়ের আঙুলে বাধিয়ে ছুঁড়ে দিল গাউনটা রানার দিকে। হাত উপরে তুললো। আড়মোড়া ভাঙলো। আবার কোমরে বন্য আন্দোলন শুরু হল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল রানার কাছে।

ঘুরে দাঁড়ালো রানা, 'স্টপ নুইসেন্স!'

খিল খিল করে হেসে অশ্লীল ভঙ্গি করলো মিত্রা। রানার হাত উঠে গেল। চটাং করে পড়লো মিত্রার গালে, 'গেট আউট!'

লুটিয়ে পড়লো মিত্রা বিছানার উপর। পড়ে রইলো তিন মিনিট। রানা বসলো চেয়ারে। তাকালো না মেয়েটির দিকে। বিরক্তি, ঘৃণায় ভরে গেছে রানার মন। মিত্রা উঠে মেঝে থেকে গাউনটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরের দিকে চলে গেল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললো, 'এর

প্রতিশোধ আমি নিতে পারতাম।···কিন্তু নিলাম না···।’

মিত্রাকে থেমে যেতে দেখে চোখ তুলে তাকালো রানা। বুকের বাঁকে গাউনটা ধরে চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে মিত্রা, দৃষ্টি রানার উপর নিবদ্ধ। অদ্ভুত সে দৃষ্টি।

‘নিলাম না, কারণ তোমার কাছে আমি অনেকভাবে ঋণী। আজ সব ঋণ শোধ হয়ে গেল।’—ভাবলেশহীন কণ্ঠে বললো কথা ক’টা।

‘আদান-প্রদান হল, ঋণ হল, শোধও করলে—কিন্তু কোনো ডকুমেন্ট রইলো না।’—রানা বললো, ‘কাঁচা ব্যবসাতে আমি রাজী নই। তবে বিনামূল্যে একটা উপদেশ দিতে চাই। তা হচ্ছে, মানুষ যন্ত্র নয়, মিত্রা।’

একটা গাড়ী এসে থামলো বাইরে। একটা হুল্লোড় শোনা গেল। কিছু একটা পড়লো। কারো কণ্ঠস্বর। রানা উঠে দাঁড়ালো। কান খাড়া করলো, এগিয়ে গেল দরজার কাছে দ্রুত পায়ে।

‘ওদিকে নয়।’—মিত্রার কণ্ঠস্বরে ফিরে দাঁড়ালো রানা। দেখলো মিত্রার হাতে পিস্তল, রানার ওয়ালথারটা। এবার একটা ড্রেসিংগাউন চাপিয়েছে গায়ে, বাঁ হাতে কোমরের বেল্টটা ধরে রেখেছে।

রানা কিছু বলার আগেই দরজায় নক হল। মিত্রা এগিয়ে এল, জিজ্ঞেস করলো, ‘কে?’—উত্তর হল ওদিক থেকে। দরজা খুললো পিস্তল না নামিয়েই। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে

তিনজন। ভারতীয় নেভীর দু'জন লোক, মাঝখানে ইউসুফ।

মিত্রা সরে দাঁড়াতে ইউসুফকে ওরা ঘরে এনে ফেললো। ইউসুফের ঠোঁটের কোণে রক্ত। রানার দিকে তাকালো সোজাসুজি। রানার চোখে প্রশ্ন।

ওরা জিজ্ঞেস করলো, 'একে চেনেন?'

'আমার বন্ধু।'—রানা ইউসুফকে বললো, 'ইউসুফ, এখন রাত শেষ হতে চললো, এদের হেফাজতে ভালকরে একটা ঘুম দাও। কাল কাজে লাগবে। লোক এরা খুব খারাপ না।'

ইউসুফ কম কথার লোক। রানার কথা শুনে 'হুঁনা' কিছুই বললো না। জামার আস্তিনে ঠোঁটের রক্ত মুছলো। ওর হাতের আঙুল কাঁপছে। কাঁপার একমাত্র কারণ অনেকক্ষণ ধরে ড্রাইভ করেছে। চোখে-মুখে ধুলো। মিত্রার দিকে তাকালো নেভীর লোকেরা। মিত্রা রানার চোখ-মুখের হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করলো। ইউসুফের সঙ্গে চোখে চোখে কথা হয়েছে?

নেভীর লোকরা বের করে নিয়ে গেল ইউসুফকে। দরজাটা খোলাই রইলো। মিত্রা আরো ত্রিশ সেকেণ্ড রানাকে দেখলো। বন্ধ করলো দরজা। ওর পিস্তল এবার নামানো। দাঁড়ালো দরজায় হেলান দিয়ে।

হাসলো রানা। এগিয়ে গেল মিত্রার কাছে। পিস্তলটা হাত থেকে নিয়ে বললো, 'এইমাত্র ঋণ পরিশোধ করতে চাইলে, আবার এটা কেন?'

পিস্তলটা ঢুকিয়ে দিল মিত্রার ড্রেসিং-গাউনের পকেটে। মিত্রা কোন কথা খুঁজে পেল না। অথচ হাজারোটা সন্দেহ মাথার ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে। ওর ড্রেসিং-গাউনের বেল্টে হাত রাখলো রানা। ধরে ফেললো মিত্রা। বিস্মিত দৃষ্টিতে রানাকে দেখলো। মুখ খুললো, 'রানা, মানুষ যন্ত্র নয়! তুমি এইমাত্র…।'

রানার ঠোঁট ওর মুখ বন্ধ করে দিল। যখন ছাড়লো তখন কথা বলার ক্ষমতা থাকলো না মিত্রার। বুকের ভিতরটা খালি হয়ে গেছে। রানা টান দিল বেল্টে। খুলে গেল। হাতের ভেতর থেকে বের করে ওটা ফেলে দিল বিছানার এক কোণে। আবার কিছু বলতে গেল মিত্রা। বাধা দিয়ে রানা বললো, 'কোন কথা না। সকাল পর্যন্ত সব কথা ভুলে থাকতে চাই।'—স্লিপিং-গাউন খুলে ফেললো। পাঁজাকোলা করে তুলে নিল মিত্রার নরম দেহটা। বিছানায় ফেললো। মিত্রার মুখটা দেখলো, ও আর রানাকে দেখছে না। চোখ বোঁজা, ঠোঁট দু'টো ফাঁক।

কেউ কোনো কথা বললো না। আলো নিভে গেল।

অনেক পরে, ঘুমিয়ে পড়ার আগে রানা মিত্রার চুলের অরণ্যে মুখ গুঁজে গন্ধ শুকলো। কানের লতিটা কামড়ে দিল। বললো, 'আসল নেহী মাংতা, সুদ মাংতা।'

দুমিনিট পর। মিত্রার উঠে বসার শব্দ রানার তন্দ্রা ভেঙে দিল। হাত চলে গেল ড্রেসিং-গাউনের পকেট থেকে নামিয়ে রাখা ওয়ালথারের হাতলে, বালিশের নীচে।

'রানা?'—ঝুঁকে পড়লো মিত্রা। চোখ মেলে তাকালো রানা। মিত্রা জিজ্ঞেস করলো, 'ইউসুফ খবর নিয়ে এসেছে, কোথায় মাফিয়ার আড্ডা, না?'

এবার ভালো করে তাকালো রানা। ঘামে আর্দ্র, শান্ত, ঈষৎ আলোয় অস্পষ্ট, এলোমেলো চুলের পটভূমিতে মিত্রার চিন্তিত মুখ। রানার হাত উঠে গেল চুলের অরণ্যে। চুল সরিয়ে দিলো। হাসলো, বললো, 'পাকা স্পাই হয়ে উঠেছো দেখছি!'—চুলের গোছা মুঠোয় ধরে একটু ঝাঁকি দিল, 'ঘুমাও এখন।'—পাশ ফিরে শুলো। অনুভব করলো, মিত্রাও শুয়ে পড়লো। বুঝলো রানা, বেচারী আজ সারারাত ঘুমুবে না, এবং সকালে উঠে ক্যাপ্টেন ওকে চার্জ করবে। ডাকলো, 'মিত্রা!'

'হুঁ।'

'তুমি ঠিকই ধরেছো, ইউসুফ খবর নিয়ে এসেছে মাফিয়ার।'—রানা বললো, 'আমি জানতাম, মাফিয়াকে ফলো করা খুব সহজ নয়। তাই ইউসুফের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাদের জাগুয়ারটার বাম্পারের সঙ্গে ছোট ট্রান্স-মিটার লাগিয়ে দিই। ইউসুফ আরেকটা গাড়ীতে জাগুয়ারটাকে ফলো করবে, এরকম কথা ছিল। আর

ইউসুফকে যা বলা হয় তা ও কাঁটায় কাঁটায় পালন করে।'

'রানা···?'

'কোন কথা না, ঘুমাও। সকালে সব বলবো।'

'আপনারা ঠিকই অনুমান করেছেন আমরা জানি ডক্টর সাঈদ এবং শর্মিলা কোথায় আছে।'—রানা বললো ইণ্ডিয়ান নেভীর ক্যাপ্টেন মিঃ মল্লিক এবং সঙ্গীদের উদ্দেশে। বারান্দায় বসেছে ওরা ডেক চেয়ারে। রানার পাশে ইউসুফ। ওরা মুখোমুখি। মিত্রা রেলিং-এ ভর দিয়ে একটু দূরে দাঁড়ানো, হাতে একটা কাপ। আরব বাটলার আহমেদ সবাইকে কফি এবং হালকা নাস্তা পরিবেশন করছে।

সব কিছুতে একটা শান্ত এবং সহযোগিতার ভাব দেখা গেল। রানা একটু আগে ইউসুফের সঙ্গে কথা বলেছে একা, পনেরো মিনিটের জন্যে। এবং তারপরেই ডেকেছে এই মিটিং।

রানার ঘোষণায় ভারতীয় নেভীরা পরস্পরের দিকে তাকালো, কিছু বললো না। মিত্রা কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে আবার আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালো। রানা পকেট থেকে সিগারেট বের করতে গেলে ক্যাপ্টেন এগিয়ে দিল হাভানা চুরুটের বাক্স। ধন্যবাদ জানিয়ে একটা তুলে নিল রানা। ধরালো রনসন কমেট গ্যাস-লাইটারে। দু'টো টান মেরে গোড়া কামড়ে

ধরে তাকালো ক্যাপ্টেনের দিকে। কোন কথা বললো না ক্যাপ্টেন। সবাই গম্ভীর। রানার মনে হল, এ যেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ওয়ার-কাউন্সিলের আলোচনা কক্ষ। চুরুটটা আরো একটু কায়দা করে ধরলো, চার্চিলিয়ান ভঙ্গিতে বললো, 'আমরা আপনাদের সাহায্য চাই।'

সবাই নড়েচড়ে বসলো। দু'-একজন সামনের ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কফিতে চুমুক দিল। ক্যাপ্টেন বললো, 'কি ধরনের সাহায্য?'

'আমাদের দু'টো টমীগান, পিস্তল ফেরত দিতে হবে। আপনাদের সাবমেরিন থেকে আরো কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র দেবেন। একটা গাড়ী দেবেন এবং আমাদের বিনা শর্তে মুক্তি দেবেন।'—রানা বললো, 'এটুকু সাহায্য পেলেই আমরা খুশী হব।'

'বুঝলাম না!'

'এর সহজ মানে হচ্ছে, আপনার পথ আপনি দেখুন, আমার পথ আমি।'—রানা বললো, 'এ ছাড়া শর্মিলার বা ডক্টরের জীবনরক্ষা সম্ভব নয়। আজকেই উদ্ধার করা দরকার ওদের, দেরী হলে হয়তো চালান হয়ে যাবে অন্যখানে। আপনারা অবশ্য বলতে পারেন দরকার নেই ডক্টর বা শর্মিলাকে, পাকিস্তানের ভ্রমণ-বিলাসী মাসুদ রানা বা সাংবাদিক ইউসুফকে পেলেও চলবে।'

'আমরা যদি প্রস্তাব গ্রহণ না করি?'

'না করলে আর কি, সারাদিন অভিজাত গ্যালাক্সী-বীচে সানবাথ করে কাটিয়ে দেবো।'—রানা বললো, 'আমি ছুটি উপভোগ করতেই এখানে এসেছি।'

'যদি এখন আপনাদেরকে গুলি করে মারি ?'—ক্যাপ্টেন মল্লিক উঠে দাঁড়ালো।

'মরার আগে ভয়ের চোটে সবকিছু গরগর করে বলে দিয়ে যাবো।'—রানা গম্ভীরভাবে বললো।

'আই উইল কিল ইউ!'—বিকৃত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো ক্যাপ্টেন।

'দেরী করছেন কেন ? বি কুইক!'

বসে পড়লো ক্যাপ্টেন। তিনমিনিট আবার নীরবতা নেমে এল। রানা আরেক কাপ কফি শেষ করলো। বললো, 'এবার আমি আমার আসল কথা বলতে চাই। বুঝতে পারছেন, আপনারা কত অসহায় ? হ্যাঁ, আমি এই মিশনে আপনাদের কয়েকজনকে সঙ্গে নিতে চাই। ওদের লিড করবো আমি। এবার রাজী ?'

ক্যাপ্টেন একমুহূর্ত রানাকে দেখলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'রাজী।'

হাত বাড়িয়ে দিল রানা, 'ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। আপনি বুদ্ধিমান লোক। আমি জানি, ডক্টরকে আপনি নেবার চেষ্টা করবেন। আমার কথা হচ্ছে, চেষ্টা করুন, কিন্তু তাড়াহুড়ো করবেন না।'

ওরা রওনা হলো বিকেল তিনটায়। রাজধানী শহর রাবাতে পৌঁছে রানার গাড়ী আঁকাবাঁকা পথে এগুলো এবং এসে থামলো টুরিস্ট ব্যুরোর অফিসে। নামলো রানা, সঙ্গে মিত্রা। রানা একটা বই কিনলো সেলিং সেণ্টার থেকে। গাড়ী আবার চললো।

গাড়ী ড্রাইভ করছে ইউসুফ। রানা এবং মিত্রা পিছনের সিটে। রানা বইটা মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। মিত্রা দেখলো, বইটার নাম 'ওল্ড টেম্পল এ্যাণ্ড টুম অব মরক্কো, এ্যান ইণ্ট্রোডাকশন'।

টানজিয়ার।

টানজিয়ার শহরে গাড়ী প্রবেশ করতেই রানা বই থেকে মুখ তুললো। বললো, 'ইউসুফ, তুমি সাঁতার জানো?'

'জানি, বস্।'

'গাড়ীটা তাহলে একটা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে দাঁড় করাও।'—রানা বললো, 'তোমাকে একটা স্কুবা প্রেজেণ্ট করতে চাই।'

ইউসুফ কিছু বললো না। মিত্রা অবাক হয়ে তাকালো। গাড়ী থামলো একটা বড় দোকানের সামনে। রানা নামলো। মিত্রাকে বসে থাকতে দেখে বললো, 'নামবে না? তোমাকেও না হয় হ্যাপণ্টের নতুন ট্রাইকিনি প্রেজেণ্ট করতাম।'—উত্তর না পেয়ে হাসতে হাসতে দোকানে ঢুকলো।

রানার রেখে যাওয়া বইটা তুলে নিল মিত্রা। নরম

কভারের বইটা হাতে নিতেই মাঝখানের একটা জায়গা হাঁ হয়ে গেল। পৃষ্ঠাটা মেলে ধরলো। দেখলো একটা নাম: MONASTERIO ROMANO. দ্রুত পৃষ্ঠা উল্টালো। বর্ণনা দেওয়া হয়েছে রোমান গির্জার আর্কি-টেকচারাল নির্মাণ-কৌশল। ঐতিহাসিক এবং মিথোলো-জিক্যাল পটভূমিও দেওয়া আছে। মিত্রা উত্তেজনা বোধ করলো। হাতের আঙুল কাঁপছে, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। গাড়ীর পেছনের কাঁচ দিয়ে দেখলো, ফোক্স ওয়াগেনটা দাঁড়িয়ে আছে।

কি করবে, ভাবলো মিত্রা।

দোকানের দরজায় রানা। এগিয়ে এল। পিছনে ইউসুফ। ইউসুফের হাতে একটা প্যাকেট।

এবার রানা এসে বসলো ড্রাইভিং সিটে। পেছনে মিত্রার দিকে তাকালো, দেখলো মিত্রার হাতে বইটা। বইটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'এবার যাবো সোজা রোমানো মনাস্টেরিও। নর্থ পয়েন্ট অব অ্যাটলাস মাউন্টেন।'— হাসলো, 'সামনে এসো।'

মিত্রা সামনে এসে বসলো, ইউসুফ উঠলো পেছনের সিটে। রানা বইটা ইউসুফকে দিল, 'নাও, কাজে লাগবে।'

প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চললো গাড়ী।

৭

'সাবধান, সামনে খাদ, আস্তে চালান।'

এক্সিলারেটর ছেড়ে দিল না রানা। ব্রেকটা একটু চেপে ধরলো, টিয়ারিং ঘোরালো একশো আশী ডিগ্রী, একটা শব্দ তুলে বাঁক নিল গাড়ী। মিত্রা নিজেকে সামলে নিয়ে দেখলো, সামনে ভূমধ্যসাগরের ঢেউ। অর্থাৎ দেড়শো ফিট উঁচু এ্যাটলাস পর্বতমালা এখানে খাড়া নেমে গেছে সমুদ্রে। এর পশ্চিমে আফ্রিকা ভূ-খণ্ডকে ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে মহাসাগরের একটি বাহু, জিব্রাল্টার প্রণালী। রানা পাগলের মত গাড়ী চালাচ্ছে। এসব পথে এভাবে গাড়ী চালানো পাগলামি।

পেছনের গাড়ী থেকে এগিয়ে যেতে চায় রানা।

'রানা!'—মিত্রার ভয়ার্ত কণ্ঠ।

রানার কানেও গেল না কথাটা। ওর চোখ সামনে স্থির। এখনো রাত পুরোপুরি নামে নি, তবু অন্ধকার বলা চলে, কিন্তু আলো জ্বালে নি রানা।

মিত্রা ব্যাগের পিস্তলের কথা ভাবলো। কিন্তু···

আরেকটা টার্ণ নিল গাড়ী। এবং হঠাৎ প্রচণ্ড ব্রেক করে থেমে গেল। সামনে সাদা-কালো চেক দেওয়া পাথরের পোস্ট। আবছা আলোয় দেখা গেল একটা রোড সাইনের লাল অক্ষর, 'সাবধান! সামনে খাদ !!'

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ব্রেক ছেড়ে এক্সিলারেটরে চাপ দিল। পেছনের দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল। রানা বললো, 'উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।'

মিটারের কাঁটা ক্ষেপে উঠলো মুহূর্তে। হতবাক হয়ে মিত্রা দেখলো, পেছনে ইউসুফের চিহ্নও নেই।

'স্টপ!'—চীৎকার করে উঠলো মিত্রা। বের করলো পিস্তল। আবার চীৎকার করলো 'স্টপ !!'

রানা কথা বললো না, গাড়ী একেবারে খাঁড়ির ধার ঘেঁষে এগিয়ে চললো। মিত্রা পাশ ফিরে দেখলো, কমপক্ষে পঞ্চাশ গজ থেকে একশ' গজ নীচে পড়বে একটু হিসেবের ভুল হলেই। রানা বললো, 'শুট মি, মিত্রা!'—চীৎকার করেই বললো কথাটা। গাড়ী আরো ঘেঁষিয়ে নিল বাঁয়ে। বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দ।

মিনিটখানেক দম নিতে ভুলে গেল মিত্রা। দম নিতে চেষ্টা করে বললো, 'স্লো ডাউন, রানা, প্লীজ।'

রানা গতি কমিয়ে হেড-লাইট জ্বেলে দিল। তাকালো মিত্রার দিকে। বললো, 'ঋণ পরিশোধ করলে?'

উত্তর দিল না মিত্রা। পিস্তলটা কোলের উপর রেখে

স্তব্ধভাবে বসে রইলো।

রাস্তা আরো উপরে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে। রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রাখলো রানা। এগিয়ে আসছে নেভীর লোক নিয়ে ফোক্সওয়াগেন। সামনে তাকালো রানা।

গাড়ী থামালো পাহাড়ের খাদে।

মনাস্টেরিও রোমানো!

ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে। রানা গাড়ী থেকে নামলো। মিত্রা বসে রইলো থম মেরে। পেছনে এসে দাঁড়ালো নেভীর গাড়ী। দৌড়ে এল পাঁচজন। সবার হাতেই পিস্তল।

মিত্রা নামলো গাড়ী থেকে।

'ইউসুফ কোথায়?'—চীৎকার করে উঠলো ক্যাপ্টেন।

'ইউসুফ পাহাড়টা একটু ঘুরে দেখতে গেছে।'

ঝাঁপিয়ে পড়লো ক্যাপ্টেন রানার উপর। পিস্তলের বাট লাগলো রানার মাথায়, কপালের পাশে। পড়লো মাটিতে দু'জনই। রানার বুকে চড়ে বসলো ক্যাপ্টেন মল্লিক। দু'হাতে চেপে ধরলো কণ্ঠনালী। রানা ওর হাতের একটা আঙুল ধরে ফেলে উপরের দিকে তুললো, পরমুহূর্তে ক্যাপ্টেন ছিটকে পড়লো সাত হাত দূরে। স্প্রিং-এর মত সোজা হয়ে দাঁড়ালো রানা। চার-পাঁচটা পিস্তলের নল এসে স্পর্শ করলো রানার পিঠ।

উঠে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন। এগিয়ে এল। রানার দিকে না—গেল মিত্রার দিকে। নাটকীয় ভঙ্গিতে সামনে দাঁড়িয়ে বললো, 'আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, মিস্ সেন! কেন কুকুরটাকে তখনই গুলি করে খতম করলেন না!'

মিত্রা তাকালো ক্যাপ্টেনের দিকে। হাতের পিস্তলটা তুলে ধরলো ক্যাপ্টেনের সামনে। বললো, 'আমি গুলি করতে পারি নি, ক্যাপ্টেন মল্লিক। আপনি ইচ্ছে করলে করতে পারেন।'—শ্বাস নিল মিত্রা। এগিয়ে দেওয়া পিস্তলটা ধরলো না ক্যাপ্টেন। মিত্রা দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলো, 'কিল হিম, ক্যাপ্টেন!'

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ক্যাপ্টেন। স্তব্ধতা সংক্রামিত হলো সবার মধ্যে। ছ'জন লোকের বারোটা চোখ মিত্রার উপরে স্থির। মিত্রা তাকালো মনাস্টেরিও রোমানোর ছায়ার দিকে। কালো চুল, কালো মেয়েটার স্ন্যাক্স—অন্ধকারে মিল খেয়ে গেছে। শুধু দেখা যাচ্ছে মুখটা।

ছ'মিনিট কেউ কোন কথা বললো না।

'ক্যাপ্টেন, আই লাভ হিম।'—গভীর নিস্তব্ধতায় মিত্রার কথাটা দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারিত হল। মিত্রা বলে চললো, 'আপনি জানেন না, কিন্তু আই. এস. এস.-এর আমার প্রত্যেকটা সহকর্মী জানে, মিত্রা সেন লাভস্ মাসুদ রানা। গতকাল রাতে রানার সঙ্গে ছিলাম গার্ড দেবার জন্যে। কিন্তু আপনি জানেন না, পিস্তলটা ছিল রানার

হাতে। কারণ আমি জানি, ওকে আমি হত্যা করবো না।'—মিত্রা এগিয়ে সমুদ্রের দিকে ফিরে দাঁড়ালো, বললো, 'রানাও আমাকে ভালো করেই জানে, সেইজন্যে দুঃসাহসী হতে সাহস পায়। কিন্তু আমি জানি, আমার কাছে ও অসহায়।'—মিত্রা প্রতিটি কথা পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করছে, 'ক্যাপ্টেন, ওকে আমি আজ যে কারণে হত্যা করি নি, সেই কারণেই আপনি ওকে গুলি করতে পারলেন না। রানাকে আমাদের প্রয়োজন। ওকে ছাড়া শর্মিলী বা ডক্টরকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। একমাত্র রানাই পৌঁছুতে পারবে ওই মনাস্টেরিওতে। এটা অপ্রিয় হলেও সত্য কথা।'—একটু থেমে, একটু অস্পষ্ট কণ্ঠে বললো, 'অন্ততঃ আমি তাই বিশ্বাস করি।'

মিত্রা আস্তে আস্তে এগিয়ে এল হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাপ্টেনের সামনে। আবার তুলে ধরলো পিস্তলটা। বললো, 'যদি এই বিশ্বাসকে আপনি বিশ্বাসঘাতকতা বলেন তবে আমি শুটিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে প্রস্তুত, এখনই।'

উত্তর দিল না ক্যাপ্টেন।

'স্পীক, ক্যাপ্টেন!'—চীৎকার করে বললো মিত্রা, 'অ্যাম আই এ ট্রেটর?'

'নো।'—মাথা নাড়লো ক্যাপ্টেন মল্লিক, 'আই অ্যাম সরি, মিস্ সেন।'

'তবে আর এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন?'—মিত্রা বললো, 'লেটস্ প্রসিড।'—এগিয়ে গেল মিত্রা।

গাড়ীর সিটের নীচ থেকে বের করা হল ব্যাগ, টমী-গান, হারপুন।

ওরা খাড়ি বেয়ে বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো। সবার আগে এগুচ্ছে মিত্রা। রানা উঠে গেল ওর পেছনে। পাশে গিয়ে ডাকলো, 'মিত্রা?'

* কোন উত্তর পেল না রানা। আরো একধাপ উঠে ফিরে দাঁড়ালো মিত্রা।

রানা দেখলো, এ্যাটলাস পর্বতমালার একটি নাম না জানা শৃঙ্গের ছায়ার পাশে আকাশ জোড়া দুর্বোধ্য কালো ছায়া, মিত্রার ছায়ামূর্তি।

কোন কথা বলতে পারলো না রানা। শুধু তাকিয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। পেছনে এসে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন।

রানা বললো, 'ক্যাপ্টেন মল্লিক, আমাদের যেতে হবে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে। ওদিকে পাহাড় আমাদের পটভূমিতে থাকবে, পাহাড়ের ছায়ায় মনাস্টেরিও থেকে আমাদের দেখা যাবে না।'

'ইলেকট্রিক কারেণ্ট প্রবাহিত হচ্ছে ওই কাঁটাতারের বেড়ায়।'—রানা বললো একটা মৃত বাদুড়ের উপর চোখ রেখে।

ছ'ফিট দেয়ালের উপর পাঁচফিট তারকাঁটার বেড়া। দেয়ালের ওপাশে হাত পঁচিশেক জায়গা। তারকাঁটার ঘেরের ভেতর কালো পাথরে তৈরী মনাস্টেরিও। অন্ধকার। দু'একটা ফোকর দিয়ে মৃদু আলো দেখা যাচ্ছে, তারার মত জ্বলছে।

'এখান থেকে হারপুন মেরে ছাদের সঙ্গে দড়ি আটকে দেওয়া সম্ভব।'—ক্যাপ্টেন বললো, 'কিন্তু ইলেক্‌ট্রিক তার পার হবার উপায় নেই।'

'শুধু ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট না'—রানা বললো, 'ওই দেখুন ছায়ার মত কি ঘুরছে।'

'কুকুর।'—মিত্রা বললো, 'এ্যালসেশিয়ান।'

রানা উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখলো। ওদের একদিকে মনাস্টেরিও। পেছনে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে।

রানা হিসেব করলো, নব্বই থেকে শ'গজ উঁচু পাহাড়টা। খাড়ি থেকে বেড়ার দূরত্ব পনেরো গজ, বেড়া থেকে মনাস্টেরিওর দূরত্ব চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ। মনাস্টেরিওর উচ্চতা সত্তর গজের মত। হিসাবটা বেশ মিলে গেল।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'দড়ি কত ফিট এনেছেন?'

'একশ' গজের চারটে কয়েল।'—একজন উত্তর দিল।

'চমৎকার!'—রানা বললো, 'তিনটে কয়েল জোড়া লাগান।'

হাই-প্রেশার এয়ার-গানটা তুলে নিল রানা হাতে।

হারপুনের নোঙর লাগালো। হারপুনের সঙ্গে বেঁধে ফেললো দড়ি। ঘুরে দাঁড়ালো এবার। টার্গেট করলো পাহাড়ের মাথা।

'ওদিকে কেন?'—অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো ক্যাপ্টেন মল্লিক।

'রোপ-ওয়ে তৈরী করবো।'—রানা বললো। একজনকে নির্দেশ দিল, 'দড়ির ও মাথায় আরেকটা হারপুন বেঁধে ফেলুন।'

প্রেশার এয়ার-গানের ট্রিগার টিপলো আশি ডিগ্রী এ্যাঙ্গেলে, উপরের দিকে। ফট্ করে শব্দ হল একটা। সাঁ করে উঠে গেল হারপুন নায়লনের দড়ির কয়েল খুলে খুলে। উপরে মৃদু শব্দ হল। রানা টান দিল দড়ির এ মাথা। তিন ফিট নেমে এল দড়িটা। তারপর হারপুনের নোঙর আটকে গেল উপরের কোন পাথরের সঙ্গে। জোরে টানলো। খুললো না।

'এবার দুর্গের ছাত।'—রানা বললো, 'সাবধান! সবাই লুকিয়ে পড়ুন। উপরে গার্ড দেখা যাচ্ছে!'

ক্যাপ্টেন বললো, 'ওরা গুলি করতে পারে?'

'পারে। হয়তো করবেও। কিন্তু মনে রাখবেন, এটা মনাস্টেরিও, গুলি-গালা পারতপক্ষে ওরা এড়িয়ে যাবে।'—রানা বললো, 'গুলি চালানোকে কোচা-নোচস্ত্রা সবসময় এড়িয়ে চলে। ওরা হত্যা করে নীরবে।'

'হ্যাঁ, ওরা সাপের মত ছোবল মারে।'—বললো ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ, জাত সাপ। কেউটে।'—রানা বললো, 'ছোবল মানেই মরণ-ছোবল। গুলি না হলেও হারপুন মারবে। বি রেডী।'

রানা টার্গেট করলো ছাত। একটু উঁচু করে টার্গেট করলো। সাঁ করে উঠে গেল দ্বিতীয় হারপুন, মর্টারের মত গিয়ে পড়লো ছাতে। একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়লো সবাই।

সবাই চুপ করে রইলো। স্তব্ধ চারদিক। টাওয়ারের মাথায় কয়েকটা ছায়ামূর্তির নড়াচড়া।

ত্রিশ সেকেণ্ড পর দেখা গেল টান পড়েছে দড়িতে। রানার চোখ দড়ির পাকের উপর। পাকটা খুলে গেল। রানার পিঠের উপর ঝুঁকে পড়লো মিত্রা। ও দম বন্ধ করে দেখছে। বেসামাল শ্বাস-প্রশ্বাস। ফিসফিস করে বললো, 'রানা, ধরা পড়ে গেছি।'

রানা প্রায় মনে মনে বললো, 'এটাই চাই।'

অন্ধকার ভেদ করে এসে পড়লো একটা হারপুন—সুতীক্ষ্ণ মাথা, পাথরের গায়ে ঠুকে গিয়ে আগুনের ফুলকি ছুটলো।

দড়ির পাক আরো খুলে যাচ্ছে।

ছুটে এল আরো একটা হারপুন, পাথরে ছিটকে পড়লো।

শেষ হয়ে এসেছে দড়ির পাক। রানার হাতে ধরা দড়িতে টান পড়বে এবার। উঠে দাঁড়ালো রানা। মিত্রা প্রায় ছিটকে পড়ে গেল পাশে। রানা টমীগানের স্ট্রাপের ভেতর গলিয়ে দিল মাথা। দড়ির একপ্রান্ত পাহাড়ের মাথায় আটকানো, অন্যপ্রান্ত দুর্গে। পাহাড়ের দড়ির প্রান্তটা আবার টেনে দেখলো রানা। বেশ শক্ত হয়েই আটকে আছে। বেয়ে উঠে গেল কয়েক হাত উপরে।

'রানা!'—মিত্রার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর। ক্যাপ্টেন হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে--লোকটা পাগল নাকি!

হাতের দড়িতে টান পড়লো। রানা পেণ্ডুলামের মত দুললো। ওরা ঢিল দিল বা ফসকে গেল। ছুটে এল দু'ছুটো হারপুন এক সঙ্গে। পাথরের গায়ে ফুলকি ছুটলো।

আবার টান পড়লো দড়িতে।

মিত্রা দেখলো, রানা সরে যাচ্ছে দুর্গের ভেতরে। ওরা দড়ি টানছে। এখান থেকে পনেরো ফিট দূরের বিদ্যুৎ প্রবাহিত তারকাঁটার বেড়ার বেশ কিছু উপর দিয়ে রানা শূন্যে ঝুলে আছে।

'কুকুর!'

এক সঙ্গে ছ'-সাতটা নেকড়ের মত এ্যালসেশিয়ান ছুটে এল। রানা শূন্যে ঝুলছে। ওরা লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা

করলো। কিন্তু রানা ক্রমেই উপরে উঠছে এবং ওদিকে সরে যাচ্ছে।

মিত্রা উঠে দাঁড়ালো হাতে একটা টমীগান নিয়ে।

বললো, 'ওরা ওকে গুলি করতে পারে!'

'করবে না। করলে আগেই করতো।'—ক্যাপ্টেন বললো, 'এখনও আমাদের চুপ করে থাকা দরকার, যাতে ওরা মনে করে, ও একাই আছে।'

মিত্রা ছাতের উপরের ছায়ামূর্তিগুলো দেখলো। চার-পাঁচজন দড়িটা টানছে। রানা বেশ উঁচুতে ঝুলছে। হাত-পা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে দড়ি। দড়ির উপর লম্বা-লম্বিভাবে শুয়ে আছে প্রায়।

'আমাদের পজিশন নেওয়া উচিত। যদি ওরা গুলি চালায়, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যাতে চালাতে পারি।'—কথাক'টা বলে মিত্রা টমীগান হাতে আরেকটা পাথরের চাঁই ধরে কিছুটা উপরে উঠলো। আরো একটা ধাপ পেল। পঁচিশ ফিট উপরে উঠে এল মিত্রা। টমীগান উঁচিয়ে তাক করলো ছায়ামূর্তিগুলো। মিত্রার পাশে এসে ওরাও পাঁচজন বসলো। দড়িতে ঝুলন্ত মানুষটা আর ছায়ামূর্তিগুলো দেখছে ওরা অবাক হয়ে।

*　　*　　*

রানা দেখলো, আর মাত্র হাত পঁচিশেক বাকী। এখনো ওরা টানছে। আর হাত দশেক টানার পর দড়ি টানটান

হয়ে যাবে—পাহাড় থেকে দুর্গ। তখন রানাকেই এগুতে হবে। ওদের হাতে হাই-প্রেশার এয়ার-গানে হারপুন। সাব-মেশিনগানও ছাদের ব্যাটেলসেটে বসিয়েছে। আর মাত্র বিশ হাত।

রানার চোখ আটকে গেল কিছুটা নীচের দিকে। একটা খোলা ফোকর। অন্ধকার ঘরের মত। ছাদের যেখানে দড়িটা লেগেছে, ওরা টানছে, তার ঠিক নীচে। মাপটা ঠিক করলো রানা। মনে মনে মেপে ফেললো। বিশ হাত। ওদের দিকে তাকালো, বিশ হাত এখনো বাকী। হাতের মুঠো আলগা করলো। সরসর করে নেমে এল দশ হাত। ওদের হাতের দড়িও ফসকে গিয়ে পাঁচ হাত নীচে নামলো।

'ডোণ্ট মুভ।'—ওদের একজন ঘোষণা করলো। কিন্তু রানা একহাতে নায়লনের দড়ি চেপে ধরে অন্য হাতটা পকেটে পাঠালো। হাত ফসকে আরো তিন ফিট নামলো।

'এক ইঞ্চি নড়লে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবে।'—ওরা আবার বললো। রানা স্থির হল। পকেট থেকে বের করে আনলো ছোট ছুরিটা। দাঁতে কামড়ে ভাঁজ খুললো, পেটের কাছে দড়িতে পোঁচ দিল বাঁ হাতে। অন্য হাতে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরলো দড়ি, যাতে ফসকে না যায়। ফসকে গেলে পড়বে সত্তর গজ নীচে। আঙুলগুলো অবশ হয়ে আসছে। পাহাড়ের প্রান্ত এবং

মনাস্টেরিওর সঙ্গে টানটান হয়ে গেছে দড়ি। কিন্তু ওরা এখনো বিশ ফিট দূরে।

'হু আর ইউ, বাস্টার্ড?'

রানা বললো, 'মাসুদ রানা। ফ্রেণ্ড অব রিকার্ডো।'

'মাসুদ রানা?'—রিকার্ডোর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কি চাই তোমার?'

'তোমাকে দেখতে শখ হল।'

'এগিয়ে এসো।'—রিকার্ডো বললো, 'তাড়াতাড়ি, নইলে গুলি করবো।'

'আসছি।'—বলেই রানা দু'হাতে আঁকড়ে ধরলো দড়ি। কেটে গেছে। রানা প্রচণ্ডবেগে নীচের দিকে সরে যাচ্ছে ... কালো পাথরের দেয়াল এগিয়ে আসছে। হাঁটু ঠুকে গেলেও রানা ঢুকে পড়লো জানালা দিয়ে অন্ধকার ঘরে। দড়ি ছেড়ে দিল। ট্র্যাপিজ! ভাবলো, এবার কোন অতলে গিয়ে পড়তে না হয়। না, মাটির স্পর্শ পেল। স্পর্শ শুধু না, ছড়ে গেল আহত হাঁটু, মাথাটা ঠুকে গেল প্রচণ্ডভাবে দেয়ালে। বন বন করে ঘুরে উঠলো। শুনলো, ফায়ার করছে ওরা নীচে। কুকুরগুলো চীৎকার করছে। গুলি খেয়ে মরবে বেচারারা।

* * *

'না, না!'—চীৎকার করে উঠলো মিত্রা। ওরা গুলি করছে। দেখলো রানা শূন্যে নেই, পড়ে গেল নীচে।

পাহাড়ে আটকানো দড়িটা গড়িয়ে পড়লো ওদের উপর। ছিঁড়ে গেল নায়লন কর্ড ?

গর্জে উঠলো পাঁচটা টমীগান। মিত্রাও চেপে ধরলো ট্রিগার প্রাণপণ শক্তিতে। দেখলো, মনাস্টেরিওর উপরের ছায়াগুলো উধাও হয়ে গেছে।

কুকুরগুলো চীৎকার করছে প্রাণপণে। মিত্রা দেখলো, কুকুরগুলো একখানে দাঁড়িয়ে নেই, ছুটোছুটি করছে। রানা নীচে পড়লে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়তো একখানে, রানার উপর। কিন্তু কোথায় গেল রানা !

'আই এ্যাম সরি, মিস্ সেন।'—পাশ থেকে বললো ক্যাপ্টেন মল্লিক।

'ফর হোয়াট ?'

'সাহসী লোক নিঃসন্দেহে। কিন্তু একটু ক্রেজী…।'—কথাটা বলে থমকে গেল ক্যাপ্টেন। অন্ধকারেও দেখতে পেল, মিত্রার চোখ-ভরা পানি উপচে ফুটে উঠেছে এক টুকরো হাসি।

'অলরাইট হি ইজ ব্রেভ, হি ইজ ক্রেজী…,'—মিত্রা বললো, 'এ্যাণ্ড, ক্যাপ্টেন, হি ইজ এ্যালাইভ।'

কাঁধের ব্যাগ থেকে মিত্রা একটা গ্রেনেড বের করলো। বললো, 'এবার আমরা ইলেক্‌ট্রিফায়েড বেড়া উড়িয়ে দিতে পারি।'

* * *

পৌঁছুলো রানা একটা মৃদু আলোকিত করিডোরে। বইতে দেখা ম্যাপটা মনে করে ছুটলো উত্তর দিকে। ওপাশ থেকে এগিয়ে আসছে অনেকগুলো পদশব্দ। টানা করিডোর। কালো চকচকে পাথরের দেয়াল। সামনে-পেছনে কোনো মোড় নেই, নেই কোনো দরজা, লুকানোর জায়গা। টমীগানের ট্রিগারে আঙুল রাখলো। শুয়ে পড়তে হবে। পালাবার পথ নেই।

বাইরে গোলাগুলির শব্দ। ফাটছে গ্রেনেড।

চোখ পড়লো উপরে, একটা রডে। করিডোরের দু' দেয়ালে গাঁথা। রডের সঙ্গে ঝুলছে কম ওয়াটের আলো। কোনো চিন্তা না করেই টমীগান কাঁধে নিয়ে দৌড়ে লাফিয়ে ধরলো রডটা। পাক খেয়ে উঠে পড়লো উপরে। দাঁড়িয়ে গেল সোজা হয়ে, অন্ধকার দেয়াল ঘেঁষে।

পাঁচজন মাফিয়া। হাতে উদ্যত সাব-মেশিনগান। ডবল মার্চ করে এগিয়ে এল। তারপর কালো পাদ্রীর পোশাক পরা ক'জন, ওদের হাতেও রাইফেল, টমীগান। আরো একদল আসছে। দেখলো রানা, মেয়েবাহিনী! একজনের পরনে নানের সাদা পোশাক।

চারদিক কাঁপিয়ে বেজে উঠলো ঘণ্টা। গির্জার ঘণ্টা।

মাফিয়া প্রতি-আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওরা মাত্র পাঁচজন, আর এদের সংখ্যা কত, কে জানে।

আর আসছে না কেউ। রানা ছুটলো রড থেকে নেমে।

বাঁ দিকে ঘুরলো। সামনে থেকে আবার লোক আসছে। মাফিয়ারা চমকে গিয়ে পাগলের মত ছুটোছুটি করছে। এভাবে এগুনো সম্ভব নয়। রানা উল্টো দৌড় দিল। দাঁড়ালো একটা ছোট ঘরে। অন্ধকার ঘর। ঘরে দাঁড়িয়ে দেখলো, ওপাশের ঘর থেকে বের হয়ে এল এক পাদ্রী। হাতে টমীগান। ও পাশ কাটিয়ে চলে গেলে ঘরটা থেকে বের হয়ে পাদ্রীর বের হয়ে আসা ঘরে ঢুকলো। বন্ধ করলো দরজা। যা অনুমান করা গিয়েছিল তাই। চারটে বিছানা পাতা ঘরে। এ ঘরে থাকে শিক্ষাব্রতী সাধকরা। রানা ওদের পোশাকের আলনা থেকে তুলে নিল একটা কালো গাউন। পরতে একমিনিট লাগলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলো, ঠিক আছে, টমীগান হাতে এ পোশাকে বেশ লাগে। ড্রাকুলার মেকআপটা এ রকম হলে কেমন হয়?

ঘর থেকে বের হতেই রানা শুনলো একটা চীৎকার, 'আমাকে ছেড়ে দাও। না, না...।'

শর্মিলা! রানা দেয়াল ঘেঁষে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটলো। এবার তার পোশাক কিছুটা সাহায্য করবে। দু'টো মোড় ঘুরলো। এসে দাঁড়ালো বড় একটা ঘরে। ঘরের বাঁ পাশে একটা সিঁড়ি, উপরে উঠে গেছে, ডানদিকে নেমে গেছে নীচে। শব্দটা আসছে উপর থেকে। পুরো ঘরের মাঝখানে মাত্র একটা লাইট। রানা দাঁড়ালো দেয়াল ঘেঁষে। হাতে ধরা রইলো টমীগান, সিঁড়ি লক্ষ্য করে।

দেখা গেল এক জোড়া পা। বিরাট বুট। বুঝতে পারলো কে নামছে—লোবো।

হাত-পা ছুঁড়ছে না শর্মিলা। শুধু চীৎকার করছে প্রাণপণ। চেপে ধরেছে জানোয়ারটা মেয়েটিকে পাঁজা-কোলা করে। নড়া-চড়ার শক্তি নেই শর্মিলার।

রানা সরে এল। ঘুরে গিয়ে দাঁড়ালো সিঁড়ির পাশে। লোবো কিছু দেখছে না। দেখছে শর্মিলাকে। অসহায় আর্তনাদে আর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। বড় জিভ বের করে শুধু ঠোঁট চাটছে। চোখে-মুখে মহা তৃপ্তির ভাব। মুখটা নামিয়ে শর্মিলার গালটা ও চেটে দিল খুশীতে। চীৎকার, আর চীৎকার!

অপেক্ষা করলো রানা। টমীগানের নল চেপে ধরলো দু'হাতে। লোবো শেষ ধাপে এসে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেল ডানদিকে। নীচে নামবে লোবো। ছুটে গেল রানা বিদ্যুদ্গতিতে, প্রচণ্ড বেগে মারলো লোবোর মাথার পেছনে। টং করে একটা শব্দ হল। দেয়ালের গায়ে গিয়ে পড়লো লোবো। কিন্তু ফিরে তাকালো।

শর্মিলা হাত থেকে পড়ে গেল।

না, লুটিয়ে পড়লো না প্রকাণ্ড দেহটা। মাথাও খান-খান হয়ে ভেঙে পড়লো না। লোবো রানাকে দেখছে। রানার হাত আর উঠলো না। অবাক হয়ে দেখলো। হাতের ভেতরে একটা ঝিনঝিন অনুভূতি, শব্দ এবং লোবোর

অবাক চাউনি দেখে রানা বুঝলো মাংস চেঁচে নেওয়া মাথার সাদাটা আদৌ স্কাল নয়, ইস্পাতের খোলস। কাঁপলো রানা। কি ভয়ঙ্কর। এমন বিচিত্র অনুভূতি রানার কোনদিন হয় নি।

রানা দু'পা সরে এল পেছনে। চীৎকার ভুলে শর্মিলা রানাকে দেখলো। হ্যাঁ, রানাই। লোবো রানার দিকে এগুলো। এবার টমীগানের ছোট চকচকে ভয়ঙ্কর মুখটা টার্গেট করলো লোবোর বুক। দু'পা পিছিয়ে এল রানা। লোবো এগুলো। গর্জে উঠল টমীগান। বুক, ঠিক হার্টের কাছে বিদ্ধ হলো গুলি, পরপর কয়েকটা। না বিদ্ধ হয় নি গুলি। লোবোর চোখে বিস্ময়। আরেক পা এগুলো। রানা পাগলের মত ট্রিগার চেপে ধরলো। গলার কাছে লাগলো একটা গুলি। টলমল করে উঠলো লোবো। ওধার থেকে ছুটে আসছে কয়েকজন। রানা সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। উপরের সিঁড়িতেও লোক।

রানার টমীগানে তিনটে ফায়ার হলো। একজন আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো। উপরের ওরা থমকে গেল। শর্মিলার হাত ধরে রানা নামলো তিন সিঁড়ি। পতনের শব্দে পিছন ফিরে তাকালো। দেখলো, উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো জানোয়ারটা। পায়ের এবং গলার গুলিটা লেগেছে। বুকে ওর বর্ম আঁটা।

উঠে বসতে চেষ্টা করছে। আদিম আক্রোশে রানা

আবার তুললো টমীগান। ধরে ফেললো শর্মিলা। বললো, 'ও মরে নি, মরবেও না!'

কথাটা শোনা হল না, গুলিও করা হল না লোবোকে। লোক আসছে। সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে নামলো। নীচে ওপেরর ঘরের মতই আরেকটা ঘর। কেউ নেই, ফাঁকা স্যাঁৎসেঁতে। এখানে একটা বাল্‌ব জ্বলছে। মনাস্টেরিওর আর্কিটেকচারাল ডিজাইনটা মনে করার চেষ্টা করলো আবার। ঠিক পথেই এগুচ্ছে রানা। আরো নীচে নামতে হবে।

সিঁড়ির দিকে এগুতে গিয়েই বুঝলো, নীচ থেকেও লোকজন উপরে আসছে।

ফ্যাকাশে হয়ে গেল শর্মিলার মুখ। উপরে লোক, নীচে লোক। ওপাশে একটা দরজা ছিল, তাও বন্ধ। ওপাশের দেয়ালের কাছে সার দেওয়া বাক্স। প্যাকিং বাক্স নয়। শর্মিলা অস্পষ্ট, ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো, 'কফিন!'

'কফিন!'—সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল রানা। শর্মিলার হাত ধরে তড়িৎগতিতে গিয়ে পড়লো কফিনের বাক্সের পেছনে এবং একটার ডালা খুলে ফেললো। ইঙ্গিত করে পা দিল ভেতরে, কিন্তু শর্মিলা একটু ইতস্ততঃ করতেই হেচ্‌কা টান মেরে ফেললো ওকে পাশে, ডালাটা নামিয়ে দিল।

বন্ধ করলো না ডালা। ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলো

বাইরের দু'টো সিঁড়ি। এতক্ষণে একটু সময় পেল রানা, জিজ্ঞেস করলো, 'ডক্টর কোথায়?'

'ডক্টরকে রিকার্ডো নিয়ে গেছে।'—শর্মিলা দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে নিতে বললো, 'ডক্টর অসুস্থ, গত তিনদিন ধরে তাকে শুধু হিরোইন ইনজেক্ট করা হয়েছে।'

রানা টমীগানের নলটা বের করলো। অন্ধকারে বাইরের মৃদু আলোর ফালিতে শর্মিলা দেখলো রানার মুখ। ঠোঁট দৃঢ় সংবদ্ধ। চোখ সিঁড়ির উপর স্থির।

'রানা!'—ভয়ে ভয়ে ডাকলো।

'চুপ!'—রানা বললো, 'একদল নীচ থেকে আসছে, আরেকদল উপর থেকে। এখানে পালাবার পথ নেই। দ্যাট মিনস্ ইটস্ ওয়ার।'

দু'দল মুখোমুখি থমকে দাঁড়িয়েছে। তিনজন ও সাতজন। দু'টো কথা বিনিময় হল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালো।

ডালাটা আরো নামিয়ে দিল রানা। টমীগানের ক্ষুধার্ত মুখটা ঘুরলো। ওরা ঘরে ছড়িয়ে পড়ার আগেই···

চেপে ধরলো ট্রিগার, অর্ধ বৃত্তাকারে ঘুরালো। গুলির শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল ঘরের চার দেয়ালে। কয়েকটা জান্তব আর্তনাদের সঙ্গে মিশলো যান্ত্রিক শব্দ। রানা দেখলো, ছ'টা দেহ পড়ে গেলো। বাকি চারজন জাম্প করলো মেঝেতে। রানার গুলি একজনকে বিদ্ধ

করলো, চীৎকার করে উঠে ছিটকে পড়লো লোকটা।

বাকি তিনজন এলোপাথারি গুলি চালালো। রানা ডালা নামিয়ে দিল।

দেড়ইঞ্চি পুরু লোহা-কাঠের কফিনগুলো গুলিতে কিছু হবে না। গুলি থেমে গেল। রানা ডালাটা ফাঁক করলো। সাতটা লাশ ছাড়া ঘরে কেউ নেই। তিনজন পালিয়েছে। এবার এসে পড়বে বাহিনী।

ডালা খুলে ফেললো রানা আস্তে আস্তে।

শর্মিলা হাত ধরে ফেললো রানার। রানা সরিয়ে দিল হাতটা। ওয়ালথারটা কোমর থেকে বের করলো, টমী-গানের গুলি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বাক্স থেকে বেরুলো। শর্মিলা উঠতে গেলে বাধা দিল রানা। বললো, 'তুমি এখানেই থাক। আমি আসছি।'

প্রতিবাদ করতে গেল শর্মিলা। কিন্তু তার আগেই রানা ঘরের অন্যদিকে ছুটে গেল। একজনের হাত থেকে ছিটকে পড়া সাব-মেশিনগান তুলে নিল হাতে। ওপাশের একটা কফিনের ভেতর ঢুকে পড়লো।

তিনমিনিট একভাবে অপেক্ষা করলো রানা। কেউ এল না। ওরা প্রস্তুতি নিয়ে আসবে।

রানা উঠলো কফিন থেকে। বের হল। শর্মিলার দিকে হাত ইশারা করে পা বাড়ালো নীচের সিঁড়ির দিকে। কেউ নেই।

অফুরন্ত সিঁড়ি। রানা ক্রমেই নীচে নামতে লাগলো।

পড়লো মুখোমুখি। চারজন উপরে উঠে আসছে। রানাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো, 'সবাইকে পালাতে হবে, বসের অর্ডার। আর্মি-পুলিশ এসে পড়বে এক্ষুণি।'

'পুলিশ!'—আর্তনাদ করে উঠে রানা ওদের পেছনে দৌড়ে উঠলো কয়েকটা সিঁড়ি। আবার ফিরলো। দৌড়ে আবার নামতে শুরু করলো। রানার কালো গাউন ওদের বিভ্রান্ত করেছে।

রানা নামতে লাগলো নীচে। অফুরন্ত সিঁড়ি।

৮

'হাত তুলে দাঁড়াও, রিকার্ডো।'

স্কুবার সামনের জিপার লাগাতে গিয়ে চমকে উঠলো রিকার্ডো। দেখলো, সামনে দাঁড়িয়ে মাসুদ রানা। হাতে উদ্যত ওয়ালথার। এসব ব্যাপারে ওয়ালথার সবচেয়ে বিশ্বস্ত।

কোচা-নোচস্ত্রার মেডিটেরেনিয়ান এরিয়া-চীফ রিকার্ডো লরেন্টো তার নিজস্ব দুর্গে মাসুদ রানার হাতে বন্দী।

কথাটা রানাই ভাবলো বিস্ময়ের সঙ্গে। রানা রিকার্ডোর চোখে-মুখে একটা সাধারণ মানুষের মতই ভয় দেখলো। ভয়, মৃত্যু। বিস্ময় দেখলো, যেন অভাবনীয় কিছু দেখছে। সুদর্শন, সুপুরুষ। এ লোকটাকে অনায়াসে মানায় রোমান ভার্শনের হ্যামলেট হিসেবে বা হার্ভার্ডের ইটালিয়ান ভাষার অধ্যাপক হিসেবে।

এমন কি রিকার্ডোকে এই ডুবুরির পোশাকেও মানাচ্ছে না। অথচ লোকটা মেডিটেরেনিয়ান অঞ্চলের প্রত্যেকটা দেশের পুলিশের সবচেয়ে প্রার্থিত ব্যক্তি। এক এক দেশে এক এক নামে পরিচিত।

হাত তুলে দাঁড়ালো দুর্ধর্ষ মাফিয়া নেতা।

'ডক্টর সাঈদ কোথায়?'—জিজ্ঞেস করলো রানা।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো রিকার্ডো। রানা দু'পা এগুলো। বললো, 'ডক্টর কোথায়?'

ঘরের কোণের দিকে ইশারা করলো রিকার্ডো। রানা দেখলো উলঙ্গ, নোংরা, পাগলের মত একটা লোক দেয়ালে হেলান দিয়ে পা সামনে বিছিয়ে বেশ আরাম করে ঘুমুচ্ছে। মাথাটা একদিকে একটু কাত। ঘরের কথাবার্তা তার কানে পৌঁছুচ্ছে না। ঘুমে অচেতন, নেশায় বিভোর।

রানা তাকালো রিকার্ডোর দিকে। বললো, 'সিনোর রিকার্ডো, এই ডক্টর সাঈদের মূল্য এখন কত?'

'তোমার হাতে পড়লে এক পয়সাও না,'—রিকার্ডো

একটু গর্বের [illegible] যেন বললো, 'আমি বি[illegible] করলে পুরো [illegible] [illegible]ার। পাকিস্তানী মুদ্রায় [illegible] কোটি টাকা।'

'কিন্তু এই সাঈদ তো জীবন্মৃত।'—রানা বললো, 'এই অবস্থার চেয়ে এর মৃত্যুই ভাল।'

'তবে আর কি, গুলি করুন।'

'তোমাকে হত্যা করে তবে আমার ওয়ালথার অন্যকে হত্যা করবে, রিকার্ডো।'

'আমাকে হত্যা করবে!'—রিকার্ডো একটু থেমে বললো, 'তার ফলাফল তুমি জানো?'

'ফলাফল জানার জন্যে আমি তো বেঁচেই থাকবো।'—রানা একটু হাসলো, 'তুমি ইচ্ছে করলেও দেখে যেতে পারবে না। তবে অনুমান করতে পার মৃত্যুর পর কি হবে।'

'আমার মৃত্যুর পর···?'—একটু থমকে রিকার্ডো বললো, 'হত্যাকারীকে খুঁজে বের করবেই মাফিয়ারা।'

'আমাকে কেউ চিনবে না, রিকার্ডো।'—রানা বললো, 'তুমি এবং তোমার যে সব সঙ্গিরা আমাকে চেনে তারা সবাই হয়তো খুন হয়েছে নয়তো ধরা পড়বে পুলিশের হাতে।'

'কোচা-নোচস্ট্রাকে তুমি এখনো ভাল করে চেনো নি, মাসুদ রানা।'—রিকার্ডো বললো, 'আমাদের লোক তোমাকে খুঁজে বের করবেই।'

'স্বর্গে গিয়ে ?'

উত্তরটা দিল না রিকার্ডো। রানা আবার বললো, 'অন্ধকূপে ডাইভ দেবার ইচ্ছে ছিল? কোন্‌দিকে ওটা?' —উত্তর দিল না রিকার্ডো।

'মুভ!'—রানা বললো, 'ডক্টরের কাছে গিয়ে দাঁড়াও।'

রিকার্ডো ডক্টরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

'ওকে কোলে নাও।'—নির্বিকারভাবে আদেশ জারী করলো রানা, 'তারপর অন্ধকূপের দিকে যাবে।'

রিকার্ডো কাঁধে নিল ডক্টরকে। ডক্টরের জ্ঞান আছে বলে মনে হল না।

ফিরে দাঁড়ালো রিকার্ডো, 'সিনোর মাসুদ, আপনি সিক্রেট সার্ভিসের লোক, নিশ্চয়ই পুলিশের হাতে ধরা পড়তে চান না। আপনি ডক্টর সাঈদকে নিয়ে পালান, আমাকেও পালাতে দিন।'

'মুভ।'—রানা ছোট করে উচ্চারণ করলো।

'আপনি বোকামি করছেন সিনোর। আমরা দু'জনই পালাতে পারি।'

'আমি পালাতে পারি, তুমি পারো না, রিকার্ডো।'

রিকার্ডো একটা দরজার মুখে দাঁড়ালো।

সামনের ঘরটা কালো ঘুটঘুটে অন্ধকার।

'অন্ধকূপ।'—রিকার্ডো বললো।

শর্মিলা কারো সাড়া না পেয়ে কফিনটার ডালা আরো ফাঁক করলো। দেখলো পুরো ঘর। কেউ নেই এখানে-ওখানে ছড়ানো লাশ ছাড়া। রক্তে, লাল হয়ে আছে ঘরটা।

বাইরে গুলি-গোলার শব্দ।

রানা কোথায় গেল?

খুঁজে পাবে রানা ডক্টর সাঈদকে?

বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো, কি লাভ ডক্টর সাঈদকে পেয়ে? কারো লাভ হবে না। ডক্টর এখন অন্য মানুষ। মানুষ না, শিশু।

রাজী হয় নি শর্মিলা। আর রাজী হলেও কি পারতো ডক্টর সাঈদের কাছ থেকে কিছু বের করতে? ডক্টরকে আজ রিকার্ডো কেড়ে নিয়ে গেছে শর্মিলার কাছ থেকে। শর্মিলাকে তুলে দিয়েছে লোবোর হাতে।

লোবোর কথা মনে হতেই হাত-পা হিম হয়ে এল শর্মিলার। কফিন থেকে বাইরে পা রাখলো। তুলে নিল টমীগানটা। মৃতদেহগুলো দেখলো এবং ওদের থেকে দূরত্ব রেখে এগুলো নীচের সিঁড়ির দিকে।

এদিকেই গেছে রানা। ডক্টর সাঈদকে খুঁজছে ঐ তুরুপের তাস আগে হাতে নিয়ে নিতে চায় দুঃসাহসী বাঙালী। কিন্তু···

টমীগানের ট্রিগারে আঙুল রাখলো শর্মিলা। এটাই

তার প্রথম এ্যাসাইনমেন্ট। মনের টেপে বেজে উঠলো আই. এস. এস. ট্রেনিং সেণ্টারের হীরালাল বাজপাই-এর কথাটা : তুমি যতক্ষণ বেঁচে থাকবে, ততক্ষণ তুমি একজন স্পাই। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করে যাবে।

শর্মিলা বেঁচে আছে।

মনে পড়লো মিস্টার ডবল এক্স-এর নির্দেশ : গেট হিম অর কিল হিম।

হত্যা কর।

চারদিকে মৃত্যুর শীতলতা। বাইরে গুলির শব্দ বন্ধ হয়েছে। মৃত্যুর নীরবতা। নীরবতা কানে লাগে ভয়ঙ্কর-ভাবে।

* * *

নামতে লাগলো নীচে, আরো নীচে।

কোথায় কারা যেন কথা বলছে। ওদিকে করিডোরে আলো। উপরের ঘরগুলোর মতই একটি ঘর। একটি বাল্‌ব জ্বলছে মাঝখানে। ওপাশের দরজাটা খোলা, আলোকিত দরজা। কথাটা আসছে ওদিক থেকেই।

এগিয়ে গেল শর্মিলা।

দেখতে পেল কারা কথা বলছে। তিনজন ওরা। রানা, রিকার্ডো এবং ডঃ সাঈদ।

রিকার্ডোর পরনে স্কুবা। আদিম মানুষের মত, শিশুর মত নগ্ন ডক্টর সাঈদ।

রানা রিকার্ডোকে পিছন ফিরে দাঁড় করলো পিস্তল নেড়ে। এগিয়ে গেল রানা। রুমাল দিয়ে বাঁধবে হাত। ডক্টর সাঈদ মাটিতে বসে ঝিমুচ্ছে। নেশা, নেশা। কিন্তু বেঁচে আছে। মাসুদ রানাই জিতলো। রিকার্ডো বন্দী।

কিন্তু বেঁচে আছে শর্মিলা। হাতে টমীগান। রুমালটা পাক দিয়ে নিল রানা। এগিয়ে গেল রিকার্ডোর কাছে। এভাবে বাঁধতে যাওয়া বিপজ্জনক। না, রানা হাতের পিস্তলটা ঘুরিয়ে ধরলো। ভুল লোকটা করে না। রিকার্ডোর মাথায় মারবে পিস্তলের বাট দিয়ে, অজ্ঞান করবে রিকার্ডোকে।

আরো কাছে এগিয়ে গেল রানা।

কিসের শব্দ? চমকে পেছন ফিরে তাকালো শর্মিলা।

লোবো!

রক্তে নেয়ে ওঠা লোবো শর্মিলার তিনহাত দূরে দাঁড়িয়ে। ঘোলা চোখের ঘোলাটে দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর হিংস্রতা, শীতলতা।

জিভ বের করে ঠোঁটের রক্ত চাটলো লোবো। এগুলো এক পা।

টমীগান পড়ে গেল হাত থেকে। চীৎকার করে উঠলো শর্মিলা, 'রানা!'

*   *   *

ভুল করেছে রানা, চমকে ফিরে দাঁড়িয়েই বুঝলো।

ধরে ফেলেছ রিকার্ডো তার পিস্তল ধরা হাত। জুজুৎসুর নেক আর্ম লক ব্যবহার করবে রিকার্ডো। রানা চেষ্টা করলো ক্রশ আর্ম লক মারার, কিন্তু তার আগেই ছিটকে পড়লো ঘরের কোণে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু রিকার্ডো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো না, পড়লো পিস্তলের উপর। পড়লো না, ব্রেক ফলিং-এর অদ্ভুত কৌশলে উঠে দাঁড়িয়েছে মুহূর্তের ভেতর, হাতে রানার ওয়ালথার।

বোঝা গেল সুদর্শন ইটালিয়ান জুডোয় ব্ল্যাক বেল্ট-ধারী।

'মাসুদ রানা, এবার আমার পালা।'—হাসলো রিকার্ডো, ডাকলো, 'লোবো ?'

শর্মিলার গোঙানি শুনলো রানা।

দরজায় এসে দাঁড়ালো লোবো। শর্মিলার গাউন রক্তে লাল। না, শর্মিলার কিছু হয় নি। রক্ত লোবোর।

শর্মিলা রানার খালি হাত এবং রিকার্ডোর হাতে পিস্তল দেখে চুপ হল।

রানা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে লোবোর দিকে। সত্যি মরে নি!

'অবাক হবারই কথা, সিনোর। না, লোবো মরবে না।'—রিকার্ডো বললো, 'মানুষ মরে বা বাঁচে পারিপার্শ্বিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু লোবোর বাঁচা-মরা নির্ভর করে আমার ইচ্ছার উপর। ও মানুষ না, রবোট বললেও

বলতে পারেন। লোবো, সিনোরিনাকে ছেড়ে দাও।'

মেঝেতে দাঁড়ালো শর্মিলা। টলমল পায়ে এল রানার কাছে।

রবোট। রানা তখনো ভাবছে লোবোর কথা। চোখ লোবোর উপরই নিবদ্ধ। লোবোকে ক্লান্ত লাগছে, কিন্তু ভয়ঙ্কর। লোবোর চোখ শর্মিলার উপর। ক্ষুধার্ত চোখ। রবোটের চোখে ক্ষুধা? না, রবোট ও পুরোপুরি হতে পারে নি।

'লোবো, হাতে সময় কম। জোয়ার আসার আগেই পালাতে হবে। ডক্টরকে কাঁধে নাও।'

রানা বুঝলো, অন্ধকূপে জোয়ার।

লোবো এগিয়ে গেল ডক্টরের দিকে। চোখ তখনও শর্মিলার উপর।

হঠাৎ হাসলো রিকার্ডো। বললো, 'লোবো সিনোরিনাকে ছেড়ে যেতে পারছে না। বেচারাকে অনেকদিন ক্ষুধার্ত রেখেছি। কি করবো, ওর জন্যে মেয়ে পাওয়া খুব সহজ নয়।'

অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে শর্মিলা। চোখের দৃষ্টি ফ্যাকাশে, ফাঁকা।

'লোবো।'—হঠাৎ রিকার্ডো ডাকলো। লোবো ফিরে দাঁড়ালে বললো, 'ওই কফিনটা নিয়ে এসো।'

রানা দেখলো, ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা

কফিন রাখা রয়েছে। উপরের গুলোর একটা। ভারী কফিনটা বগলদাবা করে নিয়ে এল লোবো, যেন এক আঁটি পাটখড়ি আনলো।

'লোবো,'—রিকার্ডো বললো, 'ডক্টরকে নিয়ে সাঁতার কাটতে অসুবিধা হতে পারে, ডক্টর সুস্থ নয়। এতে করে ভাসিয়ে নেয়া যাবে।'

'রিকার্ডো, ও মারা যাবে।'—রানা বললো।

'না, সিনোর।'—কফিন কাত করে দেখালো, ভেতরে বসানো একটা দশ-বারো ইঞ্চি আকারের অক্সিজেন সিলিণ্ডার। হাসলো রিকার্ডো।

লোবো তাকালো রিকার্ডো, তারপর শর্মিলার দিকে। রিকার্ডো হাসলো, 'হ্যাঁ, তোমার জন্যে সিনোরিনাকেও নেওয়া হবে। বি কুইক।'

'ন্-নাহ!'—শর্মিলা দু'পা পিছালো। লোবোর মুখে একটা হাসি দেখা গেল। রবোট হাসতে পারে? লোবো এগুলো।

'ডোণ্ট মুভ, মাসুদ রানা।'

নড়লো না রানা। দেখলো, শর্মিলা দেয়ালের সঙ্গে গিয়ে ঠেকলো। আর্তচীৎকারে ভরিয়ে তুললো ঘরটা।

কফিনের ডালাটা নামিয়ে দিল লোবো। রিকার্ডো বলে যাচ্ছিল লোবোর নির্মাণ-কৌশল মহাতৃপ্তির সঙ্গে।

লোবো কফিনের খিল লাগিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'আমার ব্যাগটা নিয়ে এসো।'—লোবো পাশের ঘরে গেল। রিকার্ডো বললো, 'আমি এখান থেকে আমাদের নিজস্ব ক্রুজারে চলে যাবো ইটালী। তারপর ডক্টর সাঈদকে পাঠিয়ে দেবো জেনেভা। ওখানে আমাদের ডাক্তার ওকে ভাল করে তুলবে। কথা না বললেও ইলেক্‌ট্রোনিক পদ্ধতিতে ব্রেন-রিডারের সাহায্যে নোট নেওয়া হবে, পোলারিশ সম্পর্কে নকল দলিল তৈরী হবে এবং বিক্রি করবো পাকিস্তান ও ইণ্ডিয়ার কাছে। দলিল ছাড়াও ডক্টরকে বিক্রি করবো অন্যভাবে। আপনার কাছে চেয়েছিলাম এক কোটি। এবার পঞ্চাশ লক্ষ করে পাবো দু'টো দলিল থেকে, ডক্টরের জন্যেও পাবো এক কোটি। বেশীও হতে পারে। অকশনে বিক্রি করবো হাইয়েস্ট বিডারের কাছে।'—লোবো প্লাস্টিকের ব্যাগ এনে রিকার্ডোর দুই কাঁধে বেঁধে দিল।

'ইচ্ছে ছিল তোমাকেও সঙ্গে নেবো, সিনোর। আমাদের আস্তানায় একটা রাত জমতো বেশ। পানিতে ইলেক্‌ট্রিক চার্জ করে তাতে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে দেখতাম কেমন লাগে। শিকাগোর জ্যাকসনকে কিভাবে মারা হয়েছিল তাতো কাগজেই পড়েছো। মাংস টাঙাবার হুকে টাঙিয়ে গা ভিজিয়ে নিয়ে ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটন দিয়ে বেদমভাবে পেটানো হয়। আমি ছিলাম ওখানে। দেখার মত জিনিস হয়েছিল। ব্যাটা ছিল হাতির মত মোটা, গরুর মত চেঁচাচ্ছিল···।'

রানা দেখলো, সুন্দর চেহারার লোকটার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছে, চোখের দৃষ্টি বিকৃত কামনায় চকচক করছে। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে।

'সময় থাকলে এখানেই লোবাকে দিয়ে তোমার মাথাটা গুঁড়ো করে ফেলতাম।'—হিসহিস করে উঠলো রিকার্ডো। এখন লোকটা স্বাভাবিক মানুষ না। স্যাডিস্ট। লাল মুখটা আরো লালচে হয়ে উঠেছে, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। রানা অবাক হল। রিকার্ডো বললো, 'মাথা গুঁড়ো করতে পারে লোবো এক থাবাতেই। লোবোকে তুমি গুলি করেছো। এই গুলি ওর অনেক ক্ষতি করেছে।'

ব্যাগ থেকে দশ ইঞ্চি ইটের মত একটা রেডিও বের করলো রিকার্ডো। এখন লাফিয়ে পড়বে রানা?

লাভ হবে না। দানবটা তাকিয়ে আছে রানার দিকে। রিকার্ডো দু'-একটা নব ধরে ঘুরালো। তাকালো রানার দিকে, 'এখনই আমি ওকে ক্ষেপিয়ে তুলবো। হ্যাঁ, দেখবো তোমার মাথার ঘিলুটা গ্রে কালারের কিনা।'

দুর্গের ভেতরে, মাছেই কোথাও গুলির শব্দ হল। সোজা হয়ে গেল রিকার্ডো। রেডিও চলে গেল ব্যাগের ভেতর। বললো, 'বেঁচে গেলে। শান্তিতে মরাই তোমার ভাগ্যে রয়েছে। লোবো, তুমি কফিন নিয়ে নেমে যাও নীচে। তুমি নেমে গেলেই আমি গুলি করবো।'

লোবো কফিনের হুকে দড়ি বেঁধে নামিয়ে দিল নীচে।

পাশের ঘরের অন্ধকারে। তারপর নিজেও নেমে গেল দড়ি ধরে ঝুলে।

'এবার।'—রিকার্ডো হাসলো।

'গুলি করবে?'—রানা বললো। একটু হাসলো, 'তোমার হাতের ওয়ালথার পি.পি.কে. আমার প্রিয় সঙ্গী। তোমার যেমন লোবো। লোবো ছাড়া তুমি কিচ্ছু না। তেমনি ওটা হাতছাড়া হলে আমি অসহায়। ওটা সময় সময় আমাকে রক্ষা করে, তাই আমি মনে করি ওর ডিভাইন পাওয়ার আছে...।'

'তোমার পিস্তলের ইতিবৃত্ত শোনার সময় নেই আমার।'

'তবে আর কি, গুলি কর।'—রানা স্থির চোখে তাকালো রিকার্ডোর চোখে, বললো, 'রিকার্ডো, আমার পিস্তল আমাকে হত্যা করবে না। ওতে গুলি নেই।'

চমকে উঠল রিকার্ডো।

ঝাঁপিয়ে পড়লো রানা। পিস্তলটা ছিটকে পড়লো পাশে। কড়কড়...করে সাব-মেশিনগানের ফায়ার হল কাছে কোথাও।

রানা চেপে ধরলো রিকার্ডোর কণ্ঠনালী।

আবার ফায়ার হল।

রানা জানে, এটা ইউসুফের টমীগান। ইউসুফ এসে গেছে অন্ধকূপের নীচে।

* * *

ইউসুফ দু'পা পিছিয়ে গেল আতঙ্কে, ভয়ে। দু'টো গুলি বিদ্ধ হবার পর মানুষ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ?

কফিনটার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছে সাতফিট দীর্ঘ দেহটা। আলো না জ্বেলেই গুলি চালাল। কিন্তু···।

ইউসুফ একটা শুখনো জায়গায় দাঁড়ালো। এখানে সুড়ঙ্গটা চওড়া প্রায় শ'খানেক ফিট হবে। এখানটা কেটে চওড়া করা হয়েছে। এখানে দু'পাশে শুখনো, মাঝ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পানির স্রোত।

কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যটা।

হাঁপাচ্ছে।

আবার গুলি করলো বুক লক্ষ্য করে। কিন্তু বোঝা গেল না, গুলি বিদ্ধ হল কিনা। এদিকে উঠে আসছে লোবো।

আরো দু'পা পিছালো ইউসুফ।

পানির ছলছল শব্দ ছাড়া কোন শব্দ নেই।

ইউসুফ পাথরের সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পড়লো।

লোবো আরো কয়েক পা এগুলো।

আহ···আ··· !

বিকট একটা চীৎকার স্রোতের কলধ্বনি থামিয়ে দিল। তীব্র আর্তনাদটা যেন ছুটে এল।

পতনের শব্দ।

লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কফিনটার উপরে পড়লো। কফিন থেকে পানিতে। স্রোতের টানে সরে এল এদিকে।

লোবো ধরে ফেললো।

তুললো।

মৃদু আলোয় ইউসুফ দেখলো। রিকার্ডো।

মৃদু আলোয় দেখলো না লোবোর অভিব্যক্তি। কিন্তু দেখলো এদিকে তাকিয়েছে লোবো। পানিতে পড়ে গেল রিকার্ডোর প্রাণহীন দেহটা। লোবো উঠে এল গুখনোয়। গুলি চালালো ইউসুফ।

থামলো না লোবো।

ইউসুফ ঘুরে দাঁড়ালো। অন্ধকারে ছুটলো। ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে। পড়ে রইলো ইউসুফের টমীগান।

৯

দু'শ ফিট নীচে দড়ি ধরে নেমে এল রানা। দাঁড়ালো কফিনের উপর। কফিনের সঙ্গে দড়ির গেরোটা এখনো খোলা হয় নি।

ব্যাটারীর ল্যাম্পটা জ্বলছে এক পাশে। গুহায় কেউ নেই। শুধু একপাশে পড়ে আছে টমীগান। রিকার্ডোর মৃতদেহটা আটকে গেছে একটা পাথরে।

ইউসুফ কোথায়?

উপরে পুলিশ এসে গেছে। দড়ি দেখলে যে কোনো সময় নেমে আসতে পারে।

ছুরিটা বের করলো পকেট থেকে। বেশ কিছুটা উপর থেকে কাটলো।

লাফিয়ে নামলো কফিনের উপর থেকে।

শুইয়ে ফেললো স্রোতের উপর, টেনে নামালো মাঝখানে। তলিয়ে গেলেও ভাসছে কফিন। দড়ির মাথা ধরে রানা এগুলো। কফিন আপনা থেকেই এগুচ্ছে ভাসতে ভাসতে।

নদীতে পাহাড়ী স্রোত।

ইউসুফ লোবোর হাতে পড়লো। ইউসুফ, কম কথা বাল লোকটা, মনে পড়লো রানার।

এদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু অন্ধকার। সুড়ঙ্গ এদিকে সরু হয়ে গেছে। শুখনো পাড়ও সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। পানি গভীর হচ্ছে।

সাঁতরে এগুলো রানা।

'বস!'—ইউসুফের কণ্ঠ।

'ইউসুফ?'—রানা বললো, 'কোথায়?'

ইউসুফ একপাশে পাথরের উপর চুপ করে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। স্নর্কেল কপালের উপর তুলে দিয়েছে। হাঁপাচ্ছে। 'এখানে কেন?'

রানা কফিনের দড়িটা ধরে রেখে উঠে বসলো ইউসুফের পাশে পানিতে পা ডুবিয়ে। ইউসুফ চুপ করতে ইঙ্গিত করলো। তারপর ফিসফিস করে বললো, 'লোবো আমাকে তাড়া করেছিল। আমি একটা গর্তে লুকিয়ে কোন মতে বেঁচেছি। ও মানুষ না, বস!'

'না। এককালে ছিল।'—রানাও নীচু গলায় বললো।

'আমার গুলিগুলো সব হজম করে ফেললো!'

ও'গুলি র লাগেই নি, অন্ততঃ মরার মত জায়গায় লাগে নি।'—রানা বললো, 'রিকার্ডোর সৃষ্টি। রক্ত-মাংসের রবোট। ইলেক্ট্রনিক্সের কারসাজী। বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ওর ইস্পাতে মোড়া।'

'বস!'—হাত চেপে ধরলো ইউসুফ। কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে। রানাও কান পাতলো। কেউ এগিয়ে আসছে।

'লোবো?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। ফিরে আসছে, আমাকে খুঁজতে।'

ওরা দেয়ালের সঙ্গে লেগে রইলো। কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু শব্দ শোনা যাচ্ছে।

স্রোত কফিনটাকে সাগরের দিকে টানছে। শক্ত করে ধরলো। লোবো পনেরো হাতের মধ্যে এসে গেছে।··· রানার চোখ একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলো। রিকার্ডো।

রিকার্ডোর মৃতদেহটা কফিনের দড়ির সঙ্গে আটকে

গেছে। যেতে পারছে না। দড়ি ধরে একটু ঝাঁকালো। সরলো না রিকার্ডো। দড়ির মাথাটা দিল ইউসুফের হাতে। রানা পানিতে নেমে পড়লো। ঝপাৎ করে শব্দ হল। লোবো প্রচণ্ড শক্তিতে উঠে আসছে উজানে। রিকার্ডোর দেহটা ছাড়িয়ে লম্বালম্বি করে পা ছু'টো ধরে সামনের দিকে ঠেলে দিল রানা।

পানিতে একটা তাণ্ডব তোলপাড় সৃষ্টি হল। লোবো কিছু একটা পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হয়তো ধরতে পারলো না। তাই আবার সাঁতার কাটছে।

পাঁচমিনিট কেউ কোনো কথা বললো না। পাশাপাশি বসে রইলো।

হাসলো রানা। নেমে পড়লো পানিতে। ইউসুফ স্নর্কেলে চোখ ঠেকিয়ে নলটা দাঁতে কামড়ে ধরলো। দশ মিনিট সাঁতার কাটার পর ওরা গুহার মুখ দেখতে পেল।

গুহার বাইরে ফায়ার হল ছু'টো।

'পুলিশ ?'—ইউসুফ থেমে গেল। এখানে গভীর পানি। পা ঠেকলো না মাটিতে। স্রোত নেই বললেই চলে। বরং উল্টো একটা স্রোত অনুভব করা যাচ্ছে। জোয়ার আসবে।

'পুলিশ হতে পারে।'—রানা বললো, 'অথবা ইণ্ডিয়ান। তুমি··· ।'

আবার ফায়ার হল বেশ কয়েকটা পরপর।

রানা কফিনের দড়িটা ইউসুফকে দিল। বললো, 'এটা কোমরে বাঁধ। আমি আগে যাবো। তুমি ডুব দিয়ে, যদ্দূর নিঃশব্দে সম্ভব, সোজা সমুদ্রে চলে যাবে। গুহার মুখের লোকেরা যেন দেখতে না পায়। পারবে? মোটর বোট কোথায় রেখেছো?'

'কোয়ার্টার মাইল দূরে।'

'মোটর বোটে তবে এখন যাবে না। কফিনটা কোনো খানে ভালমত রেখে তবে অন্য কাজ করবে।'

'আপনি?'

'সারেণ্ডার করবো।'—রানা বললো, 'যদি দেখ, আমি পুলিশের হাতে ধরা দিয়েছি তাহলে কাছে এগুবে না। কফিনটা নিয়ে সোজা উঠবে বোটে। বোটের লোকটাকে যদি বিশ্বস্ত মনে কর তবে কফিনটা খুলবে।'

উত্তর দিল না ইউসুফ।

'জিজ্ঞেস করলো না, কফিনে কি আছে?'

'ডক্টর সাঈদ।'—সবজান্তার মত বললো ইউসুফ, 'জীবিত না মৃত, বস্?'

এই প্রথম রানা ইউসুফকে অতিরিক্ত একটি কথা বলতে শুনলো। রানা হাসলো। বললো, 'বলা যায় না। তোমার ভাগ্যে জীবিত না মৃত জোটে।'

অন্ধকারে সাঁতরে বের হল রানা। বেশ শব্দ করেই।

গুহামুখ প্রায় বন্ধ হয়ে আছে পানিতে। জোয়ার শুরু হয়ে গেছে।

রানা পাথর ধরে উঠে পড়লো পাড়ে। উঠে দাঁড়ালো। সাড়াশব্দ নেই কারো। কিন্তু পাথরের উপর পড়ে আছে রিকার্ডো। কয়েক হাত দূরে লোবো।

লোবো দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। গুলি বোধ হয় পা ভেঙ্গে দিয়েছে।

'হাত তুলে দাঁড়ান, মেজর মাসুদ রানা।'

ক্যাপ্টেন মল্লিকের কণ্ঠস্বর। তবে ইণ্ডিয়ান নেভীই? মিত্রা নিয়ে এসেছে নর্দার্ন পয়েন্ট অব আটলাসে, যেখানে ইউসুফ নেমেছিল। তারপর খুঁজে বের করেছে সুড়ঙ্গমুখ। পুলিশও আসবে, যদি ওদের কারো পড়া থাকে টুরিস্ট ব্যুরো থেকে প্রকাশিত বইটা।

রানা হাত উপরে তুলে দাঁড়াতেই চারদিকে অনেকগুলো ছায়ামূর্তি দেখতে পেল। জ্বলে উঠলো টর্চ। একজন এগিয়ে এসে কোমর থেকে নিয়ে নিল ভেজা ওয়ালথারটা।

এগিয়ে এল ক্যাপ্টেন মল্লিক। রানা অপেক্ষা করলো প্রশ্নের জন্যে। কিন্তু প্রশ্ন হল পেছন থেকে, 'চিত্রা··· শর্মিলা কোথায়?'

মিত্রার প্রশ্ন। ঘুরে দাঁড়ালো রানা, 'চিত্রা কে?'

'শর্মিলার নাম।'—মিত্রা বললো, 'বেঁচে নেই?'

'জানি না।'—রানা বললো।

'ডক্টর সাঈদ ?'—প্রশ্নটা ক্যাপ্টেনের।

'ডক্টর সাঈদ ?'—রানা হাসলো, 'ক্যাপ্টেন, আপনি একেবারেই নির্বোধ। ডক্টর হোটেল হিলটনের মেনু না, যে অর্ডার দিলেই সার্ভ করা হবে।'

'আপনি জানেন আমার হাতে এটা কি ?'

'মেশিনগান।'—রানা বললো, 'নাউ ইউ ক্যান সার্ভ মি··· ডেথ। কিন্তু লোবোকে এখনো মৃত্যুদান করতে পারেন নি।'

লোবো উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। পারছে না। ক্যাপ্টেনের সাব-মেশিনগানটা গর্জে উঠলো। আবার পড়ে গেল লোবো।

'ওর কষ্ট হচ্ছে।'—রানা বললো, 'ও মরতে চাচ্ছে, কিন্তু পারছে না। আর আমি বাঁচতে চাইলেও পারবো না।'

'ডক্টর কোথায় ?'

'আবার বোকামি করছেন ?'

'বোকামি নয়, আপনি জানেন মেজর মাসুদ।'—ক্যাপ্টেন বললো, 'আপনি জেনে শুনেই কথা বাড়াচ্ছেন।'

'বাড়াচ্ছি, যতক্ষণ বেঁচে থাকা যায়···।'

'কথা বলবেন না।'

'আমিও কথা বলতে ক্লান্তি বোধ করছি।'—রানা বললো, 'বসতে পারি ?'

'না।'

সব চুপচাপ।

'ক্যাপ্টেন, লোকটা আবার নড়ছে, মরে নি।'—মিত্রা বললো, 'ওটা কি?'

'আমি জানি, ওটা কি।'—রানা বললো, 'আপনারা যদি শুনতে চান আমি বলতে পারি। ওটা হচ্ছে রিকার্ডোর সৃষ্টি, রক্তমাংসের রবোট।'—এক মিনিট রানা বলে গেল লোবো সম্পর্কে। মিত্রা রানার কথা শুনছিল না, দেখছিল। এত কথা বলছে কেন?

'স্টপ।'

'দেখুন কিভাবে ও এগুচ্ছে রিকার্ডোর দিকে।'

সবাই চুপ করে দেখলো লোবো এগুচ্ছে মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে, কনুইতে ভর দিয়ে।

'প্রভুভক্ত রবোট।'—একজন নেভী অফিসার বললো।

সবাই দম বন্ধ করে দেখছে। লোবো রিকার্ডোর মৃতদেহটা কাছে আনলো টেনে। হাত চলে গেল পিঠে, ব্যাগের জিপারে। খুললো জিপার।

'কি করছে?'—মিত্রা ফিসফিস করে বললো।

'বোধ হয়···ডিনামাইট···।'

'ডিনামাইট।'—তিনজন আর্তনাদ করে উঠলো, আছড়ে পড়লো মাটিতে। ক্যাপ্টেন গুলি চালালো।

'কিচ্ছু হবে না, ক্যাপ্টেন।'—রানা বললো, 'ও মরতে চায়। ওকে মরতে দিন।'

রেডিওটা বের করলো লোবো। এক এক করে প্রত্যেকটা সুইচ অফ করতে লাগলো। এবং হাত থেকে খসে পড়ল রেডিও। চিত হয়ে পড়লো লোবো।

স্তব্ধতা নেমে এল।

'স্ট্রেঞ্জ!'—ক্যাপ্টেন বললো।

'এখন ওকে, মানুষ বলে মনে হচ্ছে।'—মিত্রা বললো

'মানুষের মত?'—রানা প্রশ্ন করলো।

'ফিনিস ইট!'—ক্যাপ্টেন বললো, 'লোবো-প্রসঙ্গ বাদ দিন। আসল কথায় আসুন।'

'আসল কথায় আসুন, ক্যাপ্টেন!'—ভৌতিক কণ্ঠে ক্যাপ্টেন ঘুরে দাঁড়ালো। তাকালো পাহাড়ের দিকে। অন্ধকার গুহা। দাঁত বের করা অট্টহাসি ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। 'হাতের জিনিস-পত্রগুলো ফেলে দিন। এদিকে ফিরবেন না। একটু নড়লে মাথার খুলি উড়ে যাবে।'

ক্যাপ্টেনের হাতের গান পড়ে গেল। মিত্রাও ফেললো।

বাকিরা ওদের অনুসরণ করলো।

'মেজর রানা, আপনি ওদেরকে চেক করুন।'

রানা চেক করলো প্রত্যেকের কোমর, পকেট।

মিত্রার কাঁধে হাত রেখে বললো, 'ঘাবড়ে গেছো মনে হচ্ছে?'—মিত্রার চোখের ভাষা পড়া গেল না।

সবার গানগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে একটা টমীগান

হাতে নিল রানা। পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বের হয়ে এসো ইউসুফ।'

ইউসুফ বের হয়ে এল। পরনে আগের স্কুবাই রয়েছে। কিন্তু হাতে আড়াই ইঞ্চি ছুরি ছাড়া আর কিছুই নেই।

এসেই তুলে নিল একটা টমীগান।

বললো, 'টমীগানটা বস, গুহার ভেতর রেখে এসেছিলাম।'

হাঃ হাঃ করে হাসলো রানা। ক্যাপ্টেন, মিত্রা এবং অন্য পাঁচজনের মুখে সে হাসি সংক্রামিত হল না। রানা বললো, 'লাইন করে দাঁড়ান।'

'শুটিং স্কোয়াড?'—মিত্রা জিজ্ঞেস করলো।

'না।'—রানা এগিয়ে গেল মিত্রার কাছে, 'চিত্রা তোমার বোন?'

মিত্রা চুপ করে রইলো। তারপর চোখ তুলে তাকালো: চোখ দু'টো ভেজা। বললো, 'হ্যাঁ। রানা, আমি ভেবেছিলাম, তুমি ওকে উদ্ধার করবে।'

রানার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা গেল। ছড়িয়ে পড়লো সারা মুখে, বিজয়ীর হাসি।

সবার দিকে ফিরে বললো, 'আমরা একসঙ্গে কাজ করতে বেরিয়েছিলাম, এখন আমি যার যা প্রাপ্য সবকিছু ভাগ-বাটোয়ারা করতে চাই। ক্যাপ্টেন, আপনি যদি কথা দেন কোনরকম বাড়াবাড়ি করবেন না, তাহলে আপনাদের

সহকর্মিনী চিত্রাকে ফেরত দিতে পারি। এর বেশী কিছু চাইলে পাবেন না। বরং সব হারাবেন। হয়তো জীবনটাও। রাজী?'

রানা ও ইউসুফ পিছনে। ওরা সবাই সামনে। এগিয়ে চললো ইউসুফের নির্দেশে। সমুদ্রের তীরে এসে ইউসুফ টমীগানটা রানার কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে একপাশ থেকে টেনে আনলো কফিনটা। আবার এসে গানটা নিল। রানা নেভীদের কাছ থেকে নেওয়া টর্চটা জ্বাললো। খিল খুললো। টেনে তুললো ডালা।

দু'টি দেহ স্থির হয়ে আছে। ঝুঁকে পড়লো রানা। টেনে বের করলো শর্মিলাকে। শুইয়ে দিল ভেজা বালিতে। বের করলো না, শুধু পালস্ দেখলো ডক্টরের। সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

'চিত্রা!'—চীৎকার করে উঠলো মিত্রা। দৌড় দিতে গিয়ে শুনলো ইউসুফের কণ্ঠ, 'ডোণ্ট মুভ।'

'নো নীড।'—রানা বললো, 'ছেড়ে দাও। ডক্টর ইজ ডেড।'

মিত্রা এসে শর্মিলার উপর ঝুঁকে পড়লো। ক্যাপ্টেন দাঁড়ালো কফিনের পাশে।

উঠে বসলো শর্মিলা। বসেই বললো, 'ডক্টর?'

'মারা গেছে।'—রানা বললো।

শর্মিলা রানার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালো। ওর ঠোঁট দু'টো কাঁপলো।

রানার হাতের টর্চ জ্বলে উঠলো। প্রথমে পড়লো শর্মিলার মুখে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেল আলো। পড়লো ডক্টর সাঈদের কাঁচাপাকা চুলে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা মুখে। নেমে গেল নীচে। ঝুঁকে পড়লো রানা। যা দেখতে চেয়েছিল দেখলো। গলায় আঙুলের দাগ। বন্ধ করে দিল ডালাটা।

তাকালো শর্মিলার দিকে। শর্মিলার চোখ পানিতে ভরে গেছে। রানার চাউনিতে কেঁদে ফেললো।

'ইউ···স্টুপিড, ফুল।'—রানা আস্তে করে উচ্চারণ করলো।

'রানা, আমি ভেবেছিলাম রিকার্ডোর হাতে পড়েছি।' —কান্নায় ভেঙে পড়লো শর্মিলা।

মিত্রা বা ক্যাপ্টেন এসবের মানে বুঝলো না। রানা কফিনটাকে ঠেলে পানিতে নিয়ে গেল। কিন্তু জোয়ারের ঢেউ আবার বালির উপর এনে ফেললো।

ইউসুফ বললো, 'আমাদের বোটের আলো দেখা যাচ্ছে। সাঁতরে যেতে হবে।'

'চল।'—রানা বললো। ফিরে দাঁড়ালো। হাতটা তুললো হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে। পিছনে কল্লোলিত, বিক্ষুব্ধ সাগর।

'দেন, ফ্রেণ্ডস্, লেট মি সে গুডবাই।'—রানা বললো, 'গুডবাই, ক্যাপ্টেন।'

'ইয়েস মেজর, ফরগেট অ্যাণ্ড...।'

'ফরগেট এ্যাণ্ড ফরগেট।'—রানা শেষ করলো কথাটা, 'ক্ষমার প্রশ্নই না। মিত্রা, তুমি কি আমার সঙ্গে আসবে?'

নীরবতা।

'আমি বুঝেছি। উত্তর দিতে হবে না।'—রানা একই ভাবে বললো, 'তোমরাও বোট ভাড়া করে ফিরতে চেষ্টা করো তাড়িতাড়ি। পুলিশ রোড ব্লক করতে পারে।'

'রানা?'—মিত্রার কণ্ঠে রানা আবার দাঁড়ালো।

'বল।'

'আমি যদি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই,'—মিত্রা বললো, 'গ্রহণ করবে?'

'ঋণ পরিশোধ?'

'না। আমার জন্যে না। চিত্রার জন্যে।'—মিত্রা একটু থেমে বললো, 'রানা, আমার ঋণ আমি শোধ করতে চাই না, কোনো দিনই না।'

কয়েক সেকেণ্ড কথা বলতে পারলো না রানা। আরো কয়েক পা পানিতে এগুলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'মিত্রা, চললাম।'

'রানা,'—মিত্রা বললো, 'আবার দেখা হবে?'

একটু ভেবে রানা বললো, 'হবে। হয়তো।'

ঝাঁপিয়ে পড়লো পানিতে।

সারাঙ্ক। হোটেল সাহারা। ক্যাবারে জ্বলে উঠলো নীল স্পট। মুখ তুলে দর্শক দিকে তাকালো স্ট্রীপটিজ ড্যান্সার প্রিন্সেস জয়লুতিকা।...মিত্রা! রানা দেখলো, স্টেজে দাঁড়িয়ে মিত্রা সেন। দর্শকদের মাঝে টুপ চোখ লুকিয়ে নিল রানা চট করে। পি. সি. আই এজেন্ট এখানে কেন? ওপাশের পরা মেয়েটি কে? রানা বুঝল, মেজর জেনারেল রাহাত খান ক্যাসাব্লাঙ্কার ছুটি মঞ্জুর করেছেন সমুদ্র স্নানের জন্য নয়, এটা একটা অ্যাসাইনমেন্ট। ব্রাইগুয়্যাস মেন্ট।

সেবা প্রকাশনী